# দৈনন্দিন মাসনুন দোয়া ও মাসআলা মাসায়েল

www.nagorikpathagar.org

# দৈনন্দিন

## মাসনুন দোয়া ও মাসআলা মাসায়েল

আইসিএস পাবলিকেশন

www.nagorikpathagar.org

# দৈনন্দিন মাসনুন দোয়া ও মাসআলা মাসায়েল

**প্রকাশনায়**
আইসিএস পাবলিকেশন

**প্রকাশকাল**
ডিসেম্বর ২০১৮

**প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ**
মোজাম্মেল হক মজুমদার

**মূল্য**
৮৫ টাকা মাত্র

**ISBN : 978-984-34-4823-1**

---

*Doynondia Masnun Doa O Masala masael, Published By ICS Publication, Price tk.85.00 Only*

www.nagorikpathagar.org

সম্পাদক

হাফিজ ইমরান খালিদ

সম্পাদনা সহযোগী

মু. রাজিফুল হাসান

আবু তালেব

মোঃ বদিউজ্জামান

হাফিজ জাকির হোসাইন

মাওলানা রফিকুল ইসলাম মিয়াজি

হাফিজ মনির হোসাইন

শামীম আহমদ

আব্দুল গাফফার

সৈয়দ মহসিন

হাফিজ নুর হোসেন

www.nagorikpathagar.org

# সূচিপত্র


| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| দোয়ার গুরুত্ব | ১১ |
| চাইতে হবে শুধুমাত্র আল্লাহর কাছেই | ১১ |
| যাদের দোয়া কবুল হয় | ১২ |
| অজু ও পবিত্রতা | ১৪ |
| অজুর শুরুতে পড়ার দোয়া | ১৪ |
| অজুর শেষে পড়ার দোয়া | ১৪ |
| আজান সংক্রান্ত | ১৫ |
| আজান শেষ হলে যে দোয়া বলবে | ১৫ |
| সালাত সংক্রান্ত | ১৬ |
| সালাত শুরুর তাকবির বা তাকবিরে তাহরিমা | ১৬ |
| তাকবিরে তাহরিমা বলে হাত বাঁধার পর সানা বলবে | ১৬ |
| রুকুর তাসবিহ | ১৭ |
| রুকু হতে উঠার সময় যা বলবে | ১৭ |
| রুকু হতে দাঁড়িয়ে যা বলতে হয় | ১৭ |
| সিজদার তাসবিহ | ১৮ |
| দুই সিজদার মাঝে যা বলবে | ১৯ |
| তাশাহুদ | ১৯ |
| দরূদে ইবরাহিম | ২০ |
| শেষ বৈঠকের দোয়াসমূহ | ২০ |
| দোয়াকুনুত | ২১ |
| ইস্তিখারার দোয়া | ২৩ |
| ফরজ সালাতের পরের দোয়া ও জিকির | ২৪ |
| আয়াতুল কুরসি পাঠ করা | ২৬ |
| সকাল বেলার জিকির | ২৮ |


www.nagorikpathagar.org

| | |
|---|---|
| সন্ধ্যা বেলার জিকির | ৩১ |
| **পানাহার সংক্রান্ত দোয়া** | ৩২ |
| খাওয়ার পূর্বের দোয়া | ৩২ |
| খাওয়ার পূর্বে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে গেলে যে দোয়া বলতে হয় | ৩২ |
| খাওয়ার মধ্যখানে দোয়া | ৩২ |
| খাওয়ার পরের দোয়া | ৩২ |
| দুধ পান করার পর যে দোয়া বলতে হয় | ৩৩ |
| কেউ মেহমানদারি করলে তার জন্য দোয়া | ৩৩ |
| কেউ দাওয়াত খাওয়ালে তার জন্য দোয়া | ৩৪ |
| ইফতারের পূর্বের দোয়া | ৩৪ |
| ইফতারের শুরুতে যে দোয়া বলতে হয় | ৩৪ |
| ইফতারের পর যে দোয়া বলবে | ৩৫ |
| কেউ ইফতার করালে তার জন্য দোয়া | ৩৫ |
| লাইলাতুল কদরের দোয়া | ৩৫ |
| **ঘুম সংক্রান্ত দোয়া** | ৩৬ |
| ঘুমানোর সময় যে দোয়া বলতে হয় | ৩৬ |
| ঘুমানোর সময় অন্যান্য দোয়া | ৩৮ |
| পার্শ্ব পরিবর্তনের দোয়া | ৩৮ |
| নিদ্রাবস্থায় ভয় পেলে যে দোয়া বলতে হয় | ৩৯ |
| নিদ্রাবস্থায় ভালো বা খারাপ স্বপ্ন দেখলে করণীয় | ৩৯ |
| ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর দোয়া | ৪০ |
| **বিভিন্ন স্থানে প্রবেশ ও বাহির হওয়ার দোয়া** | ৪১ |
| বাজারে প্রবেশের দোয়া | ৪১ |
| বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় দোয়া | ৪১ |
| বাড়িতে প্রবেশ করার সময় দোয়া | ৪২ |
| মসজিদে প্রবেশের সময় দোয়া | ৪৩ |
| মসজিদে প্রবেশের সময় দোয়া | ৪৩ |
| মসজিদ থেকে বের হওয়ার দোয়া | ৪৩ |
| টয়লেটে প্রবেশের দোয়া | ৪৪ |
| টয়লেট থেকে বের হওয়ার পর দোয়া | ৪৪ |


www.nagorikpathagar.org

| | |
|---|---|
| সফরকালে যানবাহনে আরোহণের সময় দোয়া | ৪৪ |
| সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর দোয়া | ৪৫ |
| নতুন কোন স্থানে অবতরণ করার পর দোয়া | ৪৫ |
| মুসাফিরকে বিদায় দেয়ার সময় দোয়া | ৪৬ |
| **কল্যাণ লাভের দোয়া** | ৪৭ |
| ভালো কাজ করার এবং মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকার দোয়া | ৪৭ |
| উপকারী জ্ঞান, গ্রহণযোগ্য আমল ও পবিত্র রিজিক লাভের দোয়া | ৪৭ |
| মঙ্গলজনক হায়াত ও মৃত্যু কামনার দোয়া | ৪৭ |
| আত্মার পবিত্রতা ও সংযমী হওয়ার দোয়া | ৪৮ |
| অন্তরকে স্থির রাখার দোয়া | ৪৮ |
| সার্বিক কল্যাণের দোয়া | ৪৯ |
| ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য লাভের দোয়া | ৪৯ |
| ঋণ থেকে বাঁচার দোয়া | ৫০ |
| ঋণ পরিশোধের সময় ঋণদাতার জন্য দোয়া | ৫০ |
| বৃষ্টি প্রার্থনার দোয়া | ৫০ |
| বৃষ্টি বর্ষণের সময় দোয়া | ৫১ |
| বৃষ্টি বন্ধের দোয়া | ৫১ |
| সালাম | ৫২ |
| অন্যের মাধ্যমে কেউ সালাম পাঠালে তার জবাব | ৫৩ |
| কোন অমুসলিম সালাম দিলে তার জবাব | ৫৩ |
| কারো প্রশংসার উত্তরে দোয়া | ৫৩ |
| হাঁচিদাতা ও শ্রোতার জন্য পঠিতব্য দোয়া | ৫৩ |
| বিবাহিতদের জন্য দোয়া | ৫৪ |
| নতুন স্ত্রীর জন্য দোয়া | ৫৪ |
| সহবাসের সময় দোয়া | ৫৫ |
| আল্লাহর উদ্দেশ্যে কেউ কাউকে ভালবাসলে দোয়া | ৫৫ |
| কারো বিদ্যা-বুদ্ধির জন্য দোয়া | ৫৫ |
| রাগ দমনের দোয়া | ৫৫ |
| কোন বিপদগ্রস্থ লোককে দেখলে দোয়া | ৫৬ |
| মজলিসে যা বলতে হয় | ৫৬ |


www.nagorikpathagar.org

| | |
|---|---|
| মজলিস ভঙ্গের দোয়া | ৫৬ |
| উপরে ওঠা ও নিচে নামার সময় দোয়া | ৫৭ |
| আশ্চর্যজনক অবস্থায় ও আনন্দের সময় যা বলতে হয় | ৫৭ |
| ভালো কিছু দেখে যা বলতে হয় | ৫৭ |
| অপছন্দনীয় কিছু দেখে যা বলতে হয় | ৫৭ |
| উপকারীর জন্য দোয়া | ৫৮ |
| ভবিষ্যতে কোন কিছু করার আশা ব্যক্ত করার দোয়া | ৫৮ |
| পোশাক পরিধানের দোয়া | ৫৮ |
| নতুন কাপড় পরিধানকারীকে দেখে দোয়া | ৫৮ |
| ধোয়া কাপড় পরিধানকারীকে দেখে দোয়া | ৫৯ |
| কাপড় খুলে রাখার সময় যা বলবে | ৫৯ |
| দরজা-জানালা বন্ধ করা এবং খাদ্য ঢেকে রাখার সময় দোয়া | ৫৯ |
| মোরগ, গাধা ও কুকুরের ডাক শুনলে দোয়া | ৬০ |
| নতুন চাঁদ দেখে দোয়া | ৬০ |
| তওবা ও ইস্তিগফারের দোয়া | ৬০ |
| সিজদার আয়াত পাঠের পর সিজদার সময় দোয়া | ৬১ |
| **অকল্যাণ হতে মুক্তির দোয়া** | ৬২ |
| দুনিয়ার ফিতনা থেকে বাঁচার দোয়া | ৬২ |
| দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাঁচার দোয়া | ৬২ |
| শিরক থেকে বাঁচার দোয়া | ৬২ |
| জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে বাঁচার দোয়া | ৬২ |
| জানা-অজানা অমঙ্গল থেকে বাঁচার দোয়া | ৬৩ |
| ইলম ও দোয়া বিফলে যাওয়া থেকে বেঁচে থাকার দোয়া | ৬৩ |
| কানের ক্ষতি থেকে বাঁচার দোয়া | ৬৩ |
| চোখের অপকারিতা থেকে বাঁচার দোয়া | ৬৪ |
| জিহ্বার অপকারিতা থেকে বাঁচার দোয়া | ৬৪ |
| কাউকে হঠাৎ গালি দিয়ে ফেললে যে দোয়া পড়তে হয় | ৬৪ |
| কাউকে অকারণে শাস্তি দিয়ে ফেললে বা গালি দিলে দোয়া | ৬৪ |
| অন্তরের অপকারিতা থেকে বাঁচার দোয়া | ৬৫ |
| খারাপ চরিত্র থেকে বাঁচার দোয়া | ৬৫ |


www.nagorikpathagar.org

| | |
|---|---|
| প্রবৃত্তির মন্দ থেকে বাঁচার দোয়া | ৬৫ |
| ক্ষুধার কষ্ট থেকে বাঁচার দোয়া | ৬৫ |
| খিয়ানত থেকে বাঁচার দোয়া | ৬৬ |
| কাপুরুষতা থেকে বাঁচার দোয়া | ৬৬ |
| দরিদ্রতা থেকে বাঁচার দোয়া | ৬৬ |
| অসচ্ছলতা থেকে বাঁচার দোয়া | ৬৬ |
| অপমান থেকে বাঁচার দোয়া | ৬৭ |
| অত্যাচারিত হওয়া থেকে বাঁচার দোয়া | ৬৭ |
| দুর্ভাগ্য থেকে বাঁচার দোয়া | ৬৭ |
| তাকদিরের মন্দ থেকে বাঁচার দোয়া | ৬৭ |
| দুশমনের হাসি-ঠাট্টা থেকে বাঁচার দোয়া | ৬৭ |
| যুদ্ধের ময়দানে বিজয় লাভের দোয়া | ৬৮ |
| শত্রুর অনিষ্ট হতে আশ্রয় লাভের দোয়া | ৬৮ |
| অক্ষমতা থেকে বাঁচার দোয়া | ৬৮ |
| অলসতা থেকে বাঁচার দোয়া | ৬৯ |
| কৃপণতা থেকে বাঁচার দোয়া | ৬৯ |
| আল্লাহর নিয়ামত স্থায়ী হওয়ার জন্য দোয়া | ৬৯ |
| দুর্ঘটনা থেকে বাঁচার দোয়া | ৬৯ |
| পানিতে ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচার দোয়া | ৭০ |
| বার্ধক্য থেকে বাঁচার দোয়া | ৭০ |
| অহংকার থেকে বাঁচার দোয়া | ৭০ |
| পাপ থেকে বাঁচার দোয়া | ৭০ |
| সম্পদ ও অভাবের ফিতনা থেকে বাঁচার দোয়া | ৭১ |
| কবরের আজাব থেকে বাঁচার দোয়া | ৭১ |
| জাহান্নামের আজাব থেকে বাঁচার দোয়া | ৭১ |
| জীব-জন্তুর অনিষ্ট থেকে বাঁচার দোয়া | ৭২ |
| ঝড়-তুফান থেকে বাঁচার দোয়া | ৭২ |
| মেঘের গর্জন শোনার পর দোয়া | ৭২ |
| ক্রোধ দমনের দোয়া | ৭৩ |
| | |


www.nagorikpathagar.org

| | |
|---|---|
| **সালাতুল জানাজা ও কবর জিয়ারত সংক্রান্ত দোয়া** | ৭৪ |
| মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ পেলে পড়ার দোয়া | ৭৪ |
| মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট পঠিতব্য দোয়া | ৭৪ |
| মৃত্যু এবং বিপদের সংবাদ শুনলে দোয়া | ৭৪ |
| বিপদের সময় দোয়া | ৭৪ |
| জানাজার সালাতের দোয়া | ৭৫ |
| বাচ্চার জানাজার সালাতে পড়ার দোয়া | ৭৫ |
| কবরে লাশ রাখার দোয়া | ৭৫ |
| মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর দোয়া | ৭৬ |
| মৃত ব্যক্তির পরিবারকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য যা বলতে হয় | ৭৬ |
| কবর জিয়ারতের দোয়া | ৭৬ |
| **ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা, হজ ও কোরবানির দোয়া** | ৭৭ |
| হজ ও ওমরা পালনকারী ব্যক্তির তালবিয়া | ৭৭ |
| হাজরে আসওয়াদের সামনে তাকবির বলা | ৭৭ |
| হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানির মধ্যখানে দোয়া | ৭৭ |
| সাফা ও মারওয়ায় দাঁড়িয়ে পাঠ করার দোয়া | ৭৮ |
| আরাফার ময়দানে পড়ার দোয়া | ৭৯ |
| ঈদের তাকবির | ৭৯ |
| কোরবানির দোয়া | ৭৯ |
| **আল-কুরআনে উল্লেখিত কতিপয় দোয়া** | ৮১ |
| জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দোয়া | ৮১ |
| হেদায়াত লাভের দোয়া | ৮১ |
| হেদায়াতের ওপর টিকে থাকার দোয়া | ৮১ |
| ক্ষমা ও রহমত লাভের দোয়া | ৮১ |
| প্রভাবশালী শত্রুর বিরুদ্ধে দোয়া | ৮২ |
| আল্লাহর কোন হুকুম শোনার পর দোয়া | ৮২ |
| আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর লাভ করার দোয়া | ৮২ |
| দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভের দোয়া | ৮২ |
| চোখ জুড়ানো পরিবার পাওয়ার দোয়া | ৮৩ |
| মাতা-পিতার জন্য দোয়া | ৮৩ |


www.nagorikpathagar.org

| | |
|---|---|
| শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে আশ্রয় চাওয়ার দোয়া | ৮৩ |
| অতীতের মুসলমানদের জন্য দোয়া | ৮৪ |
| গোনাহ্ মাফের দোয়া | ৮৪ |
| বিপদাপদ ও কঠিন মুহূর্তে অটল থাকার দোয়া | ৮৪ |
| মুসলিম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করার দোয়া | ৮৫ |
| কিয়ামতের দিন লাঞ্ছনা থেকে বাঁচার দোয়া | ৮৫ |
| জাহান্নামের আজাব থেকে বাঁচার দোয়া | ৮৫ |
| কঠিন পরীক্ষা ও বিপদাপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার দোয়া | ৮৬ |
| ক্ষমা চেয়ে আদম (আ) এর দোয়া | ৮৬ |
| মাতা-পিতাসহ সকলের জন্য ক্ষমা চেয়ে নূহ (আ) এর দোয়া | ৮৭ |
| নৌকায় আরোহণের সময় নূহ (আ) এর দোয়া | ৮৭ |
| কাফিরদের ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য ইবরাহিম (আ) এর দোয়া | ৮৭ |
| নেক সন্তান পাওয়ার জন্য ইবরাহিম (আ) এর দোয়া | ৮৮ |
| সন্তান লাভের জন্য জাকারিয়া (আ) এর দোয়া | ৮৮ |
| ভালো কাজ করার পর দোয়া | ৮৮ |
| রহমত লাভের জন্য আসহাবে কাহাফের দোয়া | ৮৮ |
| জান্নাত চেয়ে ফেরাউনের স্ত্রীর দোয়া | ৮৯ |
| মাগফিরাতের জন্য মূসা (আ) এর দোয়া | ৮৯ |
| জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য মূসা (আ) এর দোয়া | ৮৯ |
| মাগফিরাত লাভের জন্য ইবরাহিম (আ) এর দোয়া | ৮৯ |
| সালাত কায়েমকারী হওয়ার জন্য ইবরাহিম (আ) এর দোয়া | ৯০ |
| **কিছু নির্দিষ্ট রোগের জন্য বিশেষ দোয়া** | ৯১ |
| শ্বেতরোগ থেকে মুক্তির দোয়া | ৯১ |
| কুষ্ঠরোগ থেকে মুক্তির দোয়া | ৯১ |
| পাগলামি থেকে বাঁচার দোয়া | ৯১ |
| খারাপ রোগসমূহ থেকে বাঁচার দোয়া | ৯১ |
| শরীরের কোন স্থানে ব্যথা অনুভব হলে দোয়া | ৯২ |
| বদনজর থেকে মুক্ত থাকার দোয়া | ৯২ |
| পেরেশানি ও টেনশনের সময় দোয়া | ৯২ |
| দুঃখ-কষ্টের দোয়া | ৯৪ |


www.nagorikpathagar.org

| | |
|---|---|
| আকস্মিক বিপদ থেকে বাঁচার দোয়া | ৯৪ |
| অনাকাঙ্খিত বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার দোয়া | ৯৫ |
| বাচ্চাদের হেফাজতের দোয়া | ৯৫ |
| যাদু-টোনা থেকে বেঁচে থাকার দোয়া | ৯৬ |
| **জরুরি মাসআলা মাসায়েল** | ৯৭ |
| অজুর হুকুম | ৯৭ |
| যে সব অবস্থায় অজু ওয়াজিব | ৯৭ |
| যে সব কারণে অজু সুন্নাত | ৯৭ |
| যে সব অবস্থায় অজু মুস্তাহাব | ৯৭ |
| অজুর ফরজসমূহ | ৯৮ |
| অজুর সুন্নাতসমূহ | ৯৮ |
| যে সব কারণে অজু নষ্ট হয় | ৯৯ |
| মুজার উপর মাসেহ করার পদ্ধতি | ১০০ |
| গোসলের ফরজ | ১০১ |
| গোসলের সুন্নাত | ১০১ |
| গোসলের মুস্তাহাব | ১০১ |
| তায়াম্মুমের অর্থ | ১০২ |
| কী কী অবস্থায় তায়াম্মুম জায়েজ | ১০২ |
| তায়াম্মুমের মাসনুন তরিকা | ১০৪ |
| তায়াম্মুমের ফরজগুলো | ১০৪ |
| তায়াম্মুমের সুন্নাত | ১০৫ |
| হায়েজের বিবরণ | ১০৫ |
| হায়েজ হওয়ার বয়স | ১০৫ |
| হায়েজের সময়-কাল | ১০৫ |
| নেফাসের বিবরণ | ১০৭ |
| নেফাসের মাসয়ালা | ১০৭ |
| হায়েজ ও নেফাসের হুকুম | ১০৮ |
| এস্তেহাজার বিবরণ | ১১০ |
| এস্তেহাজার হুকুম | ১১১ |
| নামাজ ফরজ হওয়ার শর্ত | ১১২ |


www.nagorikpathagar.org

| | |
|---|---|
| নামাজের ফরজসমূহ | ১১২ |
| নামাজের আরকান | ১১২ |
| নামাজের ওয়াজিবসমূহ | ১১৩ |
| নামাজের সুন্নাতসমূহ | ১১৪ |
| যে সব কারণে নামাজ নষ্ট হয় | ১১৬ |
| নামাজের মাকরুহ সময় | ১১৮ |
| যে যে সময়ে নামাজ পড়া মাকরুহ | ১১৮ |
| যে যে সময়ে শুধু নফল নামাজ মাকরুহ | ১১৮ |
| জামায়াতে নামাজের ব্যবস্থাপনা | ১১৯ |
| নামাজের সময় | ১১৯ |
| নামাজের সঠিক সময়সমূহ | ১২০ |
| ফজরের সময় | ১২০ |
| জোহরের সময় | ১২০ |
| আসরের সময় | ১২০ |
| মাগরিবের সময় | ১২০ |
| এশার সময় | ১২০ |
| বেতরের নামাজের সময় | ১২১ |
| দু'ঈদের নামাজের সময় | ১২১ |
| জুমার নামাজ | ১২১ |
| আজান ও একামতের বয়ান | ১২২ |
| আজানের জবাব ও দোয়া | ১২৩ |
| নফল নামাজের বিবরণ | ১২৪ |
| তাহাজ্জুদ নামাজের ওয়াক্ত | ১২৪ |
| তাজাজ্জুদের রাকায়াতসমূহ | ১২৫ |
| চাশতের নামাজ | ১২৫ |
| তাহিয়্যাতুল মসজিদ | ১২৫ |
| তাহিয়্যাতুল অজু | ১২৫ |
| সফরে নফল | ১২৬ |
| সালাতুল আওয়াবিন | ১২৬ |
| সালাতুত তাসবিহ | ১২৬ |


www.nagorikpathagar.org

| | |
|---|---|
| সালাতে তওবা | ১২৭ |
| সালাতে কসূফ ও খসূফ ১ | ১২৮ |
| সালাতে হাজাত | ১২৯ |
| এস্তেখারা করার নিয়ম পদ্ধতি | ১৩০ |
| এস্তেখারার দোয়া | ১৩০ |
| **সিজদায়ে সহুর বয়ান** | ১৩২ |
| সহু সিজদার নিয়ম | ১৩২ |
| সহু সিজদার মাসয়ালা | ১৩২ |
| **কসর নামাজের বয়ান** | ১৩৪ |
| কসর নামাজের হুকুম | ১৩৪ |
| সফরে সুন্নাত এবং নফলের হুকুম | ১৩৪ |
| কসরের দূরত্ব | ১৩৪ |
| কসর শুরু করার স্থান | ১৩৫ |
| কসরের বিভিন্ন মাসয়ালা | ১৩৫ |
| সফরে একত্রে দু'নামাজ | ১৩৭ |
| **জুমার নামাজের বর্ণনা** | ১৩৮ |
| শারায়েতে ওজুব | ১৩৮ |
| জুমার সুন্নাত সমূহ | ১৩৯ |
| জুমার আহকাম ও আদব | ১৩৯ |
| **দুই ঈদের নামাজের বিবরণ** | ১৪০ |
| ঈদুল ফিতরের দিনে সুন্নাত কাজ | ১৪০ |
| ঈদুল আযহার দিনে সুন্নাত কাজ | ১৪১ |
| ঈদের নামাজের পদ্ধতি | ১৪১ |
| **মাইয়েতের (মৃত ব্যক্তির) গোসলের হুকুম** | ১৪২ |
| মাইয়েতের গোসলের সুন্নাতসমূহ | ১৪৩ |
| কাফনের মাসয়ালা | ১৪৩ |
| কাফন পরাবার নিয়ম | ১৪৫ |
| জানাজার নামাজ | ১৪৫ |
| জানাজার নামাজের হুকুম | ১৪৫ |
| জানাজার নামাজের সুন্নাত | ১৪৬ |


www.nagorikpathagar.org

| | |
|---|---|
| জানাজার নামাজ পড়ার নিয়ম | ১৪৬ |
| **যাকাতের বিভিন্ন মাসয়ালা** | ১৫০ |
| ওশরের বিবরণ | ১৫১ |
| ওশরের হার | ১৫২ |
| ওশরের মাসয়ালা | ১৫৩ |
| **সাদকায়ে ফিতরের অর্থ** | ১৫৪ |
| সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ | ১৫৫ |
| সদকায়ে ফিতরের বিভিন্ন মাসায়েল | ১৫৫ |
| **রোজার অর্থ** | ১৫৬ |
| রোজা ফরজ হওয়ার হুকুম | ১৫৬ |
| রোজার প্রকারভেদ ও তার হুকুম | ১৫৬ |
| রোজা ওয়াজিব হওয়ার শর্ত | ১৫৭ |
| রোজার ফরজ | ১৫৭ |
| রোজার সুন্নাত ও মুস্তাহাব | ১৫৮ |
| কী কী কারণে রোজা নষ্ট হয় | ১৫৮ |
| সাহরি বিলম্বে করা | ১৫৮ |
| ইফতার তাড়াতাড়ি করা | ১৫৮ |
| যেসব ওজরের কারণে রোজা না রাখার অনুমতি আছে | ১৫৯ |
| নফল রোজার ফযিলত ও মাসায়েল | ১৫৯ |
| **এতেকাফের প্রকারভেদ** | ১৫৯ |
| ওয়াজিব এতেকাফ | ১৫৯ |
| মুস্তাহাব এতেকাফ | ১৫৯ |
| সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ এতেকাফ | ১৬০ |
| এতেকাফের শর্ত | ১৬০ |
| এতেকাফের নিয়মনীতি | ১৬১ |
| এতেকাফের মাসনুন সময় | ১৬২ |
| এতেকাফের সময় মুস্তাহাব কাজ | ১৬২ |
| **লায়লাতুল কদর** | ১৬২ |
| লায়লাতুল কদর নির্ধারণ | ১৬২ |
| **হজ্জের প্রকার** | ১৬৩ |


www.nagorikpathagar.org

| | |
|---|---|
| হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার শর্ত | ১৬৩ |
| হজ্জ সহীহ হওয়ার শর্ত | ১৬৫ |
| হজ্জের ফরজ | ১৬৫ |
| হজ্জের ওয়াজিব নয়টি | ১৬৬ |
| **কুরবানির আহকাম ও মাসায়েল** | ১৬৬ |
| কুরবানি দাতার জন্য মাসনূন আমল | ১৬৬ |
| **ওমরা** | ১৬৭ |
| ওমরার মাসায়েল | ১৬৭ |
| কুনুতে নাজেলাহ | ১৬৮ |


www.nagorikpathagar.org

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"তোমাদের জন্য রাসূলের (সা)
জীবনেই রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।"

–সূরা আল আহযাব : ২১

www.nagorikpathagar.org

## রুকুর তাসবিহ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْم

উচ্চারণ : সুবহানা রাব্বিয়াল আজিম।
অর্থ: আমি আমার মহান রবের পবিত্রতা বর্ণনা করছি। (আবু দাউদ, হা/৮৭১, সহীহ মুসলিম, হা/১৮৫০, তিরমিজি, হা/২৬১)

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي

উচ্চারণ : সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়াবিহামদিকা আল্লাহুম্মাগফিরলি।
অর্থ: হে আল্লাহ! আমাদের রব! আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি আপনার প্রশংসাসহ। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে মাফ করে দিন। (সহীহ বুখারি, হা/৭৯৪, সহীহ মুসলিম, হা/১১১৩)

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ

উচ্চারণ : সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রাব্বুল মালায়িকাতি ওয়ার-রুহ।
অর্থ: আল্লাহ সম্পূর্ণরূপে দোষ-ক্রুটিমুক্ত, অত্যন্ত পবিত্র ও মহিমান্বিত; ফেরেশতাগণ ও রূহ এর রব। (সহীহ মুসলিম, হা/১১১৯, আবু দাউদ, হা/৮৭২)

## রুকু হতে ওঠার সময় যা বলবে

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَه

উচ্চারণ : সামি'য়াল্লাহু লিমান হামিদাহ।
অর্থ: আল্লাহ সে ব্যক্তির কথা শোনেন, যে তাঁর প্রশংসা করে। (সহীহ বুখারি, হা/৭৮৯, সহীহ মুসলিম, হা/৮৯১, আবু দাউদ, হা/৭২২)

## রুকু হতে দাঁড়িয়ে যা বলতে হয়

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

উচ্চারণ : রাব্বানা লাকাল হামদ।
অর্থ: হে আমাদের রব! আপনার জন্যই সকল প্রশংসা। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক, হা/১৬৩, সহীহ বুখারি, হা/৬৮৯, সহীহ মুসলিম, হা/৯৪৮)



www.nagorikpathagar.org

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ

উচ্চারণ : রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদু হামদান কাসিরান তৃইয়িবান মুবারাকান ফিহ।

অর্থ: হে আমাদের রব! তোমার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। আর তা এত অধিক প্রশংসা, যা পবিত্র ও বরকতপূর্ণ। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক, হা/৪৯৩, সহীহ বুখারি, হা/৭৯৯, আবু দাউদ, হা/৭৭০)

## সিজদার তাসবিহ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى

উচ্চারণ : সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা।

অর্থ: আমি আমার মহান রবের পবিত্রতা বর্ণনা করছি। (সহীহ মুসলিম, হা/১৮৫০, আবু দাউদ, হা/৮৭১)

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ

উচ্চারণ : সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়াবিহামদিকা আল্লাহুম্মাগফিরলি।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাদের রব! আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি আপনার প্রশংসাসহ। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে মাফ করে দিন। (সহীহ বুখারি, হা/৭৯৪, সহীহ মুসলিম, হা/১১১৩)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাগফিরলি যামবি কুল্লাহু দিক্কাহু ওয়া জিল্লাহু ওয়া আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু ওয়া আলানিইয়াতাহু ওয়া সির্‌রাহ।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিন- তার ক্ষুদ্র অংশ, তার বড় অংশ, আগের গুনাহ, পরের গুনাহ, প্রকাশ্য ও গোপন গুনাহ। (সহীহ মুসলিম, হা/১১১২, আবু দাউদ, হা/৮৭৮, সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/১৯৩১)

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ

উচ্চারণ : সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রাব্বুল মালায়িকাতি ওয়ার-রুহ।

অর্থ: আল্লাহ সম্পূর্ণরূপে দোষ-ত্রুটিমুক্ত, অত্যন্ত পবিত্র ও মহিমান্বিত; ফেরেশতাগণ ও রূহ এর রব। (সহীহ মুসলিম, হা/১১১৯, আবু দাউদ, হা/৮৭২)



www.nagorikpathagar.org

## দুই সিজদার মাঝে যা বলবে

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَارْزُقْنِيْ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাগফিরলি ওয়ারহামনি ওয়াহদিনি ওয়া'ফিনি ওয়াজবুরনি ওয়ারজুক্বনি।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমার ওপর রহম করুন, আমাকে হেদায়াত দান করুন, আমাকে নিরাপত্তা দান করুন এবং আমাকে রিজিক দান করুন। (তিরমিজি, হা/২৮৪, আবু দাউদ, হা/৮৫০, নাসাঈ, হা/৮৯৮)

## তাশাহুদ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

উচ্চারণ : আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াত ত্বইয়িবাতু আস-সালামু আলাইকা আইয়ুহান নাবিইয়ু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আস-সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহিন, আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

অর্থ: (আমার মৌখিক ও দৈহিক) সকল প্রশংসা, সালাত ও পবিত্র বাক্যসমূহ আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার ওপর আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক। আমাদের ওপর এবং নেক বান্দাদের ওপরও শান্তি অবতীর্ণ হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন প্রকৃত মাবুদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। (সহীহ বুখারি, হা/৮৩১, ১২০২, ৭৩৮১, সহীহ মুসলিম, হা/৯২৪, আবু দাউদ, হা/৯৬৯)



www.nagorikpathagar.org

## দরুদে ইবরাহিম

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহিমা ওয়া আলা আলি ইবরাহিমা ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইবরাহিমা ওয়া আলা আলি ইবরাহিমা ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ।

অর্থ : হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবারের প্রতি রহমত নাজিল করুন, যেভাবে রহমত নাজিল করেছেন ইবরাহিম এবং তাঁর পরিবারের প্রতি। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর বংশধরদের প্রতি বরকত নাজিল করুন, যেভাবে বরকত নাজিল করেছেন ইবরাহিম ও তাঁর বংশধরদের প্রতি, নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। (সহীহ বুখারি, হা/৩৩৭০, মুসনাদে আহমদ, হা/১৮১৫৮)

## শেষ বৈঠকের দোয়াসমূহ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন আজাবিল ক্বাবরি ওয়া আউজুবিকা মিন ফিতনাতিল মাসিহিদ্দাজ্জালি ওয়া আউজুবিকা মিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়াল মামাতি, আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল মা'সামি ওয়াল মাগরাম।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি কবরের আজাব থেকে, মাসিহে দাজ্জালের ফিতনা হতে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি পাপ ও ঋণ হতে। (সহীহ বুখারি, হা/৮৩২, সহীহ মুসলিম, হা/১৩৫৩, আবু দাউদ, হা/৮৮০, নাসাঈ, হা/১৩০৯, মুসনাদে আহমাদ, হা/২৪৬২২)



www.nagorikpathagar.org

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি জলামতু নাফসি জুলমান কাসিরান, ওয়ালা ইয়াগফিরুজ জুনুবা ইল্লা আনতা ফাগফিরলি মাগফিরাতাম মিন ইনদিকা ওয়ারহামনি ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রাহিম।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের ওপর অনেক জুলুম করেছি, আর আপনি ছাড়া কেউ গোনাহ ক্ষমা করতে পারে না। সুতরাং আপনি নিজ ক্ষমা দ্বারা আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমার প্রতি রহম করুন। নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু। (সহীহ বুখারি, হা/৮৩৪, তিরমিজি, হা/৩৫৩১, নাসাঈ, হা/১৩০২, মুসনাদে আহমাদ, হা/২৮)

## দোয়া কুনুত

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِيْ شَرَّمَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ،

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাহদিনি ফিমান হাদাইতা ওয়াফিনি ফিমান আফাইতা, ওয়াতাওয়াল্লানি ফিমান তাওয়াল্লাইতা, ওয়া বারিকলি ফিমা আ'ত্বইতা, ওয়াক্বিনি শার্‌রামা ক্বাদায়তা, ফাইন্নাকা তাক্বদি ওয়ালা ইউকদা আলাইকা ওয়া ইন্নাহু লা ইয়াযিল্লু মাও ওয়ালায়তা ওয়ালা ইয়া ইজ্জু মান আদায়তা তাবারাকতা রাব্বানা ওয়াতাআলাইত।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে হেদায়াত দান করুন, যাদেরকে হেদায়াত দান করেছেন তাদের সাথে মিলিয়ে। আমাকে নিরাপত্তা দিন, যাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছেন তাদের অন্তর্ভুক্ত করে। আর আমাকে সাহায্য করুন, যাদেরকে সাহায্য করেছেন তাদের সাথে মিলিয়ে। আমাকে যা কিছু দান করেছেন তার মধ্যে বরকত দিন। আর আমাকে রক্ষা করুন আপনার ফয়সালাকৃত অমঙ্গল থেকে। নিশ্চয় আপনার আইনই চূড়ান্ত, আপনার ওপর কারো নির্দেশ কার্যকর হয় না। আপনি যার সহায় সে কখনো অপমানিত হয় না। আর



www.nagorikpathagar.org

আপনি যার শত্রুতা করেন সে কখনো সম্মান পায় না। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি বরকতময়, আপনি মহান। (আবু দাউদ, হা/১৪২৭, নাসাঈ, হা/১৭৪৫, ইবনে মাজাহ, হা/১১৭৮)

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতায়িনুকা ওয়া নাসতাগফিরুকা ওয়া নু'মিনু বিকা ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইকা ওয়া নুসনি আলাইকাল খায়রা ওয়া নাশকুরুকা ওয়ালা নাকফুরুকা ওয়া নাখলায়ু ওয়া নাতরুকু মাইয়াফজুরুকা আল্লাহুম্মা ইয়্-য়াকা না'বুদু ওয়া লাকা নুসাল্লি ওয়া নাসজুদু ওয়া ইলায়কা নাসয়া ওয়া নাহফিদু ওয়া নারজু রাহমাতাকা ওয়া নাখশা আজাবাকা ইন্না আজাবাকা বিল কুফ্ফারি মুলহিক্ব।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমরা আপনার সাহায্য চাই, আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর আপনার প্রতি ঈমান রাখি, আপনার ওপর ভরসা করি, আর আপনার উত্তম গুণগান বর্ণনা করি, আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি এবং আপনার অকৃজ্ঞতা প্রকাশ করি না। যে আপনার নাফরমানি করে (গোনাহের কাজ করে) আমরা তাকে ত্যাগ করি ও বর্জন করে চলি। হে আল্লাহ! আমরা কেবল আপনারই ইবাদাত করি, আপনার জন্যই সালাত পড়ি, আপনাকেই সিজদা করি এবং আপনার সন্তুষ্টি তালাশের জন্য দ্রুত অগ্রসর হই। আর আমরা আপনার রহমতের আশা রাখি এবং আপনার আজাবকে ভয় করি, নিশ্চয় আপনার আজাব কাফিরদের জন্য অবধারিত। (মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, হা/৪৯৭০, তাহজিবুল আছার, হা/২৬৪৯, বায়হাকি, হা/২৯৬১)



www.nagorikpathagar.org

## ইস্তিখারার দোয়া

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) আমাদেরকে প্রত্যেক কাজেই ইসতিখারা (তথা কল্যাণ কামনার নামাজ ও দোয়া) শিক্ষা দিতেন, যেরূপ আমাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলেন, যখন তোমাদের কেউ কোনো কাজ করার ইচ্ছা করে, তখন সে যেন ফরজ সালাত ব্যতীত দুই রাকআত নফল নামাজ পড়ে, অতঃপর এই দোয়া পড়ে-

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ فَاقْدُرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِيْ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আসতাখিরুকা বিইলমিকা ওয়া আসতাক্বদিরুকা বিক্বুদরাতিকা ওয়া আসয়ালুকা মিন ফাদলিকাল আজিমি ফাইন্নাকা তাক্বদিরু ওয়ালা আক্বদিরু ওয়া তা'য়ালামু ওয়ালা আ'লামু ওয়া আনতা আল্লামুল গুয়ুবি, আল্লাহুম্মা ইন কুনতা তা'লামু আন্না হাযাল আমরা খাইরুনলি ফি দিনি ওয়া মা'য়াশি ওয়া আফিয়াতি আমরি ফাআকদুরহু লি ওয়া ইয়াস-সিরহু লি সুম্মা বারিক লি ফিহি ওয়া ইন কুনতা তা'লামু আন্না হাযাল আমরা শার্‌রুন লি ফি দিনি ওয়া মা'য়াশি ওয়া আকিবাতি আমরি ফাসরিফহু আন্নি ওয়াসরিফনি আনহু ওয়া আক্বদুর লিয়াল খাইরা হায়ছু কানা সুম্মা আরদিনি।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আপনারই জ্ঞান ও কুদরতের সাহায্যে এ বিষয়ের (যে বিষয়ের ব্যাপারে ইস্তিখারা করবে উহার) ভালো দিক জ্ঞাত হওয়ার জন্য প্রার্থনা করছি এবং আমি আপনার নিকট অনুগ্রহ কামনা করছি। আপনি সক্ষম, আমি সক্ষম নই। আপনি জানেন, আমি জানি না। আর আপনি অদৃশ্যের খবর জানেন। হে আল্লাহ! আপনি যদি মনে করেন এ বিষয়টি আমার দ্বীন, আমার জীবনধারণ ও পরিণামের ব্যাপারে আমার জন্য ভালো হবে, তাহলে আপনি আমার জন্য তা নির্ধারণ করুন।



www.nagorikpathagar.org

অতঃপর তা আমার জন্য সহজ করে দিন এবং তাতে বরকত দান করুন। আর যদি মনে করেন যে, বিষয়টি আমার জন্য আমার দ্বীন, আমার জীবনধারণ ও আমার পরিণামের ব্যাপারে অকল্যাণকর, তাহলে আপনি আমার হতে তা ফিরিয়ে রাখুন এবং আমাকেও তা হতে ফিরিয়ে রাখুন। আর আমার জন্য নির্ধারণ করুন কল্যাণ তা যেখানেই হোক এবং আমাকে তাতে সন্তুষ্ট রাখুন। (সহীহ বুখারি, হা/৬৩৮২, ৭৩৯০, আবু দাউদ, হা/১৫৪০, তিরমিজি, হা/৪৮০, নাসাঈ, হা/৩২৫৩, মুসনাদে আহমাদ, হা/১৪৭৪৮)

## ফরজ সালাতের পরের দোয়া ও জিকির

اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ : আল্লাহু আকবার।
অর্থ: আল্লাহ সবচেয়ে বড়। (সহীহ বুখারি, হা/৮৪২, সহীহ মুসলিম, হা/১৩৪৪, আবু দাউদ, হা/১০০৪)

اَسْتَغْفِرُ اللّٰه (আসতাগফিরুল্লাহ, তিন বার)

অর্থ: আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই। (সহীহ মুসলিম, হা/১৩৬২, নাসাঈ, হা/১৩৩৭, তিরমিজি, হা/৩০০)

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وِمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَام

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আনতাস সালামু ওয়া মিনকাস সালামু, তাবারাকতা ইয়া যালজালালি ওয়াল ইকরাম।
অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি শান্তি, আপনার থেকেই শান্তি আসে। হে সম্মান ও মহত্ত্বের অধিকারী! আপনি বরকতময়। (সহীহ মুসলিম, হা/১৩৬২, নাসাঈ, হা/১৩৩৭, তিরমিজি, হা/৩০০)

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ



www.nagorikpathagar.org

উচ্চারণ : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শায়য়িন ক্বাদির, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু লা না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু, লাহুন-না'মাতু ওয়া লাহুল ফাদলু ওয়া লাহুস সানাউল হাসানু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখলিসিনা লাহুদ দিনা ওয়ালাও কারিহাল কাফিরুন।

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন মাবুদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরিক নেই। রাজত্ব তাঁর জন্য, প্রশংসাও তাঁর জন্য। তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি ব্যতীত কোন শক্তি নেই। আল্লাহ ব্যতীত আর কোন প্রকৃত মাবুদ নেই। আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদাত করি না। সকল নিয়ামত ও অনুগ্রহ তাঁরই। সকল সুন্দর প্রশংসা তাঁর জন্যই। তিনি ব্যতীত আর কোন প্রকৃত মাবুদ নেই। আমরা একমাত্র তাঁরই জন্য দ্বীনকে নির্ধারিত করেছি, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে। (সহীহ মুসলিম, হা/১৩৭১, আবু দাউদ, হা/১৫০৮, নাসাঈ, হা/১৩৩৯, মুসনাদে আহমাদ, হা/১৬১৫০)

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ- اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

উচ্চারণ : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাশারিকালাহু, লাহুল মুলকু, ওয়ালাহুল হামদু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শায়য়িন ক্বাদির। আল্লাহুম্মা লা মানিয়া লিমা আ'ত্বয়তা ওয়ালা মু'তিয়া লিমা মানা'তা ওয়ালা ইয়ানফায়ু যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।

অর্থ : আল্লাহ ব্যতীত আর কোন প্রকৃত উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরিক নেই, সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁরই। সমস্ত প্রশংসা তাঁর জন্য নির্দিষ্ট, তিনি সবকিছুর ব্যাপারেই ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! আপনি যা দিতে চান তা বাধা দেয়ার কেউ নেই এবং আপনি যা বাধা দেন তা দেয়ার কেউ নেই। আর আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রচেষ্টাকারীর প্রচেষ্টারও কোন মূল্য নেই। (সহীহ বুখারি, হা/৮৪৪, সহীহ মুসলিম, হা/১৩৬৬)



www.nagorikpathagar.org

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّي عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আয়িন্নি আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিক।

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনার জিকির করা, শুকরিয়া আদায় করা এবং উত্তম ইবাদত করার ক্ষেত্রে আমাকে সাহায্য করুন। (আবু দাউদ, হা/১৫২৪, নাসাঈ, হা/১৩০৩)

## আয়াতুল কুরসি পাঠ করা

اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُوْدُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

উচ্চারণ : আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হায়য়ুল ক্বায়য়ুমু লা তা'খুযুহু সিনাতুও ওয়ালা নাওমুল লাহু মাফিস সামাওয়াতি ওয়া মাফিল আরদি মান যাল্লাযি ইয়াশফায়ু ইনদাহু ইল্লা বিইযনিহি ইয়া'লামু মা বায়না আয়দিহিম ওয়ামা খালফাহুম ওয়ালা ইউহিতুনা বিশায়য়িম মিন ইলমিহি ইল্লা বিমাশায়া ওয়াসিয়া কুরসিয় উহুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা, ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফজুহুমা ওয়াহুয়াল আলিয়-উল আজিম।

অর্থ : আল্লাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও সবার রক্ষণাবেক্ষণকারী, তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না, আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সব তাঁরই; এমন কে আছে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? তাদের সামনের ও পেছনের সবই তিনি জানেন; তিনি যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত তাঁর অনন্ত জ্ঞানের কোন বিষয়ই কেউ আয়ত্ত করতে পারে না; তাঁর কুরসি (সিংহাসন) আকাশ ও পৃথিবীকে পরিবেষ্টিত করে আছে এবং এতদুভয়ের সংরক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না এবং তিনি সমুন্নত ও সুমহান। (সূরা বাক্বারাহ-২৫৫)

আবু উমামা (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর আয়াতুল কুরসি পাঠ করবে, মৃত্যু ছাড়া



www.nagorikpathagar.org

তার জন্য জান্নাতে প্রবেশ করা থেকে বাধা প্রদান করার মতো কোন কিছু থাকবে না। (নাসাঈ, হা/৯৮৪৮, সহীহ তারগিব ওয়াত তারহিব, হা/১৫৯৬)

سُبْحَانَ اللهِ (সুবহানাল্লাহ) ৩৩ বার, اَلْحَمْدُلِلّٰهِ (আলহামদু লিল্লাহ) ৩৩ বার, اَللهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) ৩৩ বার এবং একবার-

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

উচ্চারণ : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শায়য়িন ক্বাদির।[১]

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোন প্রকৃত উপাস্য নেই। তিনি একক, তার কোন শরিক নেই। সমস্ত রাজত্ব তার জন্য এবং সমস্ত প্রশংসাও তার জন্য। আর তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। (সহীহ মুসলিম, হা/১৩৮০, মুসনাদে আহমদ, হা/৮৮২০)

---

[১]. আবু হুরাইরা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ' ৩৩ বার 'আলহামদুলিল্লাহ' ৩৩ বার 'আল্লাহু আকবার' পড়ে এবং ১০০ বার পূর্ণ করার জন্য একবার নিচের দোয়াটি পড়ে তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়, যদিও তা সাগরের ফেনাপুঞ্জের সমতুল্য হয়।



www.nagorikpathagar.org

# সকাল বেলার জিকির

## আয়াতুল কুরসি ১ বার

উবাই ইবনে কা'ব (রা:) হতে বর্ণিত। তার কিছু খেজুরের স্তূপ ছিল। সেখান থেকে প্রায়ই কিছু কমে যেত। এক রাতে তিনি পাহারা দিলেন। অতঃপর তিনি বালক সাদৃশ একটি প্রাণী দেখতে পেলেন। তিনি তাকে সালাম দিলে সে তার উত্তর প্রদান করে। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জিন নাকি মানুষ? সে বলল, আমি জিন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এখানে কেন এসেছ? সে বলল, তোমার খাদ্য থেকে কিছু নিতে এসেছি। তারপর তিনি বললেন, তোমার অনিষ্ট থেকে মুক্তির উপায় কী? সে বলল, যে ব্যক্তি সকালে আয়াতুল কুরসি পাঠ করবে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিরাপদ থাকবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় পাঠ করবে, সে সকাল পর্যন্ত নিরাপদ থাকবে। অতঃপর যখন সকাল হলো, তখন আমি নবী (সা:) এর কাছে এলাম এবং ঘটনাটি বর্ণনা করলাম। তখন নবী (সা:) বললেন, খবিস সত্য কথা বলেছে। (মু'জামুল কাবির লিত তাবারানী হা/৫৪২, সুনানুল কুবরা লিন নাসাঈ, হা/১০৭৩১)

## সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস ৩ বার করে

## সূরা ইখলাস

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، اللهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

কুলহু ওয়াল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস সামাদ, লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ, ওয়ালাম ইয়াকুন লাহু কুফুওয়ান আহাদ।

অর্থ : আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু। বলো, আল্লাহ এক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও কেউ জন্ম দেয়নি। আর তার সমকক্ষ কেউ নেই।



www.nagorikpathagar.org

## সূরা ফালাক

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক, মিন শার্‌রি মা খালাক, ওয়া মিন শার্‌রি গাসিকিন ইযা ওয়াকাব, ওয়া মিন শার্‌রিন নাফ্‌ফাসাতি ফিল উকাদ, ওয়া মিন শার্‌রি হাসিদিন ইযা হাসাদ।

অর্থ : আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু। বলো, আমি আশ্রয় চাচ্ছি সকাল বেলার রবের নিকট। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে। অন্ধকার রাতের অনিষ্ট হতে, যখন তা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। গিরায় ফুঁৎকারকারিণীদের অনিষ্ট হতে। আর হিংসুকের অনিষ্ট হতে, যখন সে হিংসা করে।

## সূরা নাস

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ، مَلِكِ النَّاسِ، إِلٰهِ النَّاسِ، مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، اَلَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِي صُدُوْرِ النَّاسِ، مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

কুল আউযু বিরাব্বিন নাস, মালিকিন নাস, ইলাহিন নাস, মিন শার্‌রিল ওয়াস ওয়াসিল খান্নাস, আল্লাযি ইউওয়াস উয়িসু ফি সুদুরিন নাস, মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্নাস।

অর্থ : আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু। বলো, আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের প্রতিপালকের কাছে। মানুষের অধিপতির কাছে। মানুষের প্রকৃত ইলাহের কাছে। তার অনিষ্ট হতে যে কুমন্ত্রণা দিয়েই গা ঢাকা দেয়। যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়। জিনদের মধ্য থেকে হোক অথবা মানুষদের মধ্য থেকে।



www.nagorikpathagar.org

মু'আজ ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বলেছেন, সকাল ও সন্ধ্যায় সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস তিন বার করে পাঠ করো, তাহলে সবকিছু থেকে তোমাকে হেফাজত করার জন্য এগুলো যথেষ্ট হবে। (তিরমিজি, হা/৩৫৭৫, আবু দাউদ, হা/৫০৮৩)

## নিচের দোয়াটি ১ বার

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِيْ النَّارِ وَعَذَابٍ فِيْ الْقَبْرِ

উচ্চারণ : আসবাহনা ওয়া আসবাহাল মুলকু লিল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শায়য়িন ক্বাদির। আল্লাহুম্মা ইন্নি আস-আলুকা খায়রা হাযাল ইয়াওমি ওয়া আউযুবিকা মিন শার্‌রি হাযাল ইয়াওমি ওয়া শার্‌রি মা বা'দাহা। আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল কাসালে ওয়া সুয়িল কিবারি। আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন আযাবিন ফিন-নারি ওয়া আযাবিন ফিল ক্বাবর।

অর্থ : আমরা এবং সমগ্র জগৎ আল্লাহর জন্য সকালে উপনীত হলাম। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরিক নেই। রাজত্ব এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁর। তিনি সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকিট এ দিনের মঙ্গল কামনা করছি, আর আমি আশ্রয় চাই এ দিনের অমঙ্গল এবং এ দিনের পরবর্তী অংশে যে অমঙ্গল রয়েছে তা হতে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই অলসতা ও বার্ধক্যের অপকারিতা হতে। হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাই জাহান্নামের আজাব ও কবরের শাস্তি হতে।



www.nagorikpathagar.org

# সন্ধ্যাবেলার জিকির

**আয়াতুল কুরসি ১ বার**
**সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস ৩ বার করে।**
**নিচের দোয়াটি ১ বার**

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ، وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ

উচ্চারণ : আমসায়না ওয়া আমসাল মুলকু লিল্লাহি, ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শায়য়িন ক্বাদির। আল্লাহুম্মা ইন্নি আসয়ালুকা খায়রা হাযিহিল লায়লাতি, ওয়া খায়রা মা বা'দাহা ওয়া আউযুবিকা মিন শাররি মা ফি হাযিহিল লায়লাতি ওয়া শাররি মা বা'দাহা। আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল কাসালি ওয়া সুয়িল কিবারি, আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন আযাবিন ফিন নারি ওয়া আযাবিন ফিল ক্বাবর।

অর্থ : আমরা এবং সমগ্র জগৎ আল্লাহর জন্য সন্ধ্যায় উপনীত হলাম। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। তিনি ব্যতীত (সত্য) কোন মাবুদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরিক নেই। রাজত্ব এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁর। তিনি সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এই রাতের মঙ্গল কামনা করছি এবং এ রাতের পরবর্তী অংশে যে মঙ্গল রয়েছে তা কামনা করছি আর আমি আশ্রয় চাই এ রাতের অমঙ্গল এবং এ রাতের পরবর্তী অংশে যে অমঙ্গল রয়েছে তা হতে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই অলসতা ও বার্ধক্যের অপকারিতা হতে। হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাই জাহান্নামের আজাব ও কবরের শাস্তি হতে। (সহীহ মুসলিম, হা/৭০৮২-৮৩, আবু দাউদ, হা/৫০৭৩, মিশকাত, হা/২৩৭১)



www.nagorikpathagar.org

# পানাহার সংক্রান্ত দোয়া

## খাওয়ার পূর্বের দোয়া

بِسْمِ اللهِ

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহ।
অর্থ: আমি আল্লাহর নামে শুরু করছি। (সহীহ বুখারি, হা/৫৩৭৬, সহীহ মুসলিম, হা/৫৩৮৮)

## খাওয়ার পূর্বে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে গেলে যে দোয়া বলতে হয়

بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহি আউয়ালাহু ওয়া আখিরাহ।
অর্থ: খাওয়ার শুরু ও শেষ আল্লাহর নামে। (আবু দাউদ, হা/৩৭৬৯, তিরমিজি, হা/১৮৫৮, ইবনে মাজাহ, হা/৩২৬৪)

## খাওয়ার মধ্যখানে দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

উচ্চারণ : আল-হামদুলিল্লাহ।[১]
অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। (সহীহ মুসলিম, হা/৭১০৮, সিলসিলা সহীহাহ, হা/১৬৫১)

## খাওয়ার পরের দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লাহিল্লাযি আতআমানা ওয়া সাকানা ওয়া জাআলানা মিনাল মুসলিমিন।
অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে আহার করিয়েছেন, পান করিয়েছেন এবং মুসলমান বানিয়েছেন। (তিরমিজি, খ. ৫, পৃ. ৫০৮, হাদিস নং ৩৪)

---

১. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তির ওপর সন্তুষ্ট হন, যে খাওয়া ও পান করার মাঝে মাঝে আলহামদুলিল্লাহ বলে।



www.nagorikpathagar.org

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ

উচ্চারণ : আল-হামদুলিল্লাহিল্লাযি আত্বয়ামানি হাযা ওয়া রাজাক্বানিহি মিন গায়রি হাওলিন মিন্নি ওয়া লা কুওয়াত।[১]

অর্থ: সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে এ পানাহার করালেন এবং আমার সামর্থ্য ও উপায় না থাকা সত্ত্বেও আমাকে তা দান করেছেন। (আবু দাউদ, হা/৪০২৫, তিরমিজি, হা/৩৪৫৮, ইবনে মাজাহ, হা/৩২৮৫)

## দুধ পান করার পর যে দোয়া বলতে হয়

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফিহি ওয়া জিদনা মিনহু।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাদের জন্য দুধে বরকত দান করুন এবং তা বাড়িয়ে দিন। (আবু দাউদ, হা/৩৭৩২, তিরমিজি, হা/৩৪৫৫, ইবনে মাজাহ, হা/৩৩২২)

## কেউ মেহমানদারি করলে তার জন্য দোয়া

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ، وَارْحَمْهُمْ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা বারিক লাহুম ফিমা রাজাক্বতাহুম, ওয়াগ্‌ফির লাহুম ওয়ারহামহুম।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে যে রিজিক দান করেছ তাতে বরকত দান করো। তাদের পাপসমূহ ক্ষমা করো এবং তাদের প্রতি রহমত নাজিল করো। (সহীহ মুসলিম, হা/৫৪৪৯, আবু দাউদ, হা/৩৭৩১, তিরমিজি, হা/৩৫৭৬)

---

[১]. মুআয ইবনে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আহার শেষে এই দোয়া পড়বে সে ব্যক্তির পূর্বের সমস্ত (ছোট) পাপ মোচন করে দেয়া হবে।



www.nagorikpathagar.org

## কেউ দাওয়াত খাওয়ালে তার জন্য দোয়া

اَللّٰهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِيْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِيْ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আত্বয়িম মান আত্বয়ামানি ওয়াসক্বি মান সাক্বানি।
অর্থ: হে আল্লাহ! যে আমাকে আহার করালো তুমি তাকে আহার করাও, যে আমাকে পান করালো তুমি তাকে পান করাও। (সহীহ মুসলিম, হা/৫৪৮২, মুসনাদে আহমাদ, হা/২৩৮৬০)

## ইফতারের পূর্বের দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِيْ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আসয়ালুকা বিরাহমাতিকাল্লাতি ওয়াসিয়াত কুল্লি শায়য়িন আন তাগ্‌ফিরালি।
অর্থ: হে আল্লাহ! আপনার যে রহমত সকল কিছু পরিবেষ্টন করে রেখেছে, তার দ্বারা প্রার্থনা করছি- আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। (মুস্তাদরাকে হাকেম, হা/১৫৩৫, ইবনে মাজাহ, হা/১৭৫৩)

## ইফতারের শুরুতে যে দোয়া বলতে হয়

بِسْمِ اللهِ

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহ।
অর্থ : আমি আল্লাহর নামে শুরু করছি। (সহীহ বুখারি, হা/৫৩৭৬, সহীহ মুসলিম, হা/৫৩৮৮)

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَ عَلَى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু ওয়া আলা রিযকিকা আফতারতু।
অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমারই জন্য রোযা রেখেছি। এখন তোমার দেয়া রিজিক দিয়েই ইফতার করছি। (সুনানে আবু দাউদ : ২৩৫৮)



www.nagorikpathagar.org

## ইফতারের পর যে দোয়া বলবে

ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَتِ الْعُرُوْقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ

উচ্চারণ : যাহাবাজ জমাউ ওয়াব তালাতিল উরুকু ওয়া সাবাতাল আজরু ইনশা-আল্লাহ।

অর্থ : পিপাসা দূর হলো, শিরা-উপশিরা সিক্ত হলো এবং নেকি নির্ধারিত হলো যদি আল্লাহ চান। (আবু দাউদ, হা/২৩৫৯, দার কুতনী, হা/২২৭৯, মুস্তাদরাকে হাকেম, হা/১৫৩৬)

## কেউ ইফতার করালে তার জন্য দোয়া

أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ

উচ্চারণ : আফত্বরা ইনদাকুমুস সায়িমুনা ওয়া আকালা ত্বয়ামাকুমুল আবরারু ওয়া সাল্লাত আলাইকুমুল মালায়িকাত।

অর্থ: সিয়াম পালনকারীগণ তোমাদের নিকট ইফতার করুক, সৎ লোকগণ তোমাদের আহার গ্রহণ করুক এবং ফেরেশতাগণ তোমাদের জন্য দোয়া করুক। (আবু দাউদ, হা/৩৮৫৬, ইবনে মাজাহ, হা/১৭৪৭, সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৫২৯৬)

## লাইলাতুল কদরের দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুওয়ুন তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু আন্নি।[১]

অর্থ: হে আল্লাহ! নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, আপনি ক্ষমাকে ভালোবাসেন, অতএব আমাকে ক্ষমা করুন। (ইবনে মাজাহ, হা/৭৬৬৫, মিশকাত, হা/২০৯১)

---

১. হযরত আয়িশা (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার আমি রাসূল (সা:)কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা:)! আপনি বলে দিন, যদি আমি জানতে পারি যে, লাইলাতুল কদর কোন রাতে হবে, তাতে আমি কি বলব? রাসূল (সা:) বললেন, তুমি বলবে উপরোক্ত দোয়া-



www.nagorikpathagar.org

# ঘুম সংক্রান্ত দোয়া

## ঘুমানোর সময় যে দোয়া বলতে হয়

### আয়াতুল কুরসি

আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী (সা:) আমাকে বলেছেন, তুমি শয়নকালে 'আয়াতুল কুরসি' পাঠ করবে, তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার সাথে একজন হেফাজতকারী (ফেরেশতা) থাকবে এবং সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার নিকটবর্তী হবে না। (সহীহ বুখারি, হা/৩২৭৫; মিশকাত, হা/২১২৩)

اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُوْدُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

উচ্চারণ : আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হায়য়ুল ক্বায়য়ুমু লা তা'খুযুহু সিনাতুও ওয়ালা নাওমুল লাহু মাফিস সামাওয়াতি ওয়া মাফিল আরদি মান যাল্লাযি ইয়াশফায়ু ইনদাহু ইল্লা বিইযনিহি ইয়া'লামু মা বায়না আয়দিহিম ওয়ামা খালফাহুম ওয়ালা ইউহিতুনা বিশায়য়িম মিন ইলমিহি ইল্লা বিমাশায়া ওয়াসিয়া কুরসিয় উহুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা, ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফজুহুমা ওয়াহুয়াল আলিয়-উল আজিম।

অর্থ : আল্লাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও সবার রক্ষণাবেক্ষণকারী, তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না, আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সব তাঁরই; এমন কে আছে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? তাদের সামনের ও পেছনের সবই তিনি জানেন; তিনি যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত তাঁর অনন্ত জ্ঞানের কোন বিষয়ই কেউ আয়ত্ত করতে পারে না; তাঁর কুরসি (সিংহাসন) আকাশ ও পৃথিবীকে পরিবেষ্টিত করে আছে এবং এতদুভয়ের সংরক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না এবং তিনি সমুন্নত ও সুমহান। (সূরা বাক্বারাহ-২৫৫)



www.nagorikpathagar.org

## সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত

আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে কেউ রাতে সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করবে, তার জন্য তা যথেষ্ট হবে। অর্থাৎ উক্ত ব্যক্তি সারা রাত বিপদমুক্ত থাকবে। (সহীহ বুখারি, হা/৪০০৮; সহীহ মুসলিম, হা/১৯১৪)

آمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ، لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ

উচ্চারণ : আমানার রাসুলু বিমা উনজিলা ইলায়হি মির রাব্বিহি ওয়াল মু'মিনুনা কুল্লুন আমানা বিল্লাহি ওয়া মালায়িকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রুসুলিহি লা নুফাররিক্বু বায়না আহাদিম মির রুসুলিহি, ওয়া ক্বালু সামি'না ওয়া আত্ব'না গুফরানাকা রাব্বানা ওয়া ইলায়কাল মাসির। লা ইউকাল্লিফুল্লাহু নাফসান ইল্লা উসয়াহা লাহা মা কাসাবাত ওয়া আলায়হা মাকতাসাবাত রাব্বানা লা তুয়াখিযনা ইন্নাসিনা আও আখত্ব'না রাব্বানা ওয়ালা তাহমিল আলাইনা ইসরান কামা হামালতাহু আলাল্লাযিনা মিন ক্বাবলিনা রাব্বানা ওয়ালা তুহাম্মিলনা মা লা ত্বক্বাতা লানা বিহি ওয়া'ফু আন্না ওয়াগ্‌ফির লানা ওয়ারহামনা আনতা মাওলানা ফানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরিন।

অর্থ : রাসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুমিনরাও সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি। তারা বলে আমরা তাঁর পয়গম্বরদের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা



www.nagorikpathagar.org

তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।
আল্লাহ্ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার ওপর বর্তায় যা সে করে। হে আমাদের পালনকর্তা, যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! এবং আমাদের ওপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর অর্পণ করেছ, হে আমাদের প্রভু! এবং আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করিও না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নাই। আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রভু। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

## ঘুমানোর সময় অন্যান্য দোয়া

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা বিসমিকা আমুতু ওয়া আহইয়া।
অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নামে মৃত্যুবরণ করি ও আপনার নামে জাগ্রত হই। (সহীহ বুখারি, হা/৬৩১২, তিরমিজি, হা/৩৪১৭)

## পার্শ্ব পরিবর্তনের দোয়া

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ

উচ্চারণ : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল ওয়াহিদুল ক্বাহ্হারু রাব্বুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়ামা বায়নাহুমাল আজিজুল গাফ্ফার।
অর্থ : আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, তিনি একক ও শক্তিশালী। আসমান-জমিন এবং এতদুভয়ের মাঝে যা কিছু রয়েছে, সবকিছুর প্রতিপালক তিনি। তিনি পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল। (মুস্তাদরাকে হাকেম, হা/১৯৮০, সুনানুল কুবরা লিন নাসাঈ, হা/৭৬৪১)


www.nagorikpathagar.org

## নিদ্রাবস্থায় ভয় পেলে যে দোয়া বলতে হয়

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ، وَعِقَابِهِ، وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ، و أَنْ يَحْضُرُوْنَ

উচ্চারণ : আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন গাদাবিহি, ওয়া ইক্বাবিহি, ওয়া শাররি ইবাদিহি, ওয়া মিন হামাজাতিশ শায়াত্বিনি, ওয়া আন ইয়াহদুরুন।

অর্থ : আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের মাধ্যমে আশ্রয় চাচ্ছি তার ক্রোধ ও শাস্তি হতে, তার বান্দার অনিষ্ট হতে এবং শয়তানের খটকা হতে, আর সে যেন আমার নিকট উপস্থিত হতে না পারে। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক, হা/১৭০৪, আবু দাউদ, হা/৩৮৯৫, তিরমিজি, হা/৩৫২৮)

## নিদ্রাবস্থায় ভালো বা খারাপ স্বপ্ন দেখলে করণীয়

ঘুমের মধ্যে খারাপ স্বপ্ন দেখলে তিনবার বাম দিকে থুথু নিক্ষেপ করতে হবে, অতঃপর তিনবার নিচের দোয়াটি পাঠ করে পার্শ্ব পরিবর্তন করতে হবে-

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

উচ্চারণ : আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রাজিম।

অর্থ : বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

জেনে রাখা দরকার যে, স্বপ্ন দেখলে কাউকে না বলাই ভালো। তবে একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু বা জ্ঞানী ব্যক্তির সামনে বলা যেতে পারে।

আবু কৃতাদা (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, উত্তম স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়। আর খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। কাজেই তোমাদের যে কেউ ভালো স্বপ্ন দেখে, সে যেন এমন ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করে যাকে সে ভালোবাসে। আর যদি কেউ মন্দ স্বপ্ন দেখে, তাহলে সে যেন এর ক্ষতি থেকে এবং শয়তানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চায় এবং তিনবার বাম দিকে থুথু ফেলে। আর স্বপ্নটি যেন কারো কাছে না বলে, তাহলে তা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (সহীহ বুখারি, হা/৩২৯২, সহীহ মুসলিম, হা/৬০৩৯)



www.nagorikpathagar.org

## ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ

উচ্চারণ : আল-হামদুলিল্লাহিল্লাযি আহ-ইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলায়হিন নুশুর।

অর্থ : সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি আমাদেরকে মরণের পর জীবিত করেছেন এবং তাঁর দিকেই আবার প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (সহীহ বুখারি, হা/৬৩১২, সহীহ মুসলিম, হা/৭০৬২, আবু দাউদ, হা/৫০৫১)

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ

উচ্চারণ : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু, লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শায়য়িন ক্বাদির। সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবারু ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি আল্লাহুম্মাগফিরলি।

অর্থ : আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরিক নেই। রাজত্ব তাঁরই, সকল প্রশংসা তাঁরই। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাশীল। আমরা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি। প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। আল্লাহ সবচেয়ে বড়। তাঁর সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি বা উপায় নেই। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন। (সহীহ বুখারি, হা/১১৫৪, আবু দাউদ, হা/৫০৬২)



www.nagorikpathagar.org

# বিভিন্ন স্থানে প্রবেশ ও বের হওয়ার দোয়া

## বাজারে প্রবেশের দোয়া

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

উচ্চারণ : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইউহয়ি ওয়া ইউমিতু ওয়া হুয়া হাইয়ুন লা ইয়ামুতু বিইয়াদিহিল খায়রু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শায়য়িন ক্বাদির।[১]

অর্থ : আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরিক নেই। রাজত্ব ও প্রশংসা একমাত্র তাঁর জন্য। তিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যু ঘটান। তিনি চিরঞ্জীব, মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তাঁর হাতেই সমস্ত কল্যাণ। তিনি সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান। (তিরমিজি, হা/৩৪২৮, ইবনে মাজাহ, হা/২২৩৫)

## বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহি, লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

অর্থ : আল্লাহর নামে বের হলাম, তাঁর ওপর ভরসা করলাম। আল্লাহ ব্যতীত কোন উপায় ও ক্ষমতা নেই। (আবু দাউদ, হা/৫০৯৭, তিরমিজি, হা/৩৪৬২, মিশকাত, হা/২৪৪২)

---

[১]. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হতে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশের সময় এ দোয়া পড়বে আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তির আমল নামায় ১০ লাখ নেকি লিখে দেন এবং দশ লাখ গোনাহ মাফ করে দেন। আর ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাতে একটি প্রাসদ তৈরি করেন। (মুসতাদরাকে হাকিমের বর্ণনায় দশ লাখ মর্যাদা বুলন্দ করা হবে বলে উল্লেখ করেছেন)



www.nagorikpathagar.org

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أو أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أو يُجْهَلَ عَلَيَّ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা আন আদিল্লা আও উদাল্লা, আও আজিল্লা আও উজাল্লা, আও আজলামা আও উজলামা, আও আজহালা আও ইউজহালা আলাইয়া।[১]

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই। আমি কাউকে বিভ্রান্ত করি বা আমাকে কেউ বিভ্রান্ত করুক বা আমি কাউকে পদচ্যুত করি বা আমাকে কেউ পদচ্যুত করুক বা আমি কারো প্রতি অত্যাচার করি বা কেউ আমাকে অত্যাচার করুক বা আমি মূর্খতা সুলভ কোন কাজ করি বা কেউ আমার উপর অশোভনীয় কিছু করুক এর থেকে। (আবু দাউদ, হা/৫০৯৬, মিশকাত, হা/২৪৪২)

## বাড়িতে প্রবেশ করার সময় দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيرَ الْمَوْلَجِ ، وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ ، بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا، وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা খায়রাল মাওজি, ওয়া খায়রাল মাখরাজি, বিসমিল্লাহি ওয়ালাজনা, ওয়া আলাল্লাহি রাব্বানা তাওয়াক্কালনা।

---

[১]. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ)কে বলতে শুনেছি যে, "যখন মানুষ নিজের ঘরে প্রবেশ করে এবং প্রবেশের সময় ও খাওয়ার সময় আল্লাহ তায়ালার জিকির করে তখন শয়তান (তার সঙ্গীদেরকে) বলে এখানে আমাদের জন্য না রাত্রিযাপনের জায়গা আছে, না রাত্রের খাবার আছে। আর যখন মানুষ ঘরে প্রবেশের সময় আল্লাহ তায়ালার জিকির করে না, তখন শয়তান (তার সঙ্গীদেরকে) বলে, এখানে তোমরা রাত্রিযাপনের জায়গা পেয়েছো। আর যখন খাওয়ার সময়ও আল্লাহ তায়ালার জিকির করে না, তখন শয়তান (তার সঙ্গীদেরকে) বলে, এখানে রাত্রিযাপনের জায়গা ও রাত্রের খাবারও পেয়ে গেছো।" (মুসলিম)

অন্য বর্ণনায় আছে, যখন দোয়া পড়ে ঘর থেকে বের হয়, তখন তাকে বলা হয় (অর্থাৎ ফেরেশতারা বলে) তোমার কাজ সম্পাদন করে দেয়া হয়েছে এবং তোমাকে সমস্ত অকল্যাণ থেকে হেফাজত করা হয়েছে। শয়তান (ব্যর্থ হয়ে) তার নিকট হতে দূর হয়ে যায়। অন্য আনেক বর্ণনায় আছে, শয়তান তার নিকট হতে দূর হয়ে যায়, অপর এক শয়তান প্রথম শয়তানকে বলে, তুমি এ ব্যক্তিকে কিভাবে আয়ত্তে নিতে পার, যাকে পথ দেখিয়ে দেয়া হয়েছে, যার কাজ সম্পাদন করে দেয়া হয়েছে এবং তার হেফাজত করা হয়েছে।



www.nagorikpathagar.org

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি প্রবেশ করার এবং বের হওয়ার কল্যাণ চাই। আল্লাহর নামেই আমরা পৌঁছি এবং আমাদের রব আল্লাহর ওপর আমরা ভরসা করি। (আবু দাউদ, হা/৫০৯৮, জামেউস সগির, হা/৮৪১)

## মসজিদে প্রবেশের সময় দোয়া

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا، وَفِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا، وَفِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا، وَعَنْ يَمِيْنِيْ نُوْرًا، وَعَنْ يَسَارِيْ نُوْرًا، فَوْقِيْ نُوْرًا وَتَحْتِيْ نُوْرًا وَأَمَامِيْ نُوْرًا وَخَلْفِيْ نُوْرًا، وَعَظِّمْ لِيْ نُوْرًا

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাজয়াল ফি ক্বালবি নুরান, ওয়া ফি বাসারি নুরান, ওয়া ফি সাময়ি নুরান, ওয়া আন ইয়ামিনি নুরান, ওয়া আন ইয়াসারি নুরান, ফাওক্বী নুরান, ওয়া তাহতি নুরান, ওয়া আমামি নুরান, ওয়া খালফি নুরান, ওয়া আজ্জিমলি নুরান।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার অন্তরে, চোখে, কানে এবং আমার ডানে-বামে, ওপরে-নিচে, সামনে-পেছনে নূর দান করো এবং আমাকে অধিক নূর দান করো। (সহীহ বুখারি, হা/৬৩১৬, সহীহ মুসলিম, হা/১৮২৪, মুসনাদে আহমাদ, হা/৩১৯৪)

## মসজিদে প্রবেশের সময় দোয়া

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাফ তাহলী আবওয়াবা রাহমাতিক।

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিন। (সহীহ মুসলিম, হা/১৬৮৫, আবু দাউদ, হা/৪৬৫, নাসাঈ, হা/৭২৯)

## মসজিদ থেকে বের হওয়ার দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিন ফাদলিক।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। (সহীহ মসলিম, হা/১৬৮৫, আবু দাউদ, হা/৪৬৫)



www.nagorikpathagar.org

## টয়লেটে প্রবেশের দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল খুবুসি ওয়াল খাবায়িস।
অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অপবিত্র মহিলা ও পুরুষ জিন হতে আশ্রয় চাচ্ছি। (সহীহ বুখারি, হা/১৪২, সহীহ মুসলিম, হা/৮৫৭)

## টয়লেট থেকে বের হওয়ার পর দোয়া

غُفْرَانَكَ

উচ্চারণ : গুফরানাক।
অর্থ : হে আল্লাহ! আমি ক্ষমা চাচ্ছি। (তিরমিজি, হা/২৫, ইবনে মাজাহ, হা/৩৯৭, আবু দাউদ, হা/১০২)

## সফরকালে যানবাহনে আরোহণের সময় দোয়া

সওয়ারিতে আরোহণ করার সময় প্রথমে এক বার বিসমিল্লাহ বলবে। এরপর তিন বার আল্লাহু আকবার বলবে এবং নিচের দোয়াটি পাঠ করবে-

سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ، اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِيْ سَفَرِنَا هذا الْبِرَّ والتَّقوى، ومِنَ العَمَلِ ما تَرْضى. اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ علَيْنا سَفَرَنا هٰذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِيْ السَّفَرِ، وَالخَلِيْفَةُ فِيْ الْأَهْلِ. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ وعْثَاءِ السَّفَرِ، وكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِيْ الْمَالِ وَالْأَهْلِ

উচ্চারণ : সুবহানাল্লাযি সাক্ষারালানা হাযা ওয়া মা কুন্না লাহু মুক্বরিনিন। ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনক্বালিবুন। আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকা ফি সাফারিনা হাযাল বির্‌রা ওয়াত তাক্বওয়া, ওয়া মিনাল আমালি মা তারদ। আল্লাহুম্মা হাওয়িন আলায়না সাফারানা হাযা ওয়াত্বয়ি আন্না বু'দাহ, আল্লাহুম্মা আনতাস সাহিবু ফিস সাফারি, ওয়াল খালিফাতু ফিল আহল। আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন ওয়া'সায়িস সাফারি, ওয়া কাবাতিল মানজারি, ওয়া সুয়িল মুনক্বালাবি ফিল মালি ওয়াল আহল।



www.nagorikpathagar.org

অর্থ : ঐ আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, যিনি এ বাহনকে আমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন; অথচ তাকে আমরা অনুগত করতে সক্ষম নই। অবশ্যই আমরা আমাদের রবের নিকট প্রত্যাবর্তন করব। হে আল্লাহ! আমরা এই সফরে আপনার নিকট নেকি ও তাক্বওয়া চাই। আর আপনার পছন্দমতো আমল চাই। হে আল্লাহ! এ সফরকে আমাদের জন্য সহজ করে দিন এবং তার দূরত্বকে কমিয়ে দিন। হে আল্লাহ! আপনিই আমাদের এ সফরের সাথি, আর পরিবারের রক্ষক। হে আল্লাহ! আপনার নিকট আশ্রয় চাই সফরের কষ্ট হতে, আর সফরের কষ্টদায়ক দৃশ্য হতে এবং সফর হতে প্রত্যাবর্তনকালে সম্পদ ও পরিবারের ক্ষয়-ক্ষতি ও কষ্টদায়ক দর্শন হতে। (সহীহ মুসলিম, হা/৩৩৩৯, আবু দাউদ, হা/২৬০৪, তিরমিজি, হা/৩৪৪৬)

## সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর দোয়া

آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ

উচ্চারণ : আয়িবুনা তায়িবুনা আবিদুনা লিরাব্বিনা হামিদুন।
অর্থ : তওবা করতে করতে, ইবাদতরত অবস্থায় এবং আমাদের রবের প্রশংসা করতে করতে আমরা প্রত্যাবর্তন করছি। (সহীহ মুসলিম, হা/৩৩৩৯, আবু দাউদ, হা/২৬০১, মিশকাত, হা/২৪২০)

## নতুন কোন স্থানে অবতরণ করার পর দোয়া

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

উচ্চারণ : আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাক্ব।[১]
অর্থ: আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের মাধ্যমে যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর অনিষ্ট থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক, হা/১৭৬৩, সহীহ মুসলিম, হা/৭০৫৩, তিরমিজি, হা/৩৪৩৭)

[১]. খাওলা বিনতে হাকিম (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা:)কে বলতে শুনেছি যে ব্যক্তি নতুন কোন স্থানে এসে এই দোয়া পাঠ করবে, সেখান থেকে ফিরে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোন কিছু তার ক্ষতি করতে পারবে না।



www.nagorikpathagar.org

## মুসাফিরকে বিদায় দেয়ার সময় দোয়া

أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوٰى وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ

উচ্চারণ : আসতাওদিউল্লাহা দিনাকা ওয়া আমানাতাকা ওয়া খাওয়াতিমা আমালিকা জাওয়াদাকাল্লাহুত তাক্বওয়া ওয়া গাফারা যানবাকা ওয়া ইয়াসসারা লাকাল খায়রা হায়সুমা কুনত।[১]

অর্থ : আমি তোমার দ্বীন, তোমার আমানত এবং শেষ আমল আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। আল্লাহ তোমাকে তাক্বওয়া দান করুন, তোমার পাপ ক্ষমা করুন, আল্লাহ তোমার জন্য কল্যাণকে সহজসাধ্য করুন, তুমি যেখানেই থাক। (আবু দাউদ, হা/২৬০২, তিরমিজি, হা/৩৪৪২-৪৪, ইবনে মাজাহ, হা/২৮২৬)

---

১. ইবনে উমার হতে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) কোন লোককে বিদায় দিলে হাত ধরতেন। অতঃপর বিদায় হওয়া ব্যক্তি হাত না ছাড়লে রাসূল (সাঃ) তার হাত ছাড়তেন না এবং বিদায়ের সময় এই দোয়া পড়তেন।



www.nagorikpathagar.org

## কল্যাণ লাভের দোয়া

### ভালো কাজ করার এবং মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকার দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسأَلُكَ فِعْلَ الخَيْرَاتِ وتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ،

وَإِذَا أَرَدْتَ فِيْ النَّاسِ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِيْ إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা ফি'য়লাল খায়রাতি ওয়া তারাকাল মুনকারাতি ওয়া হুব্বিল মাসাকিনি, ওয়া ইযা আরাদাত ফিন্নাসি ফিতনাতান ফাক্ববাদনি ইলায়কা গায়রা মাফতুন।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে ভালো কাজ করার, মন্দ কাজ বর্জন করার এবং দরিদ্রদেরকে ভালোবাসার তাওফিক কামনা করছি। আর (এটাও কামনা করছি যে) যখন আপনি মানুষকে পরীক্ষায় ফেলতে চান, তখন নিরাপদে আমাকে আপনার কাছে উঠিয়ে নিন। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক, হা/৫০৮, তিরমিজি, হা/৩২৩৩)

### উপকারী জ্ঞান, গ্রহণযোগ্য আমল ও পবিত্র রিজিক লাভের দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا وَرِزْقًا طَيِّبًا

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা ইলমান নাফিয়ান, ওয়া আমালান মুতাক্বাব্বালান ওয়া রিজকান ত্বাইয়িবা।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে উপকারী জ্ঞান, গ্রহণযোগ্য আমল এবং পবিত্র রিজিক চাই। (ইবনে মাজাহ, হা/৯২৫, সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৮২)

### মঙ্গলজনক হায়াত ও মৃত্যু কামনার দোয়া

اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِيْ، وَتَوَفَّنِيْ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًالِيْ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আহয়িনি মা কানাতিল হায়াতু খায়রান লি, ওয়া তাওয়াফ্ফানি ইযা কানাতিল ওয়াফাতু খায়রান লি।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমাকে বাঁচিয়ে রাখো, যতদিন বেঁচে থাকাটা আমার জন্য মঙ্গলজনক হয় এবং আমাকে মৃত্যু দান কর, যখন মৃত্যু আমার জন্য



www.nagorikpathagar.org

মঙ্গলজনক হয়। (সহীহ বুখারি, হা/৫৬৭১, সহীহ মুসলিম, হা/৬৯৯০, আবু দাউদ, হা/৩১১০)

## আত্মার পবিত্রতা ও সংযমী হওয়ার দোয়া

اَللّٰهُمَّ آتِ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আতি নাফসি তাক্বওয়াহা ওয়া জাক্কাহা আনতা খায়রু মান জাক্কাহা আনতা ওয়ালিয়্যুহা ওয়া মাওলাহ।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার আত্মাকে সংযমতা দান করুন এবং তাকে পাক-পবিত্র করুন। আত্মা পবিত্রকারীদের মধ্যে আপনি উত্তম, আপনিই তার মালিক। (সহীহ মুসলিম, হা/৭০৮১, নাসাঈ, হা/৫৪৫৮, মুসনাদে আহমাদ, হা/১৯৩২৭)

## অন্তরকে স্থির রাখার দোয়া

اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা মুসাররিফাল কুলুবি সাররিফ কুলুবানা আলা ত্বয়াতিক।

অর্থ : হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী আল্লাহ! আমাদের অন্তরসমূহকে আপনার আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে দিন। (সহীহ মুসলিম, হ/৬৯২১, মুসনাদে আহমাদ, হা/৬৫৬৯)

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ

উচ্চারণ : ইয়া মুকাল্লিবাল কুলুবি সাব্বিত ক্বালবি আলা দ্বিনিক।

অর্থ: হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! আপনার দ্বীনের ওপর আমার অন্তরকে প্রতিষ্ঠিত রাখুন। (তিরমিজি, হা/২১৪০, ইবনে মাজাহ, হা/৩৮৩৪, মুসনাদে আহমাদ, হা/১২১২৮)



www.nagorikpathagar.org

## সার্বিক কল্যাণের দোয়া

اَللّٰهُمَّ أَصْلِحْ لِيْ دِيْنِيْ الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِيْ، وَأَصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَاشِيْ، وَأَصْلِحْ لِيْ آخِرَتِيْ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَادِيْ، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِيْ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِيْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আসলিহ্ লি দ্বিনিল্লাযি হুয়া ইসমাতু আমরি, ওয়া আসলিহলি দুনইয়াইয়া আল্লাতি ফিহা মায়াশি, ওয়া আসলিহ লি আখিরাতি আল্লাতি ফিহা মায়াদি, ওয়াজআলিল হায়াতা জিয়াদাতান লি ফি কুল্লি খায়রি, ওয়াজআলিল মাওতা রাহাতান লি মিন কুল্লি শাররি।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার জন্য আমার দ্বীনকে সংশোধন করে দাও, যা আমার সকল কাজের সংরক্ষক। পৃথিবীকে আমার জন্য কল্যাণময় করে দাও, যার মধ্যে আমার জীবন-জীবিকা রয়েছে। আমার পরকালকে আমার জন্য কল্যাণময় করে দাও, যেখানে আমাকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। প্রত্যেক নেক আমলের জন্য আমার হায়াত বৃদ্ধি করে দাও, আর আমার মৃত্যুকে প্রত্যেক মন্দ কাজ থেকে মুক্ত করে প্রশান্তির বিষয়ে পরিণত করো। (সহীহ মুসলিম, হা/৭০৭৮, মিশকাত হা/২৪৮৩)

## ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য লাভের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আকফিনি বিহালালিকা আন হারামিকা, ওয়া আগনিনি বিফাজলিকা আম্মান সিওয়াক।[১]

অর্থ : হে আল্লাহ! হারাম থেকে বাঁচার লক্ষ্যে আপনার হালালকে আমার জন্য যথেষ্ট করে দিন, আর আপনার অনুগ্রহ দিয়ে আমাকে ধনী করে দিন- যাতে আপনি ছাড়া অন্য কারো মুখাপেক্ষী না হতে হয়। (তিরমিজি, হা/৩৫৬৩, মিশকাত, হা/২৪৪৯)

---

১. আলী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি জনৈক মুকাতাব গোলামকে বললেন, আমাকে যে কথাগুলো রাসূল (সা:) শিখিয়েছেন আমি কি তোমাকে সেগুলো বলে দেব? তোমার ওপর পাহাড় সমান ঋণের বোঝা থাকলেও আল্লাহ তা পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেবেন।



www.nagorikpathagar.org

## ঋণ থেকে বাঁচার দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ اَلدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ اَلْعَدُوِّ، وَشَمَاتَةِ اَلْأَعْدَاءِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন গালাবাতিদ দায়ন, ও গালাবাতিল আদুউয়ি, ওয়া শামাতাতিল আ'দা।[১]

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি ঋণের বোঝা থেকে, শত্রুর আধিক্য ও শত্রুর গালি হতে আপনার কাছে মুক্তি চাই। (নাসাঈ, হা/ ৫৪৮৭, আবু দাউদ, হা/১৫৫৭)

## ঋণ পরিশোধের সময় ঋণদাতার জন্য দোয়া

بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ

উচ্চারণ : বারাকাল্লাহু লাকা ফি আহলিকা ওয়া মালিক।

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা আপনার সম্পদ ও পরিবারবর্গে বরকত দান করুন। (নাসাঈ, হা/৪৬৮৩, মিশকাত, হা/২৯২৬)

## বৃষ্টি প্রার্থনার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُّغِثًا مَّرِيْئًا مَّرِيْعًا نَّافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ اٰجِلٍ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আসক্বিনা গায়সাম মুগিসাম মারিয়াম মারিয়া'ন নাফিয়া'ন গায়রা দাররিন আজিলান গায়রা আজিল।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে এমন বৃষ্টি দাও, যা ফল উৎপাদনের উপযোগী, কল্যাণকর, ক্ষতিকর নয়, দ্রুত আগমনকারী, বিলম্বকারী নয়। (আবু দাউদ, হা/১১৭১, মিশকাত, হা/১৫০৭)

---

১. হযরত আবু সাঈদ খুদরি (রাঃ) বলেন; একদিন রাসূল (সাঃ) মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে আনসারি একজন লোককে দেখতে পেলেন, যার নাম আবু উমামা। রাসূল (সাঃ) তাকে বললেন, আবু উমামা! ব্যাপার কী, নামাজের সময় ছাড়াও তোমাকে মসজিদে বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে। আবু উমামা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অনেক ঋণ এবং দুনিয়ার চিন্তা আমাকে গ্রাস করে রেখেছে। তখন রাসূল (সাঃ) বললেন, আমি কি তোমাকে এমন কিছু কালিমা শিখিয়ে দেব, যেগুলো বললে আল্লাহ তাআলা তোমার চিন্তাকে দূর করে দেবেন এবং তোমার ঋণগুলো আদায় করে দেবেন। তিনি বলেন, জি হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ, অবশ্যই বলুন। তখন রাসূল (সাঃ) তাকে উপর্যুক্ত দোয়াটি শিখিয়ে দেন এবং তা সকাল সন্ধ্যায় পড়তে বলেন। আবু উমামা বলেন, আমি রাসূল (সাঃ)-এর দোয়াটি পড়তে লাগলাম ফলে আল্লাহ তায়ালা আমার চিন্তা দূর করে দিলেন এবং আমার ঋণগুলোও আদায় করে দিলেন।



www.nagorikpathagar.org

## বৃষ্টি বর্ষণের সময় দোয়া

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ صَيِّبًا هَنِيْئًا نَافِعًا

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাজয়া'লহু সায়য়িবান হানিয়ান নাফিয়া।
অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি মুষলধারায় উপকারী বৃষ্টি বর্ষণ করুন। (সহীহ বুখারি, হা/১০৩২, আবু দাউদ, হা/৫২০১, নাসাঈ, হা/১৫২৩)

## বৃষ্টি বন্ধের দোয়া

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ عَلَى الْاٰكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُوْنِ الْاَوْدِيَةِ وَمَنَابِةِ الشَّجَرَةِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা হাওয়ালাইনা ওয়ালা আলায়না আল্লাহুম্মা আলাল আকামি ওয়াজজিরাবি ওয়া বুতুনিল আওদিয়াতি ওয়া মানাবাতিশ শাজারাত।
অর্থ : হে আল্লাহ! আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বৃষ্টি বর্ষণ করুন, আমাদের ওপর নয়। হে আল্লাহ! উঁচু ভূমিতে ও পাহাড়-পর্বতে, উপত্যকা অঞ্চলে এবং বনাঞ্চলে বর্ষণ করুন। (সহীহ বুখারি, হা/১০১৩, নাসাঈ, হা/১৫১৫, সহীহ ইবনে খুযায়মা, হা/১৭৮৮)



www.nagorikpathagar.org

# সালাম

সালাম শব্দটি আরবি, এর অর্থ শান্তি। কাউকে সালাম দেয়া মানে তার জন্য শান্তি ও কল্যাণ কামনা করা। সালাম প্রদানের অপরিসীম গুরুত্ব হাদিসে বর্ণনা করা হয়েছে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ : رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ

উচ্চারণ : আন আবি হুরায়রাতা (রা:) আন্না রাসুলাল্লাহি (সা:) ক্বালা হাক্কুল মুসলিমি আলাল মুসলিমি খামসুনঃ রাদ্দুস সালামি ওয়া ইয়াদাতুল মারিদি ওয়াত তিবাউল জানায়িজি ওয়া ইজাবাতুদ দা'ওয়াতি ওয়া তাশমিতুল আতিস।

অর্থ : আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, এক মুসলিমের ওপর অপর মুসলিমের পাঁচটি হক আছে। ১. সালামের উত্তর দেয়া, ২. রোগীর সেবা করা, ৩. জানাজায় অংশগ্রহণ করা, ৪. দাওয়াত কবুল করা, ৫. হাঁচিদাতার উত্তর দেয়া। (সহীহ বুখারি হা/১২৪০, সহীহ মুসলিম, হা/৫৭৭৮, ইবনে মাজাহ, হা/১৪৩৫)

সে জন্য যখনই একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ হবে তখনই আমরা সালাম বিনিময় করব। যে ব্যক্তি আগে সালাম দিবে সে উত্তম। সালামের উত্তর প্রদানের সময় বাড়িয়ে উত্তর দেয়া সুন্নাত।

সালাম দেয়ার সময় বলবে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ

উচ্চারণ : আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

অর্থ : আপনার ওপর শান্তি এবং আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।

আর সালামের উত্তর দেয়ার সময় বলবে

وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

উচ্চারণ : ওয়া আলাইকুমুস সালামু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

অর্থ : আর আপনার ওপরও শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। (মুস্তাদরাকে হাকেম, হা/৩৩১৬ সিলসিলা সহীহাহ, হা/১৪৪৯)



www.nagorikpathagar.org

## অন্যের মাধ্যমে কেউ সালাম পাঠালে তার জবাব

وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ

উচ্চারণ : ওয়া আলাইকা ওয়া আলায়হিস সালাম।
অর্থ : আপনার ওপর এবং তার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। (আবু দাউদ, হা/৫২৩৩, মিশকাত, হা/৪৬৫৫)

## কোন অমুসলিম সালাম দিলে তার জবাব

وَعَلَيْكُمْ

উচ্চারণ : ওয়া আলায়কুম।
অর্থ : তোমার ওপরও বর্ষিত হোক। (সহীহ বুখারি, হা/৬২৫৮, সহীহ মুসলিম, হা/৫৭৮০, ইবনে মাজাহ, হা/৩৬৯৭)

## কারো প্রশংসার উত্তরে দোয়া

اَللّٰهُمَّ لَاتُؤَاخِذْنِيْ بِمَا يَقُوْلُوْنَ، وَاغْفِرْلِيْ مَا لَا يَعْلَمُوْنَ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা লা তুয়াখিযনি বিমা ইয়াক্বুলুনা, ওয়াগফিরলি মা লা ইয়া'লামুন।
অর্থ : হে আল্লাহ! যা বলা হচ্ছে তার জন্য আমাকে পাকড়াও করো না, আমাকে ক্ষমা করো, যা তারা জানে না তা থেকে। (আদাবুল মুফরাদ, হা/৭৬১, মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, হা/৩৬৮৫৩)

## হাঁচিদাতা ও শ্রোতার জন্য পঠিতব্য দোয়া

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ হাঁচি দিবে তখন বলবে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

উচ্চারণ : আল-হামদুলিল্লাহ।
অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

যে এ বাক্য বলতে শুনবে সে বলবে- يَرْحَمُكَ اللّٰهُ

উচ্চারণ : ইয়ারহামুকাল্লাহ।
অর্থ : আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন।



www.nagorikpathagar.org

অতঃপর হাঁচিদাতা ব্যক্তি পুনরায় বলবে- يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ

উচ্চারণ : ইয়াহদিকুমুল্লাহু ওয়া ইউসলিহ্ বালাকুম।

অর্থ : আল্লাহ আপনাদের হেদায়াত দান করুন এবং আপনাদের অবস্থা সংশোধন করুন। (সহীহ বুখারি, হা/৬২২৪, আবু দাউদ, হা/৫০৩৪, তিরমিজি, হা/২৭৩১)

## বিবাহিতদের জন্য দোয়া

بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ اللهُ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ

উচ্চারণ : বারাকাল্লাহু লাকা ওয়া বারাকা আলায়কা ওয়া জামায়া বায়নাকুমা ফি খায়র।[১]

অর্থ : আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন, তোমার প্রতি বরকত নাজিল করুন এবং কল্যাণের সাথে তোমাদেরকে একত্রে রাখুন। (আবু দাউদ, হা/২১৩২, তিরমিজি, হা/১০৯১)

## নতুন স্ত্রীর জন্য দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جُبِلَتْهَا عَلَيْهِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جُبِلَتْهَا عَلَيْهِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা খায়রাহা ওয়া খায়রা মা জুবিলাতহা আলায়হি ওয়া আউযুবিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি মা জুবিলাতহা আলায়হ।[২]

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট তার মঙ্গল চাই এবং যার ওপর আপনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, তারও মঙ্গল চাই। আর আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই তার অনিষ্ট হতে এবং যে অনিষ্ট দিয়ে তাকে সৃষ্টি করেছেন তা হতে। (আবু দাউদ, হা/২১৬২, ইবনে মাজাহ, হা/২২৫২, জামেউস সগির, হা/৩৪২, মিশকাত, হা/২৪৪৬)

---

১. হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) বিবাহিত ব্যক্তিকে অভিনন্দন জানিয়ে এবং তাদের দাম্পত্য জীবনের কল্যাণ কামনার জন্য এই দোয়াটি পাঠ করতেন।

২. রাসূল (সাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন কোনো মহিলাকে বিয়ে করবে, সে যেন তার কপাল ধরে এবং আল্লাহ তাআলার নাম পড়ে এবং বরকতের দোয়া করে।



www.nagorikpathagar.org

## সহবাসের সময় দোয়া

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশ শায়ত্বানা ওয়া জান্নিবিশ শায়তানা মা রাজাক্বতানা।

অর্থ : আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তান থেকে দূরে রাখুন, আর আমাদেরকে যা দান করবেন তার থেকেও শয়তানকে দূরে রাখুন। (সহীহ বুখারি, হা/১৪১, সহীহ মুসলিম, হা/৩৬০৬, আবু দাউদ, হা/২১৬৩)

## আল্লাহর উদ্দেশে কেউ কাউকে ভালবাসলে দোয়া

إِنِّىْ أُحِبُّكَ فِي اللهِ

উচ্চারণ : ইন্নি উহিব্বুকা ফিল্লাহ।

অর্থ : আমি আল্লাহর জন্য আপনাকে ভালোবাসি।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলবে- أَحَبَّكَ الَّذِىْ أَحْبَبْتَنِىْ لَهُ

উচ্চারণ : আহাব্বাকাল্লাজি আহবাবতানি লাহ।

অর্থ : যার জন্য আপনি আমাকে ভালোবাসেন, তিনিও যেন আপনাকে ভালোবাসেন। (আবু দাউদ, হা/৫১২৭, মুসনাদে আহমাদ, হা/১২৬১২)

## কারো বিদ্যা-বুদ্ধির জন্য দোয়া

اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ الْحِكْمَةَ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আল্লিমহুল হিকমাত।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি তাকে জ্ঞান দান করো। (সহীহ বুখারি, হা/৩৭৫৬, তিরমিজি, হা/৩৮২৪, ইবনে মাজাহ, হা/১৬৬)

## রাগ দমনের দোয়া

اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

উচ্চারণ : আউজুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রাজিম।



www.nagorikpathagar.org

অর্থ : আমি অভিশপ্ত শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। (সহীহ বুখারি, হা/৬০৪৮, ৬১১৫, সহীহ মুসলিম, হা/৬৮১২-১৩)

## কোন বিপদগ্রস্ত লোককে দেখলে দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ، وَ فَضَّلَنِيْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا

উচ্চারণ : আল-হামদুলিল্লাহিল্লাজি আফানি মিম্মাবতালাকা বিহি, ওয়া ফাদ্দালানি আলা কাসিরিন মিম্মান খালাক্বা তাফদিলা।

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি তোমাকে যে বিপদ দ্বারা পরীক্ষা করছেন, তা হতে আমাকে নিরাপদ রেখেছেন এবং আমাকে তাঁর সৃষ্টির অনেকের ওপর অনুগ্রহ করেছেন। (তিরমিজি, হা/৩৪৩১-৩২, ইবনে মাজাহ, হা/৩৮৯২)

## মজলিসে যা বলতে হয়

رَبِّ اغْفِرْلِيْ، وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ

উচ্চারণ : রাব্বিগফিরলি ওয়াতুব আলায়য়া ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুল গাফুর।

অর্থ : হে আমার রব! আপনি আমাকে মাফ করুন এবং তওবাহ কবুল করুন; নিশ্চয় আপনিই তওবা কবুলকারী ক্ষমাশীল। (তিরমিজি, হা/৩৪৩৪, ইবনে মাজাহ, হা/৩৮১৪)

## মজলিস ভঙ্গের দোয়া

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

উচ্চারণ : সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লা আনতা আসতাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলায়ক।[১]

---

[১]. আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) যখন কোন সভা থেকে উঠে চলে যাবার ইচ্ছা করতেন, তখন শেষের বেলায় এই দোয়া পাঠ করতেন। এক লোক নিবেদন করল, হে



www.nagorikpathagar.org

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনার প্রশংসার সাথে আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাই এবং আপনার দিকেই ফিরে আসি। (তিরমিজি, হা/৩৪৩৩, আবু দাউদ, হা/৪৮৬১, মুসনাদে আহমাদ, হা/১৯৭৮৩)

## উপরে ওঠা ও নিচে নামার সময় দোয়া

হযরত জাবির (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন উপরের দিকে আরোহণ করতাম, তখন اَللهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) বলতাম। আর যখন নিচের দিকে অবতরণ করতাম, তখন سُبْحَانَ اللهِ (সুবহানাল্লাহ) বলতাম। (সহীহ বুখারি, হা/২৯৯৩-৯৪, মুসনাদে আহমাদ, হা/১৪৬০৮)

## আশ্চর্যজনক অবস্থায় ও আনন্দের সময় যা বলতে হয়

سُبْحَانَ اللهِ

উচ্চারণ : সুবহানাল্লাহ।
অর্থ: আল্লাহ পবিত্র। (সহীহ বুখারি, হা/৩১৪, তিরমিজি, হা/২৯৭২, মুয়াত্তা ইমাম মালেক, হা/১২৩৪)

## ভালো কিছু দেখে যা বলতে হয়

مَا شَاءَ اللهُ

উচ্চারণ : মাশাআল্লাহ।
অর্থ : আল্লাহ যা চান। (সূরা কাহাফ-৩৯)

## অপছন্দনীয় কিছু দেখে যা বলতে হয়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ

উচ্চারণ : আল-হামদুলিল্লাহি আলা কুল্লি হাল।

---

আল্লাহর রাসূল! আপনি যে দোয়া পড়লেন অতীতে তো তা পড়তেন না। তিনি বললেন, এই দোয়াটি মজলিসের (সংঘটিত ভুল ত্রুটির) কাফ্ফারাস্বরূপ।



www.nagorikpathagar.org

অর্থ: সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা। (ইবনে মাজাহ, হা/৩৮০৩, মুস্তাদরাকে হাকেম, হা/১৮০৪)

## উপকারীর জন্য দোয়া

جَزَكَ اللّٰهُ خَيْرًا

উচ্চারণ : জাজাকাল্লাহু খায়রা।
অর্থ : আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। (তিরমিজি, হা/২০৩৫, মুসনাদুল বাযযার, হা/২৬০১)

## ভবিষ্যতে কোন কিছু করার আশা ব্যক্ত করার দোয়া

إِنْ شَاءَ اللّٰهُ

উচ্চারণ : ইন-শা-আল্লাহ।
অর্থ : যদি আল্লাহ চান। (সূরা কাহাফ-২৩-২৪)

## পোশাক পরিধানের দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلَا قُوَّةَ

উচ্চারণ : আল-হামদুলিল্লাহিল্লাযি কাসানি হাযা ওয়া রাজাক্বানিহি মিন গায়রি হাওলিম মিন্নি ওয়ালা কুওয়াত।[১]
অর্থ : যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে এই পোশাক পরিধান করিয়েছেন এবং আমার শক্তি-সামর্থ্য ব্যতীতই তিনি তা আমাকে দান করেছেন। (আবু দাউদ, হা/৪০২৫, মুস্তাদরাকে হাকেম, হা/১৮৭০, দারেমি, হা/২৬৯০)

## নতুন কাপড় পরিধানকারীকে দেখে দোয়া

تُبْلَى وَيُخْلِفُ اللّٰهُ تَعَالٰى

উচ্চারণ : তুবলা ওয়া ইউখলিফুল্লাহু তা'আলা।

---

[১]. সাহল ইবনে মুয়াজ (রা:) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা:) বলেছেন, যে ব্যক্তি কাপড় পরিধান করে এই দোয়াটি পাঠ করলো আল্লাহ তার আগের ও পরের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন।



www.nagorikpathagar.org

অর্থ : যথাসময়ে পুরাতন হয়ে বিনষ্ট হবে এবং আল্লাহ এর স্থলাভিষিক্ত করুক। (আবু দাউদ, হা/৪০২২)

## ধোয়া কাপড় পরিধানকারীকে দেখে দোয়া

اِلْبَسْ جَدِيْدًا وَعِشْ حَمِيْدًا وَمُتْ شَهِيْدًا

উচ্চারণ : ইলবাস জাদিদান ওয়া ইশ হামিদান ওয়া মুত শাহিদা।
অর্থ : তুমি নতুন পোশাক পরিধান করো এবং প্রশংসিত জীবন যাপন করো আর শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ করো। (ইবনে মাজাহ, হা/৩৫৫৮, মুসনাদে আহমাদ, হা/৫৬২০)

## কাপড় খুলে রাখার সময় যা বলবে

بِسْمِ اللّٰهِ

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহ।
অর্থ : আমি আল্লাহর নামে (খুলে রাখলাম)। (তিরমিজি, ২/৫০৫ নং ৬০৬)

## দরজা-জানালা বন্ধ করা এবং খাদ্য ঢেকে রাখার সময় দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহ।[১]
অর্থ : আমি আল্লাহর নামে শুরু করছি। (সহীহ বুখারি, হা/৫৬২৩, সহীহ মুসলিম, হা/৫৩৬৮, মিশকাত, হা/২৪৯৪)

---

১. হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা:) থেকে বর্নিত আছে রাসূল (সা:) বলেছেন, "যখন রাত নামে (সন্ধ্যার শুরুতে) তোমাদের সন্তানদের ঘরের বাইরে যেতে বারণ কর। কারণ শয়তার এই সময়ে বের হয়। এক ঘন্টা পার হলে সন্তানদের যেতে দিও এবং আল্লাহর নাম নিয়ে ঘরের দরজাগুলো বন্ধ কর। কারণ শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না। তারপর আল্লাহর নাম নিয়ে পানির পাত্রের মুখ বন্ধ কর। এরপরে আল্লাহর নাম নিয়ে খাবারের পাত্রগুলো ঢেকে রাখো। যদি ঢেকে রাখার কিছু না পাওয়া যায়, তবে অন্তত অন্য কিছু উপরে দিয়ে রাখো। (কাঠ, বই ইত্যাদি) রাতে ঘুমানোর সময়ে কুপি/বাতি নিভিয়ে ঘুমাতে যেও।"



www.nagorikpathagar.org

## মোরগ, গাধা ও কুকুরের ডাক শুনলে দোয়া

যখন মোরগের ডাক শুনবে তখন আল্লাহর অনুগ্রহ চাইতে হবে। আর গাধা বা কুকুরের ডাক শুনলে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইতে হবে। আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, যখন তোমরা মোরগের ডাক শুনবে, তখন আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থনা করবে। কেননা মোরগ ফেরেশতা দেখতে পায়। আর যখন গাধার ডাক শুনবে, তখন শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইবে। কারণ গাধা শয়তান দেখতে পায়। (সহীহ বুখারি, হা/৩৩০৩, সহীহ মুসলিম, হা/৭০৯৬)

আল্লাহর কাছে অনুগ্রহ চাওয়ার সময় বলবে-

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আসয়ালুকা মিন ফাদলিক।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি।

আর আশ্রয় চাওয়ার সময় বলবে-

اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

উচ্চারণ : আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজিম।

অর্থ : (হে আল্লাহ!) আমি আপনার নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

## নতুন চাঁদ দেখে দোয়া

اَللّٰهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ والإِيمَانِ ، وَالسَّلَامَةِ والإِسْلَامِ ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আহিল্লাহু আলায়না বিল আমনি ওয়াল ইমানি, ওয়াস সালামাতি ওয়াল ইসলামি, রাব্বি ওয়া রাব্বুকাল্লাহ।

অর্থ : হে আল্লাহ! এ নতুন চাঁদকে আমাদের নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের সাথে উদয় করো। (হে চাঁদ) তোমার এবং আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। (তিরমিজি, হা/৩৪৫১, মুস্তাদরাকে হাকেম, হা/৭৭৬৭)

## তওবা ও ইস্তিগফারের দোয়া

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ

উচ্চারণ : রাব্বিগফির ওয়ার হাম ওয়া আনতা খায়রুর রাহিমিন।



www.nagorikpathagar.org

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করুন ও দয়া করুন, আপনিই তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। (সূরা মু'মিনুন-১১৮)

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ

উচ্চারণ : রাব্বানা জালামনা আনফুসানা ওয়া ইল লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানা কুনান্না মিনাল খাসিরিন।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং দয়া না করেন, তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব। (সূরা আ'রাফ-২৩)

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ، الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ، وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

উচ্চারণ : আসতাগফিরুল্লাহাল্লাযি লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হায়য়ুল ক্বায়য়ুমু ওয়াতুবু ইলায়হ।

অর্থ : আমি ঐ আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। আর আমি তার নিকট তওবা করছি। (আবু দাউদ, হা/১৫২৯, তিরমিজি, হা/৩৫৭৭)

## সিজদার আয়াত পাঠের পর সিজদার সময় দোয়া

سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

উচ্চারণ : সাজাদা ওয়াজহিয়া লিল্লাযি খালাক্বাহু ওয়া শাক্কা সাময়াহু ওয়া বাসারাহু বিহাওলিহি ওয়া কুওয়াতিহি ফাতাবারাকাল্লাহু আহসানুল খালিক্বিন।

অর্থ : আমার মুখমণ্ডল (সহ আমার সমস্ত দেহ) সিজদায় অবনত সেই মহান সত্তার জন্য, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে চক্ষু ও কান তৈরি করেছেন স্বীয় ইচ্ছা ও শক্তির মাধ্যমে, মহিমান্বিত আল্লাহ সর্বোত্তম স্রষ্টা। (আবু দাউদ, হা/১৪১৬, তিরমিজি, হা/৫৮০, নাসাঈ, হা/১১২৯, মুসনাদে আহমাদ, হা/২৫৮৬৩)



www.nagorikpathagar.org

# অকল্যাণ হতে মুক্তির দোয়া

## দুনিয়ার ফিতনা থেকে বাঁচার দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন ফিতনাতিদ দুনইয়া।
অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে দুনিয়ার ফিতনা থেকে আশ্রয় চাই। (সহীহ বুখারি, হা/৬৩৭০, তিরমিজি, হা/৩৫৬৭)

## দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাঁচার দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন ফিতনাতিল মাসিহিদ দাজ্জাল।
অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক, হা/৫০১, সহীহ বুখারি, হা/১৩৭৭, সহীহ মুসলিম, হা/১৩৫৩)

## শিরক থেকে বাঁচার দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ أَعْلَمُ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা আন উশরিকা বিকা ওয়া আনা আ'লামু ওয়া আসতাগফিরুকা লিমা লা আ'লাম।
অর্থ : হে আল্লাহ! আমার জানা অবস্থায় আপনার সাথে শিরক করা হতে আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আর অজানা অবস্থায় শিরক হয়ে গেলে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। (সহীহ মুসলিম, হা/৭০৮১, জামেউস সগীর, হা/৬০৪৪)

## জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে বাঁচার দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়াল মামাতি।[১]

---

[১]. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) আমাদেরকে কুরআনের সূরা যেভাবে শিক্ষা দিতেন, ঠিক সেভাবে এই দোয়াটি শিক্ষা দিতেন।



www.nagorikpathagar.org

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক, হা/৫০১, সহীহ বুখারি, হা/১৩৭৭, সহীহ মুলিম, হা/১৩৫৩)

## জানা-অজানা অমঙ্গল থেকে বাঁচার দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَ مِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন শাররি মা আমালতু ওয়া মিন শাররি মা লাম আ'মাল।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি যা করেছি এবং আমি যা করি নাই, তার অনিষ্ট হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (সহীহ মুসলিম, হা/৭০৭০-৭৩, আবু দাউদ, হা/১৫৫২)

## ইলম ও দোয়া বিফলে যাওয়া থেকে বেঁচে থাকার দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন ইলমিন লা ইয়ানফায়ু ওয়া মিন ক্বালবিন লা ইয়াখশায়ু ওয়া মিন নাফসিন লা তাশবায়ু ওয়া মিন দা'ওয়াতিন লা ইউসতাজাবু লাহা।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই এমন ইলম হতে, যা কোন উপকারে আসবে না ও এমন অন্তঃকরণ থেকে, যা আল্লাহর ভয়ে ভীত হয় না; এমন আত্মা থেকে, যা কখনো তৃপ্ত হয় না। আর এমন দোয়া থেকে, যা কবুল হয় না। (সহীহ মুসলিম, হা/৭০৮১, আবু দাউদ, হা/১৫৫০)

## কানের ক্ষতি থেকে বাঁচার দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِيْ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন শাররি সাময়ি।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আমার কানের ক্ষতি থেকে আশ্রয় চাই। (আবু দাউদ, হা/১৫৫৩, নাসাঈ, হা/৫৪৪৪)



www.nagorikpathagar.org

## চোখের অপকারিতা থেকে বাঁচার দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ بَصَرِيْ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন শাররি বাসারি।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আমার চোখের ক্ষতি থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই। (আবু দাউদ, হা/১৫৫৩)

## জিহ্বার অপকারিতা থেকে বাঁচার দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ لِسَانِيْ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন শাররি লিসানি।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আমার জিহ্বার অপকারিতা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। (আবু দাউদ, হা/১৫৫৩)

## কাউকে হঠাৎ গালি দিয়ে ফেললে যে দোয়া পড়তে হয়

اَللّٰهُمَّ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذٰلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ফা আইয়্যুমা মু'মিনিন সাবাবতুহু ফাজআল যালিকা লাহু কুরবাতান ইলায়কা ইয়াওমাল ক্বিয়ামাত।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি কোন ঈমানদার বান্দাকে মন্দ কথা বললে আপনি তা তার জন্য কিয়ামত দিবসে আপনার সান্নিধ্য লাভের অসিলা বানিয়ে দিন। (সহীহ বুখারি, হা/৬৩৬১, সহীহ মুসলিম, হা/৬৭৮৮, সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৬৫১৫)

## কাউকে অকারণে শাস্তি দিয়ে ফেললে বা গালি দিলে দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ سَبَبْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নামা আনা বাশারুন ফা আইয়্যুমা রাজুলিন মিনাল মুসলিমিনা সাবাবতুহু আও লাআনতুহু আও জালাদতুহু ফাজআল লাহু জাকাতান ওয়া রাহমাতা।



www.nagorikpathagar.org

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি একজন মানুষ। আমি যদি কোন মুসলিম ব্যক্তিকে গালি দেই অথবা অভিশাপ দেই অথবা শাস্তি দেই, তাহলে আপনি তা তার জন্য (তার গোনাহের) পবিত্রতা ও আপনার রহমত হিসেবে ধার্য করুন। (সহীহ মুসলিম, হা/৬৭৮১, মুসনাদে আহমাদ, হা/১০৩৪১)

## অন্তরের অপকারিতা থেকে বাঁচার দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ قَلْبِيْ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন শাররি ক্বালবি।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আমার মনের অপবিত্রতা থেকে বাঁচতে চাই। (সহীহ মুসলিম, হা/৬৭৮১)

## খারাপ চরিত্র থেকে বাঁচার দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন মুনকারাতিল আখলাক্ব।

অর্থ : হে আল্লাহ! মন্দ চরিত্র থেকে আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই। (তিরমিজি, হা/৩৫৯১, জামেউস সগির, হা/২১৭৮)

## প্রবৃত্তির মন্দ থেকে বাঁচার দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَهْوَاءِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন মুনকারাতিল আহওয়া।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে মন্দ প্রবৃত্তি থেকে মুক্তি চাই। (তিরমিজি, হা/৩৫৯১)

## ক্ষুধার কষ্ট থেকে বাঁচার দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُوْعِ؛ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيْعُ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল জুয়ি, ফা ইন্নাহু বিয়সাদ দাজিয়।



www.nagorikpathagar.org

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে ক্ষুধা থেকে আশ্রয় চাই, কেননা তা মারাত্মক ক্ষতিকর শয্যাসঙ্গী। (আবু দাউদ, হা/১৫৪৯, নাসাঈ, হা/৫৪৬৮, ইবনে মাজাহ, হা/৩৩৫৪)

## খিয়ানত থেকে বাঁচার দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ؛ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল খিয়ানাতি, ফা ইন্নাহা বিয়সাতিল বিত্বানাত।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে খিয়ানত থেকে আশ্রয় চাই, কেননা তা মারাত্মক গোপন রোগ। (আবু দাউদ, হা/১৫৪৯)

## কাপুরুষতা থেকে বাঁচার দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল জুবন।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে কাপুরুষতা থেকে আশ্রয় চাই। (সহীহ বুখারি, হা/২৮২২, ৬৩৭৪, তিরমিজি, হা/৩৫৬৭, মিশকাত, হা/৯৬৪)

## দরিদ্রতা থেকে বাঁচার দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল ফাক্বর।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে অভাব থেকে আশ্রয় চাই। (আবু দাউদ, হা/১৫৬৪, নাসাঈ, হা/৫৪৬২, মুসনাদে আহমাদ, হা/৮০৩৯)

## অসচ্ছলতা থেকে বাঁচার দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْقِلَّةِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল ক্বিল্লাত।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে অসচ্ছলতা থেকে মুক্তি চাই। (আবু দাউদ, হা/১৫৬৪)



www.nagorikpathagar.org

## অপমান থেকে বাঁচার দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الذِّلَّةِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনায যিল্লাত।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে অপমান থেকে মুক্তি চাচ্ছি। (আবু দাউদ, হা/১৫৬৪)

## অত্যাচারিত হওয়া থেকে বাঁচার দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُظْلَمَ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন আন উজলাম।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে অত্যাচারিত হওয়া থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। (আবু দাউদ, হা/১৫৬৪)

## দুর্ভাগ্য থেকে বাঁচার দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন দারিকাশ শাক্বা।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে দুর্ভাগ্য থেকে আশ্রয় চাই। (সহীহ বুখারি, হা/৬৬১৬, নাসাঈ, হা/৫৪৯১)

## তাকদিরের মন্দ থেকে বাঁচার দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ سُوْءِ الْقَضَاءِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন সুয়িল ক্বাদা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট তাকদিরের মন্দ থেকে আশ্রয় চাই। (সহীহ মুসলিম, হা/৭০৫২, নাসাঈ, হা/৫৪৯২)

## দুশমনের হাসি-ঠাট্টা থেকে বাঁচার দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন শামাতাতিল আ'দা।



www.nagorikpathagar.org

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে দুশমনের হাসি-ঠাট্টা থেকে আশ্রয় চাই। (সহীহ বুখারি, হা/৬৩৪৭, মুসনাদে আহমাদ, হা/৭৩৪৯)

## যুদ্ধের ময়দানে বিজয় লাভের দোয়া

اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ ا ْ ِسَابِ اللَّهُمَّ اهْزِمْ الْأَحْزَابَ اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা মুনজিলাল কিতাবি সারিয়াল হিসাবি আল্লাহুম্মাহ জিমিল আহজাবা আল্লাহুম্মাহ জিমহুম ওয়া জালজিলহুম।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি কিতাব নাজিলকারী, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী, তুমি সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করে দাও। হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে পরাজিত করে দাও এবং তাদেরকে কম্পমান করে দাও। (সহীহ বুখারি, হা/২৯৩৩, ৪১১৫, ৬৩৯২, ৭৩৭৯, সহীহ মুসলিম, হা/৪৬৪১)

## শত্রুর অনিষ্ট হতে আশ্রয় লাভের দোয়া

اَللّٰهُمَّ! إِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম, ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম।[১]

অর্থ : হে আল্লাহ! শত্রুদের মোকাবেলা করার জন্য আমরা আপনাকে তাদের সম্মুখে রাখলাম (আপনিই তাদের দমন করুন)। আর আমরা তাদের অনিষ্ট হতে আপনার নিকট আশ্রয় চাই। (আবু দাউদ, হা/১৫৩৯, মুসনাদে আহমাদ, হা/১৯৭৩৪)

## অক্ষমতা থেকে বাঁচার দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনল আজজ।

---

১. আবু বুরদা ইবনে আবদুল্লাহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সাঃ) যখন কোন গোত্রের ব্যাপারে ভীতিজনক কোন তৎপরতার সংবাদ জানতে পারবেতন, তখন এ দোয়াটি পাঠ করতেন।



www.nagorikpathagar.org

অর্থ : হে আল্লাহ! অক্ষমতা থেকে আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই। (সহীহ বুখারি, হা/২৮২৩, সহীহ মুসলিম, হা/৭০৪৮)

## অলসতা থেকে বাঁচার দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسْلِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল কাসল।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে অলসতা থেকে আশ্রয় চাই। (সহীহ বুখারি, হা/৬৩৬৮, সহীহ মুসলিম, হা/৭০৮৪)

## কৃপণতা থেকে বাঁচার দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল বুখল।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে কৃপণতা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। (সহীহ বুখারি, হা/৪৭০৭, সহীহ মুসলিম, হা/৭০৫১)

## আল্লাহর নেয়ামত স্থায়ী হওয়ার জন্য দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন জাওয়ালি নি'মাতিক।

অর্থ : হে আল্লাহ! নিয়ামত কমে যাওয়া থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। (সহীহ মুসলিম, হা/৭১২০, আবু দাউদ, হা/১৫৪৭)

## দুর্ঘটনা থেকে বাঁচার দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ فُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন ফুজায়াতি নিক্বমাতিক।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে দুর্ঘটনা থেকে বাঁচতে চাই। (সহীহ মুসলিম, হা/৭১২০)



www.nagorikpathagar.org

## পানিতে ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচার দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল গারক্ব।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি পানিতে ডুবে যাওয়া থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই। (আবু দাউদ, হা/১৫৫৪, নাসাঈ, হা/৫৫৩৩)

## বার্ধক্য থেকে বাঁচার দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন আরযালিল উমুর।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে বার্ধক্য থেকে আশ্রয় চাই। (সহীহ বুখারি, হা/৬৩৬৫, নাসাঈ, হা/৫৪৪৫)

## অহঙ্কার থেকে বাঁচার দোয়া

رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَمِنْ سُوْءِ الْكِبَرِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল কাসালি ওয়া মিন সুয়িল কিবার।

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার কাছে অলসতা থেকে এবং অহঙ্কারের অনিষ্টতা থেকে পরিত্রাণ চাই। (আবু দাউদ, হা/৫০৭৩, সুনানুল কুবরা লিন নাসাঈ, হা/৭৮৭৮)

## পাপ থেকে বাঁচার দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল মা'সাম।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি পাপ থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (সহীহ বুখারি, হা/৮৩২, সহীহ মুসলিম, হা/১৩৫৩)



www.nagorikpathagar.org

## সম্পদ ও অভাবের ফিতনা থেকে বাঁচার দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ فِتْنَةِ الْفَقْرِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন শাররি ফিতনাতিল গিনা ওয়া আউযুবিকা মিন ফিতনাতিল ফাক্বর।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রাচুর্যের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি এবং আমি আপনার কাছে অভাবের ফিতনা থেকেও আশ্রয় চাচ্ছি। (সহীহ বুখারি, হা/৬৩৬৮, সহীহ মুসলিম, হা/৭০৪৬)

## কবরের আজাব থেকে বাঁচার দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন আযাবিল ক্বাবর।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে কবরের আজাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক, হা/৫০১, সহীহ বুখারি, হা/১৩৭৭, সহীহ মুসলিম, হা/১৩৫৩)

## জাহান্নামের আজাব থেকে বাঁচার দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন আযাবি জাহান্নাম।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি জাহান্নামের আজাব থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই। (সহীহ বুখারি, হা/১৩৭৭)



www.nagorikpathagar.org

## জীব-জন্তুর অনিষ্ট থেকে বাঁচার দোয়া

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

উচ্চারণ : আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাক্ব।[১]
অর্থ : আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের মাধ্যমে যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। (সহীহ মুসলিম, হা/৭০৫৩, আবু দাউদ, হা/৩৯০০, ইবনে মাজাহ, হা/৩৫১৮)

## ঝড়-তুফান থেকে বাঁচার দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আসয়ালুকা খায়রাহা ওয়া খায়রা মা ফিহা ওয়া খয়রা মা উরসিলাত বিহি, ওয়া আউযুবিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি মা ফিহা ওয়া শাররি মা উরসিলাত বিহ।
অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট বাতাসের কল্যাণ চাই, যে কল্যাণ তার মধ্যে রয়েছে এবং যে কল্যাণ তার সাথে প্রেরিত হয়েছে। আর আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি তার অনিষ্ট হতে, যে অনিষ্ট তার মধ্যে নিহিত এবং যা তার সাথে প্রেরিত হয়েছে। (সহীহ মুসলিম, হা/২১২২, তিরমিজি, হা/৩৪৪৯)

## মেঘের গর্জন শোনার পর দোয়া

سُبْحَانَ الَّذِيْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ

উচ্চারণ : সুবহানাল্লাযি ইউসাব্বিহুর রা'দু বিহামদিহি ওয়াল মালায়িকাতু মিন খিফাতিহ।[২]

---

[১]. হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, একবার এক লোককে বিচ্ছু দংশন করলে লোকটি ব্যথার কারণে রাতে ঘুমাতে পারল না, সকালে রাসূল (সা:)কে বিষয়টি জানালে তিনি বললেন, যদি সন্ধ্যা বেরায় এ দোয়াটি পড়ত তাহলে সকাল পর্যন্ত বিচ্ছুর দংশন তাকে কোন ক্ষতি পারত না।
[২]. আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা:) যখন মেঘের গর্জন শুনতের তখন কথা বলা বন্ধ করে দিতেন এবং এই দুয়াটি পাঠ করতেন।



www.nagorikpathagar.org

অর্থ : পাক-পবিত্র সেই মহান সত্তা, যার ভয়ে ভীত হয়ে প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা বর্ণনা করে মেঘের গর্জন এবং ফেরেশতাগণও। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক, হা/১৮০১, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, হা/৬৭০৩)

## ক্রোধ দমনের দোয়া

اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

উচ্চারণ : আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রাজিম।

অর্থ : আমি অভিশপ্ত শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। (সহীহ বুখারি, হা/৬০৪৮,৬১১৫, সহীহ মুসলিম, হা/৬৮১২-১৩)



www.nagorikpathagar.org

# সালাতুল জানাজা ও কবর জিয়ারত সংক্রান্ত দোয়া

## মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ পেলে পড়ার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ، وارْحَمْنِيْ، وأَلْحِقْنِيْ بالرَّفِيْقِ الْأَعْلٰى

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাগফিরলি ওয়ারহামনি ওয়ালহিক্বনি বিররাফিক্বিল আ'লা।
অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো, আমার প্রতি দয়া করো এবং আমাকে মহান বন্ধুর সাথে মিলিয়ে দাও। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক, হা/৫৬৪, সহীহ বুখারি, হা/৪৪৪০, সহীহ মুসলিম, হা/৬৪৪৬)

## মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট পঠিতব্য দোয়া

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ

উচ্চারণ : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।
অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। (সহীহ মুসলিম, হা/২১৬২-৬৩, আবু দাউদ, হা/৩১১৯)

## মৃত্যুর এবং বিপদের সংবাদ শুনলে দোয়া

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

উচ্চারণ : ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন।
অর্থ : আমরা আল্লাহর জন্যই আর আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। (সূরা বাক্বারাহ-১৫৬)

## বিপদের সময় দোয়া

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ أَجِرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَاخْلُفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا

উচ্চারণ : ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউনা আল্লাহুম্মা আজিরনি ফি মুসিবাতি ওয়াখলুফ লি খায়রাম মিনহা।
অর্থ : আমরা আল্লাহর জন্যই আর আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। হে আল্লাহ! আমার বিপদে আমাকে প্রতিদান দাও এবং আমাকে এর চেয়ে উত্তম বিনিময় দান করো। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক, হা/৫৬০, বায়হাকি, হা/৬৯১৭)



www.nagorikpathagar.org

## জানাজার সালাতের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ، اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাগফিরলি লিহায়য়িনা ওয়া মায়য়্যিতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা ওয়া সাগিরিনা ওয়া কাবিরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনসানা, আল্লাহুম্মা মান আহইয়ায়তাহু মিন্না ফা আহয়িহি আলাল ইসলাম, ওয়া মান তাওয়াফফায়তাহু মিন্না ফাতাওয়াফফাহু আলাল ইমান, আল্লাহুম্মা লা তাহরিমনা আজরাহু ওয়া লা তুদিল্লানা বা'দাহ।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃত, উপস্থিত-অনুপস্থিত, ছোট-বড়, নর-নারী সকলকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ! আমাদের মাঝে যাদেরকে জীবিত রাখ, তাদেরকে ইসলামের ওপর জীবিত রাখো, আর যাদেরকে মৃত্যু দান কর, তাদেরকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করো। হে আল্লাহ! আমাদেরকে তার নেকি হতে বঞ্চিত করো না এবং তার মৃত্যুর পর আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করো না। (আবু দাউদ, হা/৩২০৩, ইবনে মাজাহ, হা/১৪৯৮, তিরমিজি, হা/১০২৪, মিশকাত, হা/১৬৭৫)

## বাচ্চার জানাজার সালাতে পড়ার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَسَلَفًا وَأَجْرًا

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাজয়ালহু লানা ফারাত্বান ওয়া সালাফান ওয়া আজরান।

অর্থ : হে আল্লাহ! তাকে আমাদের জন্য অগ্রবর্তী নেকি ও সওয়াবের অসিলা বানাও। (শারহুস সুন্নাহ, হা/১৪৯১)

## কবরে লাশ রাখার দোয়া

بِسْمِ اللهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি রাসুলিল্লাহ।

অর্থ : আল্লাহর নামে এবং রাসূলুল্লাহ (সা:) এর মিল্লাতের ওপর (লাশকে কবরে রাখছি)। (তিরমিজি, হা/১০৪৬, ইবনে মাজাহ, হা/১৫৫০)



www.nagorikpathagar.org

## মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর দোয়া

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَثَبِّتْهُ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাগফির লাহু ওয়া সাব্বিতহু।[১]
অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন এবং তাকে অবিচল রাখুন। (আবু দাউদ, হা/৩২২৩, মুস্তাদরাকে হাকেম, হা/১৩৭২)

## মৃত ব্যক্তির পরিবারকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য যা বলতে হয়

اِنَّ لِلّٰهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ

উচ্চারণ : ইন্না লিল্লাহি মা আখাযা ওয়া লাহু মা আ'ত্বা, ওয়া কুল্লু শায়য়িন ইনদাহু বিআজালিম মুসাম্মান, ফালতাসবির ওয়াল তাহতাসিব।
অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ যা নিয়ে গেছেন তা তাঁর এবং তিনি যা দান করেন তাও তাঁর। আল্লাহর কাছে প্রত্যেকটি জিনিসেরই একটি নির্ধারিত সময় থাকে। সুতরাং তুমি ধৈর্যধারণ করো এবং সওয়াবের আশা রাখো। (সহীহ বুখারি, হা/১২৭৪, সহীহ মুসলিম, হা/২১৭৪)

## কবর জিয়ারতের দোয়া

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ والْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ، أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ

উচ্চারণ : আস-সালামু আলায়কুম আহলাদ দিয়ারি মিনাল মু'মিনিনা ওয়াল মুসলিমিনা ওয়া ইন্না ইন শাআল্লাহু বিকুম লাহিকুনা, আসয়ালুল্লাহি লানা ওয়া লাকুমুল আফিয়াত।
অর্থ : হে কবরবাসী মুমিন ও মুসলমান! তোমাদের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক, আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হব আল্লাহ যদি চান। আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য এবং তোমাদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। (সহীহ মুসলিম, হা/২৩০১, নাসাঈ, হা/২০৩৬)

---

[১]. হযরত উসমান (রা:) বলেন, রাসূল (সা:) যখন মৃত ব্যক্তিকে দাফন করে অবসর হতেন তখন বলতেন, তোমরা তোমাদের (মৃত) ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করঃ তোমরা তার জন্য কবরের স্থায়িত্ব চাও (সে যেন ফেরেশতাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে) এখন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।



www.nagorikpathagar.org

## ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা, হজ ও কোরবানির দোয়া

### হজ ও ওমরা পালনকারী ব্যক্তির তালবিয়া

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ ا ْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ

উচ্চারণ : লাব্বায়কা আল্লাহুম্মা লাব্বায়কা লা শারিকা লাকা লাব্বায়কা, ইন্নাল হামদা ওয়ান না'য়ামাতা লাকা ওয়াল মুলকা লা শারিকা লাক।

অর্থ : (আমি তোমার ডাকে সাড়া দিয়ে) উপস্থিত হয়েছি, হে আল্লাহ! আমি উপস্থিত হয়েছি, আমি উপস্থিত হয়েছি (এবং ঘোষণা করছি যে), তোমার কোন শরিক নেই, আমি উপস্থিত হয়েছি, নিশ্চয় সকল প্রশংসা ও নিয়ামত তোমারই এবং রাজত্বও তোমার, তোমার কোন শরিক নেই। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক, হা/৭৩০, সহীহ বুখারি, হা/১৫৪৯, সহীহ মুসলিম, হা/২৮৬৮)

### হাজরে আসওয়াদের সামনে তাকবির বলা

ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সা. উটের উপর আরোহণ করে তাওয়াফ করলেন। যখনই তিনি রুকনে ইয়ামানিতে আসতেন, তখনই তিনি তার হাতে যা থাকতো তা দ্বারা সেদিকে ইশারা করতেন এবং তাকবির (আল্লাহু আকবার) বলতেন। (সহীহ বুখারি, হা/১৬১৩, তিরমিজি, হা/৮৬৫, নাসাঈ, হা/২৯৫৫)

### হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানির মধ্যখানে দোয়া

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

উচ্চারণ : রাব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতান ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়াক্বিনা আযাবান নার।

অর্থ : হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়া এবং আখিরাতে কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আজাব হতে রক্ষা করুন। (সূরা বাক্বারাহ-২০১)



www.nagorikpathagar.org

## সাফা ও মারওয়ায় দাঁড়িয়ে পাঠ করার দোয়া

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা:) হতে বর্ণিত হাদিসে রয়েছে- অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা:) হাজরে আসওয়াদের কাছে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তাতে চুমু খেলেন। তারপর তিনি সাফা পাহাড়ের দিকে বের হলেন এবং সাফার নিকটবর্তী হয়ে এ আয়াত পাঠ করলেন-

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ

উচ্চারণ : ইন্নাস সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শায়ায়িরিল্লাহ।

অর্থ : নিশ্চয়ই 'সাফা' ও 'মারওয়া' আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা বাক্বারাহ-১৫৮)

তারপর তিনি সাফা পাহাড়ের ওপর আরোহণ করলেন এবং বায়তুল্লাহ দেখতে পেলেন। অতঃপর তিনি ক্বিবলামুখী হয়ে নিচের দোয়াটি পাঠ করলেন-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ

উচ্চারণ : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শায়য়িন ক্বাদির। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু আনজাজা ওয়া'দাহ, ওয়া নাসারা আবদাহ, ওয়া হাজামাল আহজাবি ওয়াহদাহ।

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরিক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসাও তাঁর। তিনি সকর কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মাবুদ নেই, তিনি এক, তিনি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং তিনি তাঁর শত্রুবাহিনীকে পরাভূত করেছেন। উপরোক্ত দোয়াটি নবী সা. তিন বার পাঠ করলেন। অতঃপর তিনি মারওয়া পাহাড়ে উঠলেন এবং অনুরূপভাবে উক্ত দোয়া পাঠ করলেন। (সহীহ মুসলিম, হা/৩০০৯, আবু দাউদ, হা/১৯০৭)



www.nagorikpathagar.org

## আরাফার ময়দানে পড়ার দোয়া

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

উচ্চারণ : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শায়য়িন ক্বাদির।

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তিনি একক, তার কোন শরিক নেই। সকল ক্ষমতার মালিক কেবল তিনিই। সকল প্রশংসার মালিক তিনিই। তিনি সব কিছুর ওপর শক্তিশালী। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক, হা/৫০০, তিরমিজি, হা/৩৫৮৫)

## ঈদের তাকবির

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

উচ্চারণ : আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবারু ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

অর্থ : আল্লাহ বড়, আল্লাহ বড়, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য। (দার কুতনি, হা/১৭৩৭)

## কোরবানির দোয়া

إِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ– إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ– لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ– بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ

উচ্চারণ : ইন্নি ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযি ফাত্বারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা হানিফাও ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকিন। ইন্নাস সালাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহইয়াইয়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। লা শারিকা লাহু ওয়া বিযালিকা উমিরতু ওয়া আনা আওয়ালুল মুসলিমিন। বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার আল্লাহুম্মা মিনকা ওয়া লাক।



www.nagorikpathagar.org

অর্থ : আমি মুসলিম অবস্থায় একনিষ্ঠ হয়ে ঐ সত্তার দিকে আমার মুখ ফিরালাম, যিনি আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। নিশ্চয় আমার সালাত, আমার যাবতীয় কোরবানি, আমার জীবন, আমার মরণ (সব কিছুই) বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই। তাঁর কোন শরিক নেই, আমাকে এরই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর আমিই সর্বপ্রথম আত্মসমর্পণকারী। আল্লাহর নামে শুরু করলাম, আল্লাহ মহান, হে আল্লাহ! আপনার পক্ষ থেকে (এ পশু) এবং আপনার জন্য (তা কোরবানি করলাম)। (মুসনাদে আহমাদ, হা/১৫০৬৪, সহীহ ইবনে খুযায়মা, হা/২৮৯৯)



www.nagorikpathagar.org

# আল-কুরআনে উল্লেখিত কতিপয় দোয়া

## জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দোয়া

رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا

উচ্চারণ : রাব্বি জিদনি ইলমা।
অর্থ: হে আমার রব! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন। (সূরা ত্বহা-১১৪)

## হেদায়াত লাভের দোয়া

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ، صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ

উচ্চারণ : ইহদিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বিম। সিরাত্বাল্লাযিনা আন-আমতা আলায়হিম গায়রিল মাগদুবি আলায়হিম ওয়ালাদ দল্লিন।
অর্থ : (হে আল্লাহ!) আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। তাদের পথ, যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন। তাদের পথ নয়, যারা গজবপ্রাপ্ত এবং যারা পথভ্রষ্ট। (সূরা ফাতিহা, আয়াত-৫, ৬)

## হেদায়াতের ওপর টিকে থাকার

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

উচ্চারণ : রাব্বানা লা তুজিগ কুলুবানা বা'দা ইয হাদায়তানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্হাব।
অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! হেদায়াত দানের পর আপনি আমাদের অন্তরগুলোকে বাঁকা করে দেবেন না, আমাদেরকে আপনার নিকট হতে রহমত দান করুন, অবশ্যই আপনি মহান দাতা। (সূরা আলে ইমরান-৯)

## ক্ষমা ও রহমত লাভের দোয়া

رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ

উচ্চারণ : রাব্বিগফির ওয়ারহাম ওয়া আনতা খায়রুর রাহিমিন।



www.nagorikpathagar.org

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! (আমাকে) ক্ষমা করুন ও রহম করুন। আর রহমকারীদের মধ্যে আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। (সূরা মু'মিনুন-১১৮)

## প্রভাবশালী শত্রুর বিরুদ্ধে দোয়া

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

উচ্চারণ : হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল।

অর্থ : আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক (সাহায্যকারী)! (সূরা আলে ইমরান-১৭৩)

## আল্লাহর কোন হুকুম শোনার পর দোয়া

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

উচ্চারণ : সামি'না ওয়া আত্বা'না গুফরানাকা রাব্বানা ওয়া ইলায়কাল মাসির।

অর্থ : আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম। হে আমাদেরর ব! আমরা আপনার কাছেই ক্ষমা চাই, আর আপনারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (সূরা বাক্বারাহ-২৮৫)

## আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর লাভ করার দোয়া

رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

উচ্চারণ : রাব্বানা আতমিম লানা নুরানা ওয়াগফির লানা ইন্নাকা আলা কুল্লি শায়য়িন ক্বাদির।

অর্থ : হে আমাদের রব! আমাদের নূরকে পরিপূর্ণ করে দিন, আর আমাদেরকে ক্ষমা করুন, নিশ্চয় আপনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। (সূরা তাহরিম-৮)

## দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভের দোয়া

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

উচ্চারণ : রাব্বানা আতিনা ফিদ দুনইয়া হাসানাতাও ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়াক্বিনা আযাবান নার।



www.nagorikpathagar.org

অর্থ: হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়া এবং আখিরাতে কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আজাব হতে রক্ষা করুন। (সূরা বাক্বারাহ-২০১)

## চোখ জুড়ানো পরিবার পাওয়ার দোয়া

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا

উচ্চারণ : রাব্বানা হাবলানা মিন আজওয়াজিনা ওয়া যুররিইয়াতিনা ক্বুররাতা আ'ইউনিন ওয়াজয়ালনা লিল মুত্তাক্বিনা ইমামা।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে চক্ষুশীতলকারী স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন। আর আমাদেরকে মুত্তাক্বিদের নেতা বানিয়ে দিন। (সূরা ফুরক্বান-৭৪)

## মাতা-পিতার জন্য দোয়া

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا

উচ্চারণ : রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বাইয়ানি সাগিরা।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমার মাতাপিতার প্রতি দয়া করুন, যেভাবে তারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছেন। (সূরা বনি ইসরাইল-২৪)

## শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে আশ্রয় চাওয়ার দোয়া

رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ– وَأَعُوْذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُوْنِ

উচ্চারণ : রাব্বি আউযুবিকা মিন হামাজাতিশ শাইয়াত্বিনি ওয়া আউযুবিকা রাব্বি আন ইয়াহদুরুন।

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আমি শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যেন তারা আমার কাছে না আসতে পারে। (সূরা মু'মিনুন, ৯৭-৯৮)



www.nagorikpathagar.org

## অতীতের মুসলমানদের জন্য দোয়া

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ آمَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

উচ্চারণ : রাব্বানাগফির লানা ওয়া লি ইখওয়ানিনাল্লাযিনা সাবাকুনা বিল ইমানি ওয়ালা তাজয়া'ল ফি কুলুবিনা গিল্লাল্লাযিনা আমানু রাব্বানা ইন্নাকা রাউফুর রাহিম।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং আমাদের সেসব ভাইদেরকে ক্ষমা করো, যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে। আর সে ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি বড় করুণাময় ও অতি দয়ালু। (সূরা হাশর-১০)

## গোনাহ্ মাফের দোয়া

رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ

উচ্চারণ : রাব্বানা ফাগফির লানা যুনুবানা ওয়া কাফফির আন্না সায়য়িয়াতিনা ওয়া তাওয়াফ ফানা মায়াল আবরার।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের গোনাহগুলো ক্ষমা করুন, আমাদের থেকে আমাদের গোনাহগুলো মুছে দিন এবং সৎকর্মশীলদের সাথে আমাদের মৃত্যু দান করুন। (সূরা আলে ইমরান-১৯৩)

## বিপদাপদ ও কঠিন মুহূর্তে অটল থাকার দোয়া

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ

উচ্চারণ : রাব্বানা আফরিগ আলায়না সাবরাও ওয়া সাব্বিত আক্বদামিনা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরিন।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্যধারণের শক্তি দান করুন, আমাদেরকে (হকের ওপর) প্রতিষ্ঠিত রাখুন এবং কাফির সম্প্রদায়ের ওপর আমাদেরকে সাহায্য করুন। (সূরা বাক্বারাহ-২৫০)



www.nagorikpathagar.org

## মুসলিম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করার দোয়া

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ

উচ্চারণ : রাব্বানা আফরিগ আলায়না সাবরাও ওয়াতাওয়াফ্‌ফানা মুসলিমিন।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে সবর করার তাওফিক দান করুন এবং মুসলিম অবস্থায় আমাদের মৃত্যু দিন। (সূরা আ'রাফ-১২৬)

## কিয়ামতের দিন লাঞ্ছনা থেকে বাঁচার দোয়া

رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ

উচ্চারণ : রাব্বানা ওয়া আতিনা মা ওয়াদতানা আলা রুসুলিকা ওয়ালা তুখযিনা ইয়াওমাল ক্বিয়ামাতি ইন্নাকা লা তুখলিফুল মিয়াদ।

অর্থ : হে আমাদের রব! আপনি স্বীয় রাসূলদের মাধ্যমে আমাদেরকে যা কিছু ওয়াদা দিয়েছেন, তা আমাদেরকে দান করুন এবং কিয়ামতের দিন আমাদেরকে লাঞ্ছিত করা থেকে হেফাজত করুন। নিশ্চয় আপনি ওয়াদা খেলাফ করেন না। (সূরা আলে ইমরান-১৯৪)

## জাহান্নামের আজাব থেকে বাঁচার দোয়া

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا

উচ্চারণ : রাব্বানাসরিফ আন্না আজাবা জাহান্নামা ইন্না আজাবাহা কানা গারামা।

অর্থ : হে আমাদের রব! জাহান্নামের আজাব থেকে আমাদেরকে দূরে রাখুন, কেননা এর শাস্তি অতি ভয়াবহ। (সূরা ফুরক্বান-৬৫)



www.nagorikpathagar.org

## কঠিন পরীক্ষা ও বিপদাপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার দোয়া

رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ

উচ্চারণ : রাব্বানা লা তুয়াখিযনা ইন্নাসিনা আও আখত্বনা রাব্বানা ওয়ালা তাহমিল আলাইনা ইসরান কামা হামালতাহু আলাল্লাযিনা মিন ক্ববলিনা রাব্বানা ওয়ালা তুহাম্মিলনা মা-লা ত্বকাতা লানা বিহি ওয়াফু আন্না ওয়াগ-ফির লানা ওয়ার হামনা আনতা মাওলানা ফানসুরনা আলাল ক্বওমিল কাফিরিন।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা যদি ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তাহলে আমাদেরকে পাকড়াও করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর যেমন গুরু-দায়িত্ব অর্পণ করেছ, আমাদের ওপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! যে ভার বহনের ক্ষমতা আমাদের নেই এমন ভার আমাদের ওপর চাপিয়ে দিও না। আমাদের ভুল-ক্রুটি উপেক্ষা করো, আমাদেরকে ক্ষমা করো এবং আমাদের প্রতি দয়া করো; তুমিই আমাদের অভিভাবক। কাজেই আমাদেরকে কাফিরদের ওপর বিজয়ী করো। (সূরা বাক্বারাহ-২৮৬)

## ক্ষমা চেয়ে আদম (আ) এর দোয়া

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ

উচ্চারণ : রাব্বানা জলামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়াতারহামনা লানা কুনান্না মিনাল খাসিরিন।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং দয়া না করেন, তবে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব। (সূরা আ'রাফ-২৩)



www.nagorikpathagar.org

## মাতা-পিতাসহ সকলের জন্য ক্ষমা চেয়ে নূহ (আ) এর দোয়া

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِيْنَ إِلَّا تَبَارًا

উচ্চারণ : রাব্বিগ ফিরলি ওয়ালি ওয়ালি দাইয়া ওয়ালিমান দাখালা বাইতিয়া মু'মিনান ওয়া লিল মু'মিনিনা ওয়াল মু'মিনাতি ওয়ালা তাজিদিয জলিমিনা ইল্লা তাবারা।

অর্থ : হে আমার রব! তুমি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, আর যারা আমার গৃহে মুমিন হয়ে প্রবেশ করেছে তাদেরকে এবং সকল মুমিন পুরুষ ও নারীকে ক্ষমা করো। আর জালিমদের জন্য ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করো না। (সূরা নূহ-২৮)

## নৌকায় আরোহণের সময় নূহ (আ) এর দোয়া

بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহি মাজরেহা ওয়া মুরসাহা ইন্না রাব্বি লা গাফুরুর রাহিম।

অর্থ : আল্লাহর নামে এর চলা এবং অবস্থান করা। নিশ্চয় আমার রব অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও অতিশয় দয়ালু। (সূরা হুদ-৪১)

## কাফিরদের ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য ইবরাহিম (আ) এর দোয়া

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ، رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

উচ্চারণ : রাব্বানা আলাইকা তাওয়াক্কালনা ওয়া ইলায়কা আনাবনা ওয়া ইলায়কাল মাসির, রাব্বানা লা তাজয়ালনা ফিতনাতাল লিল্লাযিনা কাফার ওয়াগফির লানা রাব্বানা ইন্নাকা আনতাল আজিযুল হাকিম।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার ওপরই ভরসা করি, আপনার দিকেই ধাবিত হই এবং আমাদেরকে আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে কাফিরদের পরীক্ষার



www.nagorikpathagar.org

বস্তু বানাবেন না। আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আপনি মহা পরাক্রমশালী ও মহা বিজ্ঞানী। (সূরা মুমতাহিনা-৪, ৫)

## নেক সন্তান পাওয়ার জন্য ইবরাহিম (আ) এর দোয়া

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصَّالِحِيْنَ

উচ্চারণ : রাব্বি হাবলি মিনাস সলিহিন।

অর্থ : হে আমার রব! আমাকে সৎকর্মশীল সন্তান দান করুন। (সূরা সাফফাত-১০০)

## সন্তান লাভের জন্য জাকারিয়া (আ) এর দোয়া

رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ

উচ্চারণ : রাব্বি লা তাজারনি ফিরদান ওয়া আনতা খাইরুল ওয়ারিসিন।

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সন্তানহীন করে রেখো না, আর তুমি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। (সূরা আম্বিয়া-৮৯)

## ভালো কাজ করার পর দোয়া

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

উচ্চারণ : রাব্বানা তাক্বাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পক্ষ থেকে (এ কাজটি) কবুল করুন, নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী। (সূরা বাক্বারাহ-১২৭)

## রহমত লাভের জন্য আসহাবে কাহাফের দোয়া

رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

উচ্চারণ : রাব্বানা আতিনা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ওয়া হাইয়ি লানা মিন আমরিনা রাশাদা।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার নিকট হতে আমাদেরকে রহমত দান করুন, আর আমাদের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করুন। (সূরা কাহফ-১০)



www.nagorikpathagar.org

## জান্নাত চেয়ে ফেরাউনের স্ত্রীর দোয়া

رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِيْ الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ

উচ্চারণ : রাব্বিবনি লি ইনদাকা বাইতান ফিল জান্নাতি ওয়া নাজ্জিনি মিন ফিরআউনা ওয়া আমালিহি ওয়া নাজ্জিনি মিনাল ক্বাওমিজ জলিমিন।

অর্থ : হে আমার রব! আমার জন্য আপনার নিকট জান্নাতে একটি ঘর বানিয়ে দিন। আমাকে ফেরাউন ও তার কার্যকলাপ থেকে মুক্তি দিন, আর আমাকে মুক্তি দিন জালিম সম্প্রদায় থেকে। (সূরা তাহরিম-১১)

## মাগফিরাতের জন্য মূসা (আ) এর দোয়া

رَبِّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ

উচ্চারণ : রাব্বি ইন্নি যলামতু নাফসি ফাগফিরলি।

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আমি নিজের ওপর জুলুম করেছি, অতএব আমাকে ক্ষমা করুন। (সূরা ক্বাসাস-১৬)

## জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য মূসা (আ) এর দোয়া

رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ، وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِيْ، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ، يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ

উচ্চারণ : রাব্বিশরাহলি সদরি ওয়া ইয়াসসিরলি আমরি ওয়াহলুল উক্বদাতাম মিললিসানি ইয়াফক্বাহু ক্বাওলী।

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্য আমার বক্ষকে প্রশস্ত করে দিন, আমার কাজকে সহজ করে দিন, আর আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন- যাতে লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে। (সূরা ত্বাহা-২৫-২৮)

## মাগফিরাত লাভের জন্য ইবরাহিম (আ) এর দোয়া

رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ

উচ্চারণ : রাব্বানাগফিরলি ওয়ালি ওয়ালি দাইয়া ওয়ালিল মু'মিনিনা ইয়াওমা ইয়াকুমুল হিসাব।



www.nagorikpathagar.org

অর্থ : হে আমাদের রব! আমাকে, আমার মাতা-পিতাকে এবং সকল মু'মিনদেরকে ক্ষমা করে দিন- যেদিন হিসাব কায়েম হবে। (সূরা ইবরাহিম-৪১)

## সালাত কায়েমকারী হওয়ার জন্য ইবরাহিম (আ) এর দোয়া

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء

উচ্চারণ : রাব্বিজয়ালনি মুক্বিমাস সালাতি ওয়ামিন যুররিয়াতি রাব্বানা ওয়া তাক্বাব্বাল দুয়া।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে আর আমার সন্তানদেরকে সালাত প্রতিষ্ঠাকারী বানান। হে আমাদের প্রতিপালক! আমার প্রার্থনা কবুল করুন। (সূরা ইবরাহিম-৪০)



www.nagorikpathagar.org

# কিছু নির্দিষ্ট রোগের জন্য বিশেষ দোয়া

## শ্বেতরোগ থেকে মুক্তির দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল বারাস।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে শ্বেতরোগ থেকে আশ্রয় চাই। (আবু দাউদ, হা/১৫৫৬, মুসনাদে আহমাদ, হা/১৩০২৭)

## কুষ্ঠরোগ থেকে মুক্তির দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُذَامِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল জুযাম।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট কুষ্ঠরোগ থেকে আশ্রয় চাই। (আবু দাউদ, হা/১৫৫৬)

## পাগলামী থেকে বাঁচার দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُنُوْنِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল জুনুন।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে পাগলামী থেকে আশ্রয় চাই। (আবু দাউদ, হ/১৫৫৬)

## খারাপ রোগসমূহ থেকে বাঁচার দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ سَيِّئِ الأَسْقَامِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন সাইয়িয়িল আসক্বাম

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে খারাপ রোগ থেকে আশ্রয় চাই। (আবু দাউদ, হা/১৫৫৬)



www.nagorikpathagar.org

## শরীরের কোন স্থানে ব্যথা অনুভব হলে দোয়া

উসমান ইবনে আবুল আস-সাকাফী (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট একটি ব্যথার অভিযোগ কললেন, যা তিনি ইসলাম গ্রহণের পর থেকে তার দেহে অনুভব করছেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বললেন, তোমার শরীরের যে স্থান ব্যথাযুক্ত তার উপর তোমার হাত রেখে তিনবার 'বিসমিল্লাহ' বলবে এবং সাতবার এই দোয়াটি পাঠ করবে-

أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ

উচ্চারণ : আউজু বিইজ্জাতিল্লাহি ওয়া কুদরাতিহি মিন শাররি মা আজিদু ওয়া উহাযির।

অর্থ : যে অনিষ্ট আমি অনুভব করছি এবং যার ভয় করছি তা থেকে আল্লাহ্‌র ইজ্জত ও ক্ষমতার অসিলায় আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

## বদনজর থেকে মুক্ত থাকার দোয়া

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, কোন মানুষ যদি নিজের মধ্যে বা নিজ সম্পদের মধ্যে বা কোন মুসলিম ভাইয়ের মধ্যে আনন্দময় কিছু দেখে, তবে তার জন্য যেন বরকতের দোয়া করে। কোননা বদনজর সত্য। (মুসনাদে আহমাদ, হা/১৫৭৩৮)

কোন কিছু দেখে বদনজর লাগর সম্ভাবনা থাকলে নিচের দোয়াটি পড়তে হবে-

مَا شَاءَ اللهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَيْهِ

উচ্চারণ : মাশা-আল্লাহু লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি আল্লাহুম্মা বারিক আলাইহ।

অর্থ : আল্লাহ যা চান, আল্লাহ ছাড়া কোন শক্তি নেই, হে আল্লাহ! আপনি তাতে বরকত দান করুন।

## পেরেশানি ও টেনশনের সময় দোয়া

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পেরেশানির সময় নিচের দোয়া পাঠ করতেন।



www.nagorikpathagar.org

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ، وَرَبُّ الْأَرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ

উচ্চারণ : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল আজিমুল হালিমু, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুল আরশিল আজিমি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুস সামাওয়াতি ওয়া রাব্বুল আরদি, ওয়া রাব্বুল আরশিল কারিম।

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোন প্রকৃত মাবুদ নেই, তিনি মহান ও সহনশীল। আল্লাহ্ ছাড়া কোন প্রকৃত মাবুদ নেই, তিনি মহান আকাশের মালিক। আল্লাহ ছাড়া কোন প্রকৃত মাবুদ নেই। তিনি আকাশ পৃথিবী এবং সম্মানিত আরশের রব। (সহীহ বুখারি, হা/৬৩৪৬, সহীহ মুসলিম, হা/৭০৯৭)

সা'দ (রা:) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, ইউনুস (আ:) মাছের পেটে যে দোয়া করেছিলেন, কোন মুসলিম যদি বিপদে পড়ে সে দোয়া পড়ে, তাহলে তার দোয়া কবুল করা হবে। অপর বর্ণনায় এসেছে, নবী (সা:) বিপদের সময় এ দোয়া পড়তেন-

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ

উচ্চারণ : লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ-জলিমিন।

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি ব্যতিত কোন প্রকৃত মাবুদ নেই। আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। নিশ্চয় আমি অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত। (তিরমিজি, হা/৩৫৫০, মুসনাদে আহমাদ, হা/১৪৬২)

আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা:) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, দুঃখ ও বিপদগ্রস্তদের জন্য দোয়া হলো-

اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوْ فَلَا تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা রাহমাতাকা আরজু ফালা তাকিলনি ইলা নাফসি ত্বরফাতা আইনিন, ওয়া আসলিহ লি শা'য়ানি কুল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা আনত।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার রহমত প্রার্থনা করছি। এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে আমার নিজ দায়িত্বে ছেড়ে দিবেন না এবং আমার সকল অবস্থা আপনি সংশোধন করে দিন। আর আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। (আবু দাউদ, হা/৫০৯২, মুসনাদে আহমাদ, হা/২০৪৪৭, নাসাঈ, হা/১০৪১২)



www.nagorikpathagar.org

## দুঃখ-কষ্টের দোয়া

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হলে নিচের দোয়াটি পড়তেন-

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ

উচ্চারণ : ইয়া হাইয়ু ইয়া ক্বাইয়ুমু বিরাহমাতিকা আসতাগিস।

অর্থ : হে চিরঞ্জীব! হে চিরস্থায়ী! আপনার রহমতের মাধ্যমে আমি আপনার নিকট সাহায্য চাই। (তিরমিজি, হা/৩৫২৪, মুস্তাদরাকে হাকেম, হা/১৮৭৫)

## আকস্মিক বিপদ থেকে বাঁচার দোয়া

উসমান ইবনে আফফান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি তিন বার এই দোয়াটি সন্ধ্যায় পাঠ করবে তার উপর সকাল পর্যন্ত কোন আকস্মিক বিপদ আসবে না। আর যে ব্যক্তি এটা সকালে তিন বার পাঠ করবে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার উপর কোন আকস্মিক বিপদ আসবে না।

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِيْ السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহিল্লাজি লা ইয়াদুর্‌রু মা'য়া ইসমিহি শাইয়ুন ফিল আরদি ওয়ালা ফিস-সামায়ি ওয়াহুয়াস-সামিউল আলিম।

অর্থ : ঐ আল্লাহর নামে আমি শুরু করছি, যার নামের বরকতে আসমান ও জমিনের কোন বস্তু ক্ষতি করতে পারে না এবং তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (আবু দাউদ, হা/৫০৯০, তিরমিজি, হা/৩৩৮৮)



www.nagorikpathagar.org

## অনাকাঙ্খিত বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার দোয়া

আবু ইয়াসার (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) এ দোয়া পাঠ করতেন-

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّيْ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ، وَالْحَرَقِ، وَالْهَرَمِ، وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَمُوْتَ فِيْ سَبِيْلِكَ مُدْبِرًا، وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَمُوْتَ لَدِيْغًا

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল হাদামি, ওয়া আউজুবিকা মিনাত তারাদ্দি, ওয়া আউজুবিকা মিনাল গারাকি, ওয়াল হারাকি, ওয়াল হারামি, ওয়া আউজুবিকা আন ইয়াতাখাব্বাতানিয়াশ-শাইতানু ইনদাল মাওতি, ওয়া আউজুবিকা আন আমুতা ফি সাবিলিকা মুদবিরান, ওয়া আউজুবিকা আন আমুতু লাদিগা।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি ঘর চাপা পড়া থেকে, আশ্রয় প্রার্থনা করছি উপর থেকে গড়িয়ে পড়া থেকে, আশ্রয় প্রার্থনা করছি ডুবে যাওয়া, পুড়ে যাওয়া এবং চরম বার্ধক্য থেকে, আশ্রয় প্রার্থনা করছি আপনার রাস্তায় পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালায়নরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা থেকে এবং আশ্রয় প্রার্থনা করছি সর্পদংশিত হয়ে মৃত্যুবরণ করা থেকে। (আবু দাউদ, হা/১৫৫৪, নাসাঈ, হা/৫৫৩১-৩৩)

## বাচ্চাদের হেফাজতের দোয়া

ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) হাসান ও হুসাইন (রা:)কে এই বলে আশ্রয় প্রার্থনা করাতেন এবং বলতেন, তোমাদের পিতা (ইবরাহীম আ) ইসমাঈল (আ) ও ইসহাক (আ)কে এ বলে আশ্রয় প্রার্থনা করাতেন-

أُعِيْذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ

উচ্চারণ : উয়িজুকুমা বিকালিমাতিল্লাহিত-তাম্মাতি মিন কুল্লি শায়তানিন ও হাম্মাতিন ও মিন কুল্লি আইনিন লাম্মাত।



www.nagorikpathagar.org

অর্থ : প্রত্যেক শয়তান হতে আল্লাহর পূর্ণ কালিমা দ্বারা তোমার জন্য পরিত্রাণ চাচ্ছি। আর পরিত্রাণ চাচ্ছি প্রত্যেক বিষাক্ত কীট হতে এবং প্রত্যেক ক্ষতিকর চক্ষু হতে। (সহীহ বুখারি, হা/৩৩৭১, আবু দাউদ, হা/৪৭৩৯)

## যাদু-টোনা থেকে বেঁচে থাকার দোয়া

কা'ব আহবার (রহ:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কয়েকটি বাক্য অর্থাৎ দোয়া আমি যদি নিয়মিত আমল না করতাম তাহলে ইয়াহুদীরা আমাকে (যাদুমন্ত্র দিয়ে) গাধা বানিয়ে ফেলত। তাকে প্রশ্ন করা হলো, সেই কালিমাগুলো কী? তিনি উত্তরে এ দোয়াটি বললেন-

أَعُوْذُ بِوَجْهِ اللهِ الْعَظِيْمِ، الَّذِيْ لَيْسَ شَيْءٌ أَعْظَمَ مِنْهُ، وَبِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِيْ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ، وَبِأَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنَى كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَبَرَأَ وَذَرَأَ

উচ্চারণ : আউজু বিওয়াজহিল্লাহিল আজিমিল্লাজি লাইসা শাইয়ুন আ'জামা মিনহু, ওয়াবিকালিমাতিত্ তাম্মাতিল-লাতি লা ইউজা-উয়িজুহুন্না বির্রু ওয়ালা ফাজিরুন, ওয়া বিআস্মায়িল্লাহিল হুসনা কুল্লিহা মা আলিমতু মিনহা ওয়ামা লাম আ'লাম মিন শাররি মা খালাক্বা ওয়া বারায়া ও যারা।

অর্থ : আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি ঐ আল্লাহর অসিলায়! যার থেকে বড় কিছু নেই এবং আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমার অসিলায়, যার ভালো-মন্দ কেউ অতিক্রম করতে পারে না এবং আল্লাহর আসমাউল হুসলা বা সকল সুন্দর নামের অসিলায়, যার কিছু আমি জানি আর কিছু জানি না। আমি তার কাছে আশ্রয় চাই, তার সকল সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক, হা/১৭০৭)



www.nagorikpathagar.org

# জরুরি মাসআলা মাসায়েল

## অজুর হুকুম

যে যে অবস্থায় অজু ফরজ হয়

১. প্রত্যেক নামাজের জন্য অজু ফরজ, সে নামাজ ফরজ হোক অথবা ওয়াজিব। সুন্নাত বা নফল হোক।

২. জানাজার নামাজের জন্য অজু ফরজ।

৩. সিজদায়ে তেলাওয়াতের জন্য অজু ফরজ।

## যে সব অবস্থায় অজু ওয়াজিব

১. বায়তুল্লাহ তওয়াফের জন্য।

২. কুরআন পাক স্পর্শ করার জন্য।

## যে সব কারণে অজু সুন্নাত

১. শোবার আগে অজু সুন্নাত।

২. গোসলের আগে অজু সুন্নাত।

## যে সব অবস্থায় অজু মুস্তাহাব

১. আজান ও তাকবিরের জন্য অজু মুস্তাহাব।

২. খুতবা পড়ার সময়-জুমার খুতবা হোক বা নেকাহের খুতবা।

৩. দ্বীনি তালিম দেয়ার সময়।

৪. জিকরে এলাহির সময়।

৫. ঘুম থেকে ওঠার পর।

৬. মাইয়েত গোসল দেয়ার পর।

৭. নবী (সা) এর রওজা মুবারক জিয়ারতের সময়।

৮. আরাফার ময়দানে অবস্থানের সময়।

৯. সাফা ও মারওয়া সায়ী করার সময়।

১০. জানাবাত অবস্থায় খাবার আগে।

১১. হায়েজ নেফাসের সময়ে প্রত্যেক নামাজের ওয়াক্তে।

১২. সব সময় অজু থাকা মুস্তাহাব।



www.nagorikpathagar.org

## অজুর ফরজসমূহ

অজুর চারটি ফরজ এবং প্রকৃতপক্ষে এ চারটির নামই অজু। এ চারের মধ্যে কোন একটি বাদ গেলে অথবা চুল পরিমাণ কোন স্থান শুকনো থাকলে অজু হবে না।

১. একবার গোটা মুখমণ্ডল ধোয়া। অর্থাৎ কপালের উপর মাথার চুলের গোড়া থেকে থুতনির নিচ এবং এক কানের গোড়া থেকে অপর কানের গোড়া পর্যন্ত সমস্ত মুখমণ্ডল ধোয়া ফরজ।
২. দু'হাত অন্তত একবার কনুই পর্যন্ত ধোয়া।
৩. একবার মাথা এক চতুর্থাংশ মাসেহ করা।
৪. একবার দু'পা টাখনু পর্যন্ত ধোয়া।

## অজুর সুন্নাতসমূহ

অজুর কিছু সুন্নাত আছে। অজু করার সময় তা রক্ষা করা দরকার। অবশ্য যদিও তা ছেড়ে দিলে কিংবা তার বিপরীত কিছু করলেও অজু হয়ে যায়, তথাপি ইচ্ছা করে এমন করা এবং বার বার করা মারাত্মক ভুল। আশঙ্কা হয় এমন ব্যক্তি গুনাহগার হয়ে যেতে পারে।

### অজুর সুন্নাত ১৫টি

১. আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আখেরাতের প্রতিদানের নিয়ত করা।
২. বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম বলে অজু শুরু করা।
৩. মুখ ধোয়ার আগে কব্জি পর্যন্ত দু'হাত ধোয়া।
৪. তিনবার কুলি করা।
৫. মিসওয়াক করা।
৬. নাকে তিনবার পানি দেয়া।
৭. তিনবার দাড়ি খিলাল করা। [ইহরাম অবস্থায় দাড়ি খেলাল করা ঠিক হবে না যদি হঠাৎ কোন দাড়ি উপড়ে যায়। ইহরামকারীর জন্য চুল উপড়ানো নিষেধ।]
৮. হাত পায়ের আঙুলে খিলাল করা।
৯. গোটা মাথা মাসেহ করা।



www.nagorikpathagar.org

১০. দু'কান মাসেহ করা। [কান মাসেহ করার জন্য নতুন পানিতে তা ভেজাবার দরকার নেই। তবে, টুপি, পাগড়ি, রুমাল প্রভৃতি স্পর্শ করার কারণে হাত শুকিয়ে গেলে দ্বিতীয় বার হাত ভিজিয়ে নিতে হবে।]
১১. ক্রমানুসারে করা।
১২. প্রথমে ডান দিকের অঙ্গ ধোয়া তারপর বাম দিকের।
১৩. একটি অঙ্গ ধোয়ার পর পর দ্বিতীয়টি ধোয়া। একটির পর একটি ধুতে এত বিলম্ব না করা যে, প্রথমটি শুকিয়ে যায়।
১৪. প্রত্যেক অঙ্গ তিন তিনবার ধোয়া।
১৫. অজুর শেষে মসনুন দোয়া পড়া (আগে দোয়া উল্লেখ করা হয়েছে)।

## যেসব করণে অজু নষ্ট হয়

যেসব করণে অজু নষ্ট হয় তা দু'প্রকার:
এক-যা দেহের ভেতর থেকে বের হয়।
দুই-যা বাহির থেকে মানুষের উপর এসে পড়ে।

## প্রথম প্রকার

১. পেশাব পায়খানা বের হওয়া।
২. পায়খানার দ্বার দিয়ে বায়ু নিঃসরণ হওয়া।
৩. পেশাব পায়খানার দ্বার দিয়ে অন্য কিছু বের হওয়া, যেমন ক্রিমি, পাথর, রক্ত, মুযী প্রভৃতি।
৪. দেহের কোনো অংশ থেকে রক্ত বের হয়ে গড়িয়ে যাওয়া।
৫. থুথু, কাশি ব্যতীত বমির সাথে রক্ত, পুঁজ, খাদ্য অথবা অন্য কিছু বের হলে এবং মুখ ভরে বমি হলে।
৬. মুখ ভরে বমি না হলে বার বার হলেও এবং হলে এবং তার পরিমাণ মুখ ভরে হওয়ার সমান হলে অজু নষ্ট হবে।
৭. থুথুর সাথে রক্ত এলে এবং রক্তের পরিমাণ বেশি হলে।
৮. কামভাব ছাড়া বীর্যপাত হলে, যেমন ভারী বোঝা উঠালে, উঁচু স্থান থেকে নিচে নামতে অথবা ভীষণ দুঃখ পেলে যদি বীর্য বের হয় অজু নষ্ট হবে।
৯. চোখে কোনো কষ্টের কারণে ময়লা বা পানি বের হয়ে যদি গড়িয়ে পড়ে তাহলে অজু নষ্ট হবে। কিন্তু যার চোখ দিয়ে অনবরত পানি পড়ে তার জন্য মাফ।



www.nagorikpathagar.org

১০. কোনো মেয়েলোকের স্তনে ব্যথার কারণে দুধ ছাড়া কিছু পানি যদি বের হয় তাহলে অজু নষ্ট হবে।
১১. এস্তেহাজার রক্ত এলে।
১২. মুযি বের হলে।
১৩. যে যে কারণে গোসল ওয়াজিব হয় তার কারণে অজু অবশ্যই নষ্ট হবে, যেমন হায়েজ, নেফাস, বীর্যপাত প্রভৃতি।

## দ্বিতীয় প্রকার

১. চিত হয়ে, কাত হয়ে অথবা ঠেস দিয়ে ঘুমালে।
২. যে যে অবস্থায় জ্ঞান ও অনুভূতি থাকে না।
৩. রোগ অথবা শোকের কারণে জ্ঞান হারালে।
৪. কোন মাদকদ্রব্য সেবনে অথবা ঘ্রাণ নেয়ার কারণে নেশাগ্রস্ত হলে।
৫. জানাযা নামাজ ব্যতীত অন্য যে কোনো নামাযে অট্টহাসি হাসলে।
৬. দুজনের গুপ্তাংগ একত্র মিলিত হলে এবং দু'অংগের মাঝে কোনো কাপড় বা প্রতিবন্ধক না থাকলে বীর্যপাত ছাড়াও অজু নষ্ট হবে।
৭. রোগী শুয়ে শুয়ে নামাজ পড়তে গিয়ে যদি ঘুমিয়ে পড়ে।
৮. নামাজের বাহিরে যদি কেউ দু'জানু হয়ে বসে বা অন্য উপায়ে ঘুমিয়ে পড়ে এবং তার দু'পাঁজর মাটি থেকে আলাদা থাকে, অজু নষ্ট হবে।

## মুজার উপর মাসেহ করার পদ্ধতি

- দু'হাত অব্যবহৃত পানি দিয়ে ভিজিয়ে ডান হাতের আঙুলগুলো কিছুটা ফাঁক করে তা ডান হাতের আঙুল দিয়ে ডান পা এবং বাম হাতের আঙুল দিয়ে বাম পা মসেহ করতে হবে।
- পায়ের আঙুলের দিক থেকে উপরের টাখনুর দিকে আঙুল বুলিয়ে আনতে হবে।
- আঙুলগুলো একটু চাপ সহকারে টেনে আনতে হবে যেন মুজার উপর ভেজা হাতের স্পর্শ অনুভূত হয়।
- মাসেহ পায়ের উপরিভাগে, নিচের দিকে নয়।
- মাসেহ দু'পায়ের উপর মাত্র একবার করে করতে হবে।



www.nagorikpathagar.org

## গোসলের ফরজ

### গোসলের মাত্র তিন ফরজ

১. কুলি করা। কুলি করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন কণ্ঠদেশ পর্যন্ত সমস্ত মুখে পানি পৌঁছে।

২. নাকে পানি দেয়া।

৩. সমস্ত শরীরে পানি দেয়া যেন চুল পরিমাণ কোন স্থানে শুকনো না থাকে। চুলের গোড়ায় এবং নখের ভেতর পানি পৌঁছতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে এ তিনের নামই গোসল। এ তিনটির কোনো একটি ছুটে গেলে গোসল হয় না।

## গোসলের সুন্নাত

১. আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং সওয়াবের নিয়তে পবিত্রতা অর্জন করা।

২. সুন্নাতের ক্রমানুসারে গোসল করা এবং প্রথমে অজু করা।

৩. দু'হাত কব্জি পর্যন্ত ধোয়া।

৪. শরীর থেকে নাপাক দূর করা এবং ঘষে ঘষে ধোয়া।

৫. মিসওয়াক করা।

৬. সারা শরীরে তিনবার পানি দেয়া।

## গোসলের মুস্তাহাব

অর্থাৎ যেসব কাজ করা গোসলে মুস্তাহাব

১. এমন স্থানে গোসল করা যেন মানুষের নজরে না আসে। দাঁড়িয়ে গোসল করলে কাপড় পরা অবস্থায় করতে হবে।

২. ডান দিকে প্রথমে এবং বাম দিকে পরে ধোয়া।

৩. পাক জায়গায় গোসল করা।

৪. অপব্যয় হয় এমন বেশি পানি ব্যবহার না করা এবং এত কম পানি ব্যবহার না করা যাতে শরীর ভালোভাবে না ভিজে।

৫. বসে গোসল করা।

## যে যে অবস্থায় গোসল মুস্তাহাব

১. ইসলাম গ্রহণের জন্য গোসল করা মুস্তাহাব।

২. মুর্দা গোসল দেয়ার পর গোসল করা মুস্তাহাব।



www.nagorikpathagar.org

৩. মস্তিষ্ক বিকৃতি ও সংজ্ঞাহীনতা দূর হওয়ার পর গোসল করা মুস্তাহাব।
৪. শাবানের ১৫ই রাতে গোসল মুস্তাহাব।
৫. মক্কা মুয়াযযামা ও মদীনা শরীফে প্রবেশের আগে গোসল মুস্তাহাব।
৬. সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের নামাজের জন্য গোসল মুস্তাহাব।
৭. মুযদালাফায় অবস্থানের জন্য ১০ তারিখের ফজর বাদে গোসল।
৮. পাথর মারার সময় গোসল।
৯. কোন গুনাহ থেকে তওবা করার জন্য গোসল।
১০. কোনো দ্বীনি মাহফিল বা অনুষ্ঠানে যোগদানের আগে এবং নতুন পোশাক পরার আগে গোসল।
১১. সফর থেকে বাড়ি পৌঁছার পর গোসল।

## তায়াম্মুমের অর্থ

অভিধানে তায়াম্মুম শব্দের অর্থ হচ্ছে ধারণা ও ইচ্ছা করা। ফেকাহের পরিভাষায় এর অর্থ হলো মাটির দ্বারা নাজাসাতে হুকমি থেকে পাক হওয়ার এরাদা করা। তায়াম্মুম অজু এবং গোসল উভয়ের পরিবর্তে করা যায়। অর্থাৎ তার দ্বারা হাদাসে আসগার এবং হাদাসে আকবার উভয় থেকেই পাক হওয়া যায়। তায়াম্মুমের এ অনুমতি নবী পাক (সা.) এর উম্মতের ওপর এক বিশিষ্ট দান। যে উম্মতের কাজের পরিধি ও পরিসর গোটা দুনিয়ার মানবতা এবং যার সময়কাল কেয়ামত পর্যন্ত, তার এ সুবিধা (concession) লাভ করার অধিকার ন্যায়সঙ্গতভাবেই রয়েছে যাতে করে যে কোন যুগে যে কোন অবস্থায় এবং দুনিয়ার যে কোন প্রান্তে দ্বীনি আহকামের উপর আমল করার ব্যাপারে উম্মতকে কোন সংকীর্ণতা বা অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয়।

## কী কী অবস্থায় তায়াম্মুম জায়েজ

১. এমন এক স্থানে অবস্থান যেখানে পানি পাওয়ার কোন আশা নেই। কারো কাছে জানারও উপায় নেই এবং এমন কোন নিদর্শনও পাওয়া যায় না যে, এখানে পানি পাওয়া যেতে পারে। অথবা পানি এক মাইল অথবা আরও দূরবর্তী স্থানে আছে এবং সেখানে যেতে বা সেখান থেকে পানি আনতে ভয়ানক কষ্ট হবার কথা। এমন অবস্থায় তায়াম্মুম জায়েজ।
২. পানি আছে তবে তার পাশে শত্রু আছে অথবা হিংস্র পশু বা প্রাণী আছে, অথবা ঘরের বাহিরে পানি আছে কিন্তু চোর-ডাকাতের ভয় আছে, অথবা



www.nagorikpathagar.org

কুয়া আছে কিন্তু পানি উঠাবার কিছু নেই, অথবা কোন মেয়ে মানুষের জন্য বাইরে থেকে পানি আনা তার ইজ্জত আবরুর জন্য ক্ষতিকারক। এমন সব অবস্থাতে তায়াম্মু জায়েজ।

৩. পানি নিজের কাছেই রয়েছে। কিন্তু পরিমাণে এতো কম যে, যদি তা দিয়ে অজু বা গোসল করা হয় তাহলে পিপাসায় কষ্ট হবে অথবা খানা পাকানো যাবে না, তাহলে তায়াম্মুম জায়েজ হবে।

৪. পানি আছে কিন্তু ব্যবহারে রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কা আছে, অথবা স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে অবশ্য কোনো কুসংস্কারবশে নয়, যেমন ধরুন, কোনো ব্যক্তি শীতের দিনে গরম পানি দিয়ে অজু গোসল করতে অভ্যস্ত, তার অজু বা গোসলের প্রয়োজন হলে এবং পানিও আছে কিন্তু তা ঠাণ্ডা পানি। তার অভিজ্ঞতা আছে যে, ঠাণ্ডা পানি ব্যবহার করলে তার অসুখ হয় অথবা স্বাস্থ্যের হানি হয়। এমন অবস্থায় তায়াম্মুম জায়েজ। গরম পানির অপেক্ষায় নাপাক থাকা অথবা নামাজ কাযা করা ঠিক নয়, বরঞ্চ তায়াম্মুম করে পাক হবে এবং নামাজ ইত্যাদি আদায় করবে।

৫. পানি পাওয়া যায় কিন্তু পানিওয়ালা ভয়ানক চড়া দাম চায়, অথবা পানির দাম ন্যায়সংগত কিন্তু অভাবগ্রস্ত লোকের সে দাম দেয়ার সংগতি নেই, অথবা দাম দেয়ার মতো পয়সা আছে কিন্তু পথ খরচের অতিরিক্ত নেই এবং তা দিয়ে পানি কিনলে অসুবিধায় পড়ার আশঙ্কা আছে এমন অবস্থায় তায়াম্মুম জায়েজ।

৬. পানি আছে কিন্তু এতো শীত যে ঠাণ্ডা পানি ব্যবহারে প্রাণ যেতে পারে অথবা পক্ষাঘাত রোগ হতে পারে অথবা কোনো রোগ যেমন নিউমুনিয়া প্রভৃতির আশঙ্কা আছে, পানি গরম করার সুযোগও নেই এমন অবস্থায় তায়াম্মুম জায়েজ।

৭. অজু বা গোসল করলে এমন নামাজ চলে যাওয়ার আশঙ্কা আছে যার কাযা নেই, যেমন জানাযা, ঈদের নামাজ, কসুফ ও খসুফের নামাজ, তাহলে তায়াম্মুম করা জায়েজ হবে।

৮. পানি ঘরেই আছে কিন্তু এতো দুর্বল যে উঠে পানি নেয়ার ক্ষমতা নেই, অথবা টিউবওয়েল চালাতে পারবে না। এমন অবস্থায় তায়াম্মুম জায়েজ।

৯. কেউ রেল, জাহাজ অথবা বাসে সফর করছে। যানবাহন ক্রমাগত চলতেই আছে এবং যানবাহনে পানি নেই, অথবা পানি আছে কিন্তু এতো



www.nagorikpathagar.org

ভিড় যে তাতে অজু করা সম্ভব নয়, অথবা যানবাহন কোথাও থামলে এবং নিচে নামাই গেল না এমন অবস্থায় তায়াম্মুম জায়েজ।

১০. শরীরের অধিকাংশ স্থানে যখম অথবা বসন্ত হয়েছে তাহলে তায়াম্মুম জায়েজ।

১১. সফরে পানি সংগে আছে। কিন্তু সামনে কোথাও পানি পাওয়া না যেতে পারে যার ফলে পিপাসায় কষ্ট হবে। অথবা প্রাণ যাওয়ারই আশঙ্কা আছে এমন অবস্থায় পানি সংরক্ষণ করে তায়াম্মুম করা জায়েজ।

## তায়াম্মুমের মাসনুন তরিকা

"বিসমিল্লহির রাহমানির রাহীম" বলে তায়াম্মুমের নিয়ত করবে তারপর দু'হাতের তালু একটু প্রসারিত করে ধীরে পাক মাটির উপর মারবে। বেশি ধূলাবালি হাতে লেগে গেলে ঝেড়ে নিয়ে অথবা মুখ দিয়ে ফুঁক দিয়ে তা ফেলে দেবে। তারপর দুহাত এভাবে সমস্ত মুখমণ্ডলের উপর মৃদু মর্দন করবে যাতে চুল পরিমাণ স্থান বাদ পড়ে না যায়। দাড়িতে খেলালও করতে হবে। তারপর দ্বিতীয় বার এভাবে মাটির উপর হাত মেরে এবং হাত ঝেড়ে নিয়ে প্রথমে বাম হাতের চার আঙ্গুলের মাথায় নিম্নভাগ দিয়ে ডান হাতের আঙুলের ওপর থেকে কনুই পর্যন্ত নিয়ে যাবে। তারপর বাম হাতের তালু কনুইয়ের ওপরের অংশের উপর মর্দন করে হাতের পিঠের ওপর দিয়ে ডান হাতের আঙুল পর্যন্ত নিয়ে যাবে এবং আঙুলগুলোর খেলালও করবে। এভাবে ডান হাত দিয়ে বাম হাত মর্দন করবে। হাতে কোন ঘড়ি বা আংটি থাকলে তা সরিয়ে তার নিচেও মর্দন করা জরুরি।

## তায়াম্মুমের ফরজগুলো

**তায়াম্মুমের তিন ফরজ :**

১. আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পাক হওয়ার নিয়ত করা।

২. দু'হাত মাটির ওপর মৃদু আঘাত করে সমস্ত চেহারার ওপর মর্দন করা।

৩. তারপর দু'হাত পাটির উপর মৃদু আঘাত করে বা ঝেড়ে নিয়ে কনুই পর্যন্ত দু'হাত মর্দন করা।



www.nagorikpathagar.org

## তায়াম্মুমের সুন্নাত

১. তায়াম্মুমের প্রথমে বিসমিল্লাহ বলা।

২. মসনুন তরিকায় তায়াম্মুম করা। অর্থাৎ প্রথমে চেহারা মাসেহ করা এবং তারপর দুহাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ করা।

৩. পাক মাটির ওপর হাতের ভেতর দিক মারতে হবে, পিঠের দিক না।

৪. হাত মাটিতে মারার পর মাটি ঝেড়ে ফেলা।

৫. মাটিতে হাত মারার সময় আঙুলগুলো প্রসারিত রাখা যাতে ভেতরে ধূলা পৌঁছে যায়।

৬. অন্ততপক্ষে তিন আঙুল দিয়ে চেহেরা ও হাত মাসেহ করা।

৭. প্রথম ডান হাত পরে বাম হাত মাসেহ করা।

৮. চেহারা মাসেহ করার পর দাড়ি খেলাল করা।

## হায়েজের বিবরণ

সাবালিকা হওয়ার পর মেয়েদের লজ্জাস্থান দিয়ে স্বভাবত যে রক্ত নির্গত হয় তাকে হায়েজ বলে। এ রক্ত নাপাক। কাপড় এবং শরীরে লাগলে তা নাপাক হয়ে যাবে।

## হায়েজ হওয়ার বয়স

হায়েজ হওয়ার বয়স কমপক্ষে ন'বছর। ন'বছরের আগে কোনো মেয়ের যদি রক্ত আসে তাহলে তা হায়েজ বলে গন্য হবে না। তারপর সাধারণত মেয়েদের পঞ্চান্ন বছর পর্যন্ত হায়েজ হয়ে থাকে। পঞ্চান্ন বছরের পর রক্ত এলে তা আবার হায়েজ বলা যাবে না। হ্যাঁ তবে এ বয়সে রক্তের রং যদি গাঢ় লাল হয় অথবা কালচে লাল হয়, তাহলে হায়েজ মনে করা হবে।

## হায়েজের সময়-কাল

১. হায়েজের নির্দিষ্ট দিনগুলোতে একেবারে সাদা রঙের ব্যতীত যে রঙের রক্ত আসবে তা লাল, হলুদ, খাকি, সবুজ, কালো, যাই হোক না কেন, সব হায়েজ বলে গণ্য হবে।

২. যে সব মেয়েদের পঞ্চান্ন বছরের আগেও গাঢ় লাল বর্ণের ছাড়াও সবুজ, খাকি এবং হলুদ বর্ণের রক্ত আসে, তার পঞ্চান্ন বছরের পরেও সবুজ, খাকি এবং হলুদ বর্ণের রক্ত এলে তা হায়েজ মনে করতে হবে।



www.nagorikpathagar.org

৩. তিন দিন তিন রাতের সময়ের কিছু কম সময় রক্ত এলে তাও হায়েজ হবে না। যেমন কোন মেয়ের জুমার দিন সূর্য ওঠার সময় রক্ত এলো এবং সোমবার সূর্য উদয় হওয়ার বেশ খানিক আগে রক্ত বন্ধ হয়ে গেল অর্থাৎ তিন দিন তিন রাত পূর্ণ হতে কিছু সময় বাকি থাকলো, তাহলে এ রক্ত হায়েজের মনে করা হবে না, বরঞ্চ এস্তেহাজার।

৪. যদি কোন মেয়ের তিন চার দিন রক্ত আসার অভ্যাস রয়েছে। তারপর কোন মাসে তার অধিক দিন এলো, তাহলে তা হায়েজ হবে। কিন্তু দশ দিনের কিছু বেশি সময় যদি রক্ত আসে তাহলে যত দিনের অভ্যাস ছিল ততদিন হায়েজ মনে করা হবে এবং বাকি দিনগুলো এস্তেহাজা।

৫. দু'হায়েজের মধ্যবর্তী পাক অবস্থায় মুদ্দত কমপক্ষে পনেরো দিন এবং বেশি হওয়ার কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই। অতএব কোন মেয়ের যদি কয়েক মাস পর্যন্ত অথবা সারা জীবন রক্ত না আসে তাহলে সে পাকই থাকবে। অথবা এক দুই দিন রক্ত এলো তারপর দশ বারো দিন ভালো থাকলো, তারপর এক দুই দিন রক্ত এসে বন্ধ হলো, তাহলে পুরা সময়টা এস্তেহাজা ধরতে হবে।

৬. কোন মেয়েলোকের হায়েজের মুদ্দতের কম সময় অর্থাৎ দু'একদিন রক্ত আসার পর ১৫ দিন সে পাক থাকলো। পরপর আবার দু'একদিন রক্ত এলো। এ ১৫ দিন তো সে পাক থাকবেই তারপর যে রক্ত এলো সেটা হবে এস্তেহাজা।

৭. কারো প্রথম রক্ত দেখা দিল। তারপর কয়েক মাস পর্যন্ত চললো। যে দিন প্রথমে রক্ত দেখা দিল সেদিন থেকে দশ দিন হায়েজ, বাকি অতিরিক্ত দিন এস্তেহাজা। এভাবে প্রত্যেক মাসের প্রথম দশ দিন হায়েজ এবং বাকি বিশ দিন এস্তেহাজা ধরতে হবে।

৮. কোন মেয়েলোকের দু'একদিন রক্ত আসার পর ১৫ দিনের কম পাক থাকলো। তারপর আবার রক্ত আসা শুরু হলো। তাহলে এ পাক থাকার কোন বিশ্বাস নেই বরঞ্চ মনে করতে হবে যে, তার রক্ত বারবার চলতে ছিল। এখন সে মেয়েলোকের অভ্যাস অনুযায়ী সময়কাল তো হায়েজ ধরা হবে আর বাকি সময়টা এস্তেহাজা। আর প্রথম বার তার রক্ত এলে প্রথম দশদিন হায়েজ এবং বাকি সময় এস্তেহাজা ধরতে হবে। যেমন ধরুন, কোন মেয়েলোকের মাসের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনের হায়েজ হওয়ার অভ্যাস। অতঃপর কোনো মাসে একই দিন রক্ত এসে বন্ধ হয়ে গেল, তারপর চৌদ্দ দিন পাক থাকলো। তারপর ষোল দিনে আবার রক্ত এলো।



www.nagorikpathagar.org

তাহলে বুঝতে হবে ষোল দিন বারবার রক্ত এসেছে তাহলে অভ্যাস অনুযায়ী প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন হায়েজ ধরা হবে এবং বাকি তের দিন এস্তেহাজা। যদি চতুর্থ পঞ্চম এবং ষষ্ঠ দিন হায়েজের অভ্যাস থাকে, তাহলে এগুলো হায়েজের দিন মনে করতে হবে এবং প্রথম তিন দিন এবং শেষের দশ দিন এস্তেহাজা মনে করতে হবে।

৯. যদি কোন মেয়েলোকের কোনো অভ্যাস নির্দিষ্ট নেই। কখনো চার দিন, কখনো সাত দিন, কখনো দশ দিন। তাহলে এসব হায়েজ বলে গণ্য হবে। তার যদি আবার দশ দিনের বেশি রক্ত আসে, তাহলে দেখতে হবে গত মাসে কত দিন এসেছিল। ততদিন হায়েজ ধরা হবে এবং বাকি দিন এস্তেহাজা।

## নেফাসের বিবরণ

বাচ্চা জন্ম দেয়ার পর স্ত্রীলোকের বিশেষ অঙ্গ থেকে যে রক্ত বের হয় তাকে নেফাস বলে। অবশ্য শর্ত এই যে, বাচ্চা অর্ধেকের বেশির ভাগ বাইরে আসার পর যে রক্ত বের হয় তাই নেফাস এবং তার আগে যা বেরোয় তা নেফাসের রক্ত নয়।

নেফাসের রক্ত আসার মুদ্দত বা সময়-সীমা বড় জোর চল্লিশ দিন। আর কমের কোন নির্দিষ্ট মুদ্দত বা সময় সীমা নেই। এটাই হতে পারে যে, মেয়েলোকদের নেফাসের রক্ত মোটেই আসবে না।

## নেফাসের মাসয়ালা

১. যদি সন্তান জন্ম দেয়ার পর কোনো মেয়েলোকের মোটেই রক্ত না আসে, তবুও বাচ্চা হওয়ার পর তার গোসল করা ওয়াজিব।

২. নেফাসের মুদ্দতের মধ্যে একবারে সাদা রং ব্যতীত যে রঙেরই রক্ত আসুক তা নেফাসের রক্ত হবে।

৩. নেফাসের পর হায়েজ হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে পাক থাকার সময় কমপক্ষে ১৫ দিন।

৪. গর্ভপাত হওয়ার অবস্থায় বাচ্চার অঙ্গ গঠন হয়ে থাকলে তারপর রক্ত এলে তা হবে নেফাসের রক্ত। কিন্তু বাচ্চা যদি শুধু একটা মাংসপিণ্ড হয় তাহলে যে রক্ত বেরুবে তা নেফাসের হবে না। কিন্তু এতে যদি হায়েজের শর্ত পূর্ণ হয় তাহলে হায়েজ মনে করতে হবে। নতুবা এস্তেহাজা। যেমন



www.nagorikpathagar.org

ধরুন, তিন দিনের কম রক্ত এলো অথবা পাক থাকার সময় পূর্ণ ১৫ দিন হলো না তাহলে এস্তেহাজা হবে।

৫. যদি কোনো মেয়ে মানুষের ৪০ দিনের বেশি রক্ত এলো এবং এ হচ্ছে তার প্রথম বাচ্চা, তাহলে ৪০ দিন নেফাসের এবং বাকি এস্তেহাজার। ৪০ দিন পর গোসল করে পাক সাফ হয়ে দ্বীনী ফরজগুলো আদায় করবে, রক্ত বন্ধ হওয়ার অপেক্ষা করবে না, যদি তার প্রথম বাচ্চা না হয় এবং নির্দিষ্ট অভ্যাস জানা যায় তাহলে তার অভ্যাস অনুযায়ী নেফাসের মুদ্দত বা সময় সীমা হবে, বাকি দিনগুলো এস্তেহাজার।

৬. কোনো মেয়েলোকের অভ্যাস হয়ে পড়েছে যে, ৩০ দিন নেফাসের রক্ত আসে। কিন্তু কোন বার ৩০ দিনের পরও রক্ত বন্ধ হলো না ৪০ দিন পুরা হওয়ার পর বন্ধ হলো তাহলে এ ৪০ দিনই তার নেফাস হবে। তারপর রক্ত এলে তা হবে এস্তেহাজার। এ জন্য ৪০ দিনের পর সংগে সংগেই গোসল করে নামাজ ইত্যাদি আদায় করবে এবং আগের ১০ দিনের নামাজ কাযা আদায় করবে।

৭. যদি কারো ৪০ দিন পুরা হবার আগেই রক্ত বন্ধ হয়, তাহলে ৪০ দিন পুরা হবার অপেক্ষা না করে গোসল করে নামাজ ইত্যাদি পড়া শুরু করবে। যদি গোসল কোনো ভীষণ ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তাহলে তায়াম্মুম করে পাক হবে এবং নামাজ আদায় করবে। নামাজ কিছুতেই কাযা হতে দিবে না।

## হায়েজ ও নেফাসের হুকুম

১. হায়েজের দিনগুলোতে নামাজ রোযা হারাম। নামাজ একেবারে মাফ। কিন্তু পাক হওয়ার পর কাযা রোযা রাখতে হবে।

২. হায়েজ ও নেফাসের সময় মেয়েদের জন্য মসজিদে যাওযা, কা'বা ঘরের তাওয়াফ করা এবং কুরআন পড়া হারাম।

৩. সিজদায়ে তেলাওয়াত এবং কুরআন স্পর্শ করাও জায়েজ নয় অবশ্য জুযদান অথবা রুমালের সাহায্যে কুরআন স্পর্শ করা যায়। পরিধানের কাপড় দিয়েও জায়েজ নয়। কুরআনের সাথে সেলাই করা কাপড় দিয়ে স্পর্শ করাও নাজায়েজ।

৪. সূরায়ে ফাতেহা দোয়ার নিয়াতে পড়া জায়েজ। এমনি দোয়ার নিয়তে দোয়ায়ে কুনুত এবং কুরআনের অন্যান্য দোয়া পড়া জায়েজ।



www.nagorikpathagar.org

৫. কালেমা পড়া, দরূদ পড়া, আল্লাহর যিকির করা, ইস্তেগফার এবং অন্য কোন অজিফা পড়া জায়েজ। যেমন যদি কেউ "লা হুওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ" পড়ে তো দোষ নেই।

৬. ঈদগাহে যাওয়া, কোন দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাওয়া এবং অনিবার্য প্রয়োজনে মসজিদে যাওয়া জায়েজ। তবে তায়াম্মুম করে মসজিদে যাওয়া ভালো।

৭. যে মেয়েলোক কাউকে কুরআন শিক্ষা দেয় সে হায়েজ অবস্থায় কুরআন শিখাতে পারে। তবে গোটা আয়াত এক নিঃশ্বাসে না পড়ে থেমে থেমে আয়াতকে খণ্ড খণ্ড করে পড়াবে। এ ধরনের মেয়েদের জন্য এভাবে পড়া জায়েজ।

৮. হায়েজ ও নেফাসের সময় স্ত্রী সহবাস হারাম। এ একটি কাজ ব্যতীত অন্য সব জায়েজ, যেমন চুমো দেয়া, এক সাথে খানাপিনা করা, এক বিছানায় শুয়ে থাকা ইত্যাদি। কিন্তু এ সময়ে এক বিছানায় থাকা, এক সাথে খানাপিনা করা, চুমো দেয়া, আদর করা ইত্যাদি কাজ থেকে বিরত থাকা মাকরুহ। [মাকরুহ হওয়ার কারণ এই যে, নবী (সা) তাঁর বিবিগণের হায়েজের অবস্থায় তাঁদের সাথে মেলামেশা করতেন। আর একটা কারণ এই যে, ইহুদিরা হায়েজের সময় তাদের বিবিদেরকে অচ্ছুত বানিয়ে রাখতো। সে জন্য মুসলমানদেরকে ইহুদিদের অনুকরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।]

৯. কোনো মেয়েলোকের ৫দিন রক্ত আসার অভ্যাস, কিন্তু ৪ দিনের পর রক্ত বন্ধ হলো। এ ধরনের মেয়েদের গোসল করে নামাজ পড়া ওয়াজিব। অবশ্য ৫ দিন পূরণ হওয়ার আগে স্বামী সহবাস করা যাবে না- হয়তো তারপর রক্ত আসতে পারে।

১০. কারো পুরো ১০ দিন ১০ রাত পর রক্ত বন্ধ হয়ে গেল। এ অবস্থায় সে গোসল না করলেও তার সাথে সহবাস জায়েজ।এমনি যার ৬ দিনের অভ্যাস আছে এবং তারপর রক্ত বন্ধ হলো। এ অবস্থাতেও তার গোসলের আগে সহবাস জায়েজ। কিন্তু নির্দিষ্ট অভ্যাসের আগে রক্ত বন্ধ হলে অভ্যাসের দিনগুলো পূরণ হওয়ার আগে সহবাস জায়েজ নয়। সে মেয়েলোক যদি গোসলও করে ফেলে তবুও না।

১১. কোনো মেয়ে মানুষের ৬ দিনে রক্ত বন্ধ হওয়ার অভ্যাস। কিন্তু কোন মাসে এমন হলো যে, ৬ দিন পুরো হয়ে গেল কিন্তু রক্ত বন্ধ হলো না, তাহলে সে গোসল করে নামাজ পড়বে না, বরঞ্চ রক্ত বন্ধ হওয়ার



www.nagorikpathagar.org

অপেক্ষায় থাকবে। তারপর ১০ দিন পুরো হওয়ার পর অথবা তার আগে রক্ত বন্ধ হলে এ পুরো সময়টা হায়েজ বলে গণ্য হবে। কিন্তু ১০ দিনের পরও যদি রক্ত বন্ধ না হয়, তাহলে হায়েজের মুদ্দত ঐ ৬ দিনই থাকবে। বাকি দিনগুলো এস্তেহাজার মধ্যে শামিল হবে।

১২. যে মেয়েলোক রমযান মাসে দিনের বেলায় পাক হলো, তার জন্য দিনের বাকি অংশে খানাপিনা থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। সন্ধ্যা পর্যন্ত রোযাদারদের মতো কাটাবে এবং ঐ দিনের রোযা কাযা করবে।

১৩. কোন মেয়েলোক পাক থাকা অবস্থায় তার নির্দিষ্ট স্থানে কাপড়ের টুকরা গুঁজে রেখে শুয়ে পড়লো। অতঃপর সকালে দেখলো যে সে কাপড়ে রক্তের দাগ। এ অবস্থায় যখন রক্তের দাগ দেখা গেল তখন থেকে হায়েজের সূচনা ধরতে হবে।

## এস্তেহাজার বিবরণ

এস্তেহাজা এমন এক প্রবাহিত রক্ত যা না হায়েজের আর না নেফাসের, বরঞ্চ রোগের কারণে বের হয়। এ এমন রক্ত যেমন কারো নাকশিরা ফেটে রক্ত বেরুতে থাকে এবং বন্ধ হয় না।

## এস্তেহাজার অবস্থা

১. ন'বছর বয়সের কম বালিকার যে রক্ত আসে তা এস্তোহাজা এবং ৫৫ বছরের বেশি বয়সের মেয়ে মানুষের যে রক্ত আসে তাও এস্তেহাজা। কিন্তু শেষোক্ত বেলায় রক্তের রং যদি গাঢ় লাল অথবা কালচে লাল হয় তাহলে হায়েজ মনে করতে হবে।

২. গর্ভবতী মেয়েদের যে রক্ত আসে তা এস্তেহাজা।

৩. তিন দিন তিন রাতের কম যে রক্ত আসে তা এস্তেহাজা এবং এমনি ১০ দিন ১০ রাতের পর যে রক্ত তা এস্তেহাজা।

৪. যে মেয়েলোকের হায়েজের মুদ্দত বা সময় সীমা তার অভ্যাস অনুযায়ী নির্দিষ্ট তার এ নির্দিষ্ট মুদ্দতের পর রক্ত এলে এ অতিরিক্ত দিনগুলোর রক্ত এস্তেহাজা। তবে এ অবস্থায় যখন রক্ত দশ দিনের পরও চলতে থাকে।

৫. কোন মেয়েলোকের ১০ দিন হায়েজ থাকার পর বন্ধ হলো তারপর ১৫ দিনের আগেই আবার রক্ত আসা শুরু হলো। তাহলে এ হবে এস্তেহাজার রক্ত। কারণ দু'হায়েজের মধ্যে পাক থাকার সময় কমপক্ষে ১৫ দিন।



www.nagorikpathagar.org

৬. চল্লিশ দিন নেফাসের রক্ত আসার পর বন্ধ হলো। তারপর ১৫ দিনের কম বন্ধ থেকে পুনরায় শুরু হলো। এই দ্বিতীয় রক্ত এস্তেহাজার। কেননা নেফাস বন্ধ হওয়ার পর হায়েজ আসার জন্য মাঝে অন্ততপক্ষে ১৫ দিন দরকার।
৭. বাচ্চা জন্ম দেয়ার পর কোন মেয়েলোকের ৪০ দিনের বেশি রক্ত এলো। যদি তার প্রথম বাচ্চা হয় এবং কোন অভ্যাস নির্দিষ্ট না থাকে তাহলে ৪০ দিনের বেশি যতো দিন রক্ত আসবে তা হবে এস্তেহাজা। কিন্তু যদি নির্দিষ্ট অভ্যাস থাকে, তাহলে নির্দিষ্ট অভ্যাসের অতিরিক্ত যত দিন রক্ত আসবে তা এস্তেহাজা হবে।

## এস্তেহাজার হুকুম

যেসব মেয়েলোকের এস্তেহাজা হয় তাদের হুকুম ঐসব রোগীদের মতো যাদের নাকশিরা ফেটে রক্ত ঝরা শুরু হয় এবং বন্ধ হয় না। অথবা এমন ক্ষত যা থেকে সর্বদা রক্ত ঝরে অথবা পেশাবের রোগ যার কারণে সব সময় টপটপ করে পেশাব বের হয়। এস্তেহাজাওয়ালী মেয়েদের হুকুম নিম্নরূপঃ

১. এস্তেহাজার সময় নামাজ পড়া জরুরি। নামাজ কাযা করার অনুমতি নেই। রোযাও ছাড়তে পারবে না।
২. এস্তেহাজার সময় সহবাস জায়েজ। এস্তেহাজা হওয়াতে মেয়েলোকের গোসল ফরজ নয়।
৩. অজু করলেই পাক হবে।
৪. এ অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত, মসজিদে প্রবেশ সব জায়েজ।
৫. এ সব মেয়েলোক এক অজুতে একাধিক নামাজ পড়তে পারবে না। প্রত্যেক বারে নতুন অজু করতে হবে।

## প্রদর :

এ রোগে মেয়েলোকের বিশেষ অঙ্গ থেকে সাদা অথবা হলুদ তরল পদার্থ অনবরত বেরুতে থাকে। তার হুকুমও ঠিক এস্তেহাজার মত। এসব মেয়েরা নামাজও পড়বে, রোযাও রাখবে। কুরআন তেলাওয়াতও করবে। অবশ্য প্রত্যেক নামাজের আগে গুপ্তাঙ্গ ভালো করে ধুয়ে নেবে এবং তাজা অজু করে নামাজ পড়বে।



www.nagorikpathagar.org

## নামাজ ফরজ হওয়ার শর্ত

নামাজ ফরজ হওয়ার শর্ত পাঁচটি। তার মধ্যে কোন একটি শর্ত পাওয়া না গেলে নামাজ ফরজ হবে না।

১. ইসলাম। অর্থাৎ নামাজ মুসলমানদের ওপর ফরজ, কাফেরদের উপর নয়।

২. বালেগ হওয়া যতক্ষণ না বালক বালিকা সাবালক হবে, ততোক্ষণ তাদের ওপর নামাজ ফরজ হবে না।

৩. হুঁশ জ্ঞান থাকা। যদি কেউ পাগল হয় অথবা বেহুঁশ হয় অথবা সব সময়ে নেশাগ্রস্ত বা বেহুঁশ থাকে। তার উপর নামাজ ফরজ হবে না।

৪. মেয়েলোকদের হায়েজ ও নেফাস থেকে পাক হওয়া। হায়েজ ও নেফাসের সময় নামাজ ফরজ নয়।

৫. নামাজের ওয়াক্ত হওয়া। অর্থাৎ নামাজের এতটা সময় পেতে হবে যেন পড়া যায় অথবা অন্ততপক্ষে এতটুকু সময় পেতে হবে যে, পাক সাফ হয়ে তাকবির তাহরিমা বলা যায়। যদি উপরের চারটি শর্ত পাওয়া যায় কিন্তু নামাজের এতটুকু সময় পাওয়া না যায়, তাহলে সে ওয়াক্তের নামাজ ফরজ হবে না।

## নামাজের ফরজসমূহ

১. শরীর পাক হওয়া

২. পোশাক পাক হওয়া

৩. নামাজের স্থান পাক হওয়া

৪. সতর ঢাকা

৫. নামাজের ওয়াক্ত হওয়া

৬. কেবলামুখী হওয়া

৭. নিয়ত করা

## নামাজের আরকান

১. তাকবির তাহরিমা

২. কেয়াম

৩. কেরায়াত

৪. রুকু



www.nagorikpathagar.org

৫. সিজদা

৬. কা'দায়ে আখেরাহ

৭. ইচ্ছাকৃত কাজের দ্বারা নামাজ শেষ করা

## নামাজের ওয়াজিবসমূহ

১. ফরজ নামাজের প্রথম দু'রাকয়াতে কেরায়াত করা।

২. ফরজ নামাজের প্রথম দু'রাকয়াতে এবং বাকি নামাজগুলোর সমস্ত রাকয়াতে সূরায়ে ফাতেহা পড়া।

৩. সূরা ফাতেহা পড়ার পর ফরজ নামাজের প্রথম দু'রাকয়াতে এবং ওয়াজিব সুন্নাত ও নফল নামাজের সকল রাকয়াতে অন্য কোনো সূরা পড়া।

৪. সূরা ফাতেহা দ্বিতীয় সূরার প্রথমে পড়া। যদি কেউ প্রথমে অন্য সূরা পড়ার পর সূরা ফাতেহা পড়ে তাহলে ওয়াজিব আদায় হবে না।

৫. কেরায়াত, রুকু' সিজদা এবং আয়াতগুলোর মধ্যে ক্রম ঠিক রাখা।

৬. 'কাওমা' করা। অর্থাৎ রুকু' থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

৭. জলসা' জরা। অর্থাৎ দু'সিজদার মাঝে নিশ্চিত মনে সোজা হয়ে বসা।

৮. তাদিলে আরকান। অর্থাৎ রুকু' এবং সিজদা নিশ্চিত ও প্রশান্ত মনে ভালভাবে আদায় করা।

৯. কা'দায়ে উলা। অর্থাৎ তিন এবং চার রাকায়াতবিশিষ্ট নামাযে দু'রাকয়াতের পর তাশাহুদ পড়ার পরিমাণ সময় বসা।

১০. উভয় কা'দায় একবার আত্তাহিয়্যাতু পড়া।

১১. ফজরের উভয় রাকয়াতে, মাগরিব এবং এশার প্রথম দু'রাকয়াতে জুমা ও ঈদের নামাযে, তারাবিহ এবং রমযান মাসে বেতেরের নামাযে

১২. নামাজ সালাম ফেরানোর দ্বারা শেষ করা।

১৩. বেতের নামাযে দোয়া কুনুতের জন্য তাকবির বলা এবং দোয়া কুনুত পড়া।

১৪. দুই ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবির বলা।



www.nagorikpathagar.org

## নামাযে সুন্নাতসমূহ

### নামাজের সুন্নাত একুশটি

১. তাকবির তাহরিমা বলার আগে পুরুষের কানের নিম্নভাগ [নবী (সা) শীতের কারণে চাদরের ভেতরে বুক পর্যন্ত হাত তুলেছেন।] পর্যন্ত এবং নারীর কাঁধ পর্যন্ত দু'হাত উঠানো। ওজর বশতঃ পুরুষ কাঁধ পর্যন্ত দু'হাত উঠালে সহীহ হবে।

২. তাকবির তাহরিমা বলার সময় দু'হাতের আঙুলগুলো খুলে রাখা এবং দুই হাতলি এবং আঙুলগুলো কেবলামুখী করা।

৩. তাকবির তাহরিমা বলার পরক্ষণেই পুরুষের নাভির ওপর, ইমাম শাফেয়ী (র) এবং আহলে হাদীস ওলামাদের অভিমত হচ্ছে পুরুষেরও বুকে হাত বাঁধা সুন্নাত। অবশ্য এ কথা বলা ঠিক নয় যে, নাভি পর্যন্ত হাত বাঁধা হাদীস থেকে প্রমাণিত নয়। ইবনে আবি শায়বা আল কাযার মাধ্যমে ওয়ায়ের বিন হুজারের একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি নবী (সা) কে নাভীর নিচে হাত বাঁধতে দেখেছেন। এ হাদীসের সকল রাবী নির্ভরযোগ্য হযরত আলকাম এবং ইবনে হুজারের সাক্ষাতও প্রামণিত। আল্লামা ফিরিংগী মহল্লী আল কাওলুল হাযেমে এ বিষেয়ের উপর বিশদ আলোচনা করেছেন ।উপরে এবং মেয়েদের বুকের উপরে হাত বাঁধা। হাত বাঁধার মসনূন তরিকা এই যে, ডান হাতের হাতুলি বাম হাতের হাতুলির পিঠের উপর রাখবে এবং ডান হাতের বুড়ো আংগুল এবং ছোট আংগুল দিয়ে বাম হাতের কব্জি ধরবে। আর বাকি তিন আংগুল বাম হাতের উপর বিছিয়ে রাখবে। এ তরীকা নারী পুরুষ উভয়ের জন্য। অবশ্যি দুই আংগুল দিয়ে বা হাতের কব্জি ধরা নারীদের জন্য সুন্নাত নয়।

৪. তাকবির তাহরিমা বলার সময় মস্তক অবনত না করা।

৫. ইমামের জন্য তাকবির তাহরিমা এবং এক রুকন থেকে অন্য রুকনে যাবার সময় তাকবির জোরে বলা।

৬. সানা পড়া। অর্থাৎ 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা' শেষ পর্যন্ত পড়া। আবু ইউসুফ (র)-এর নিকটে নিম্নের দোয়া পড়া মুস্তাহাব:

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ حَنِیْفًا وَّ مَاۤ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ ﴿۷۹﴾



www.nagorikpathagar.org

আমি সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে একনিষ্ঠ হয়ে সেই পবিত্র সত্তার দিকে মুখ করছি যিনি আসমানসমূহ ও যমীন পয়দা করেছেন এবং আমি মুশরিকদের মধ্যে শামিল নই। [আনআম ০৬ :৭৯]

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَٰلَمِينَ ﴿١٦٢﴾

আপনি বলুন, আমার নামাজ, আমার কুরবানি, আমার জীবন এবং মৃত্যু আল্লাহরই জন্য- যিনি সারা জাহানের রব এবং অনুগতদের মধ্যে আমি প্রথম অনুগত। [আনআম ০৬ : ১৬২]

৭. প্রত্যেক রাকয়াতে সূরা ফাতেহার আগে বিসমিল্লাহ পড়া।

৮. ফরজ নামাজের তৃতীয় এবং চতুর্থ রাকয়াতে শুধু মাত্র সূরা ফাতেহা পড়া।

৯. আমিন বলা। ইমামও আমিন বলবে একং একাকী নামাজ পাঠকারীও আমিন বলবে। যেসব নামাযে ইমাম উচ্চস্বরে কেরায়াত পড়ে তাতে সূরা ফাতেহা খতম হওয়ার পর সকল মুক্তাদি আমিন বলবে।

১০. সানা, আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ এবং আমিন আস্তে পড়বে [হানাফীদের মতে 'আমিন' আস্তে পড়তে হবে। এক রেওয়াতে ইমাম মালেকেরও এ উক্তি কথিত আছে। ইমাম শাফেয়ির শেষ উক্তিও তাই অবশ্য আস্তে এবং জোরে পড়া উভয়ই হাদীস থেকে প্রমাণিত আছে। এ জন্য এটা কিছুতেই ঠিক নয় যে, এর ভিত্তিতে দলাদলি করতে হবে এবং এক দল অপর দলকে গালমন্দ করবে। যখন আওয়ায করে পড়া এবং আওয়ায না করে পড়া উভয়ই হাদিস থেকে প্রমাণিত আছে, তখন যে যে পন্থাকে নিজের বুঝ মোতাবেক সুন্নাত মনে করে পালন করছে তার কদর করা উচিত, গালমন্দ করা ঠিক নয়।]

১১. কেরাতে মসনূন তরিকা অনুসরণ করা। যে যে নামাযে যতখানি কুরআন পড়া সুন্নাত সেই মুতাবেক পড়া।

১২. রুকুতে মাথা এবং কোমর সটান সোজা রাখা এবং দু'হাতের আংগুল দিয়ে উভয় হাঁটু ধরা

১৩. কাওমায় (রুকু থেকে উঠে দাঁড়ানো অবস্থায়) ইমামের سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলা এবং মুক্তাদীর رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলা।



www.nagorikpathagar.org

১৪. সিজদায় যাবার সময় প্রথমে হাঁটু, তারপর দুহাত, তারপর নাক এবং তারপর কপাল রাখা।

১৫. জলসা এবং কা'দায় বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা এবেং ডান পা এমনভাবে খাড়া রাখা যেন আঙুল গুলোর মাথা কেবলার দিকে থাকে। দুহাত হাঁটুর উপর রাখা।

১৬. আত্তাহিয়্যাতুতে 'লা-ইলাহা' বলার সময় শাহাদাত আঙুলি দ্বারা এশারা করা।

১৭. শেষ কা'দায় আত্তাহিয়্যাতুর পর দরূদ পড়া।

১৮. দরূদের পর কোন মাসনুন দোয়া পড়া।

১৯. প্রথমে ডান দিকে এবং পরে বাম দিকে সালাম ফেরানো।

## যে সব কারণে নাময নষ্ট হয়

যে সব কারণে নামাজ নষ্ট হয় তা চৌদ্দটি। নামাজ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তা স্মরণ রাখা জরুরি।

১. নামাযে কথা বলা। অল্প হোক বা বেশি হোক নামাজ নষ্ট হবে এবং পুনরায় পড়তে হবে। কথা বলার পাঁচটি অবস্থা হতে পারেঃ-

**প্রথম অবস্থা** এই যে, কোন লোকের সাথে স্বয়ং কথা বলা অথবা কারো কথার জবাব দেয়া।

**দ্বিতীয় অবস্থা** কোন পশুর দিকে দৃষ্টি দিয়ে কিছু বলা।

**তৃতীয় অবস্থা** স্বগতঃ নিজের থেকে কিছু কথা বলা তা নিজ ভাষায় হোক বা আরবী ভাষায় তাতে নামাজ নষ্ট হবে।

**চতুর্থ অবস্থা** দোয়া ও যিকির করা। দোয়া নিজের ভাষায় হোক অথবা আরবি ভাষায় নামাজ নষ্ট হবে। আর যদি কুরআন ও হাদীসের দোয়া এবং যিকিরের মধ্যে থেকে কোনটা হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে আসে তাহলে নামাজ নষ্ট হবে না। তার অর্থ এই যে, হঠাৎ ঘটনাক্রমে যদি এমন ভুল হয়ে যায়, তাহলে নামাজ নষ্ট হবে না। কিন্তু ইচ্ছা করে যদি এমন করা হয় এবং অভ্যাস হয়ে পড়ে যে রুকু, সিজদা বা বৈঠকে যা খুশী তাই কিছুতেই বলা যাবে না। তারপর যা মানুষের কাছে চাওয়া যায় তা যদি নামাজের মধ্যে চাওয়া হয়, তা আরবি ভাষায় হোক না কেন, তাতে নামাজ নষ্ট হবে।



www.nagorikpathagar.org

**পঞ্চম অবস্থা** কেউ নামাজ পড়া অবস্থায় দেখলো যে, আর একজন কুরআন ভুল পড়ছে, তখন লোকমা দিল, তা সে নামাযে ভুল পড়ুক অথবা নামাজের বাইরে পড়ুক, নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে।

২. নামাযে কুরআন দেখে পড়লেও নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে।

৩. নামাজের শর্তগুলোর মধ্যে কোন একটি যদি খতম হয়ে যায়, তা নামাজ সহিহ হওয়া শর্ত হোক অথবা ওয়াজিব হওয়ার শর্ত উভয় অবস্থায় নামাজ নষ্ট হবে। যেমন, তাহারাত রইলো না, অজু নষ্ট হলো

৪. নামাজের ফরজসমূহের মধ্যে কোন একটি যদি ছুটে যায়, ভুল বশতঃ ছুটে যাক অথবা ইচ্ছা করে কোনটা ছেড়ে দেয়া হলে নামাজ নষ্ট হবে।

৫. নামাজের ওয়াজেবগুলোর মধ্যে কোনটা অথবা সবগুলো ইচ্ছা করে ছেড়ে দিলে।

৬. নামাজের ওয়াজিব ভুলে ছুটে গেলে এবং সিজদা সহু না দিলে নামাজ পাল্টাতে হবে।

৭. বিনা ওজরে এবং ন্যায়সঙ্গত প্রয়োজন ব্যতিরেকে কাশি দেয়া।

৮. কোন দুঃখ কষ্ট, শোক বা কঠিন বিপদে পড়ে আঃ উঃ করলে অথবা কোন বেদনাদায়ক আওয়াজ বা আর্তনাদ করলে নামাজ নষ্ট হবে।

৯. নামাজ অবস্থায় ইচ্ছ করে হোক কিংবা ভুলে যদি কেউ কিছু খেয়ে ফেলে অথবা পান করে

১০. বিনা ওযরে নামাযে কয়েক কদম চলাফেরা করা। এতেও নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে।

১১. আমলে কাসির করা। অর্থাৎ এমন কাজ করা যা দেখলে লোক মনে করবে যে, সে ব্যক্তি নামাজ পড়ছে না।

১২. কুরআন পাক তেলাওয়াতে বড় রকমের ভুল করা যার দ্বার অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়, অথবা তাকবীরের মধ্যে আল্লাহর আলিফকে খুব টেনে পড়লো, তাহলে নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে। [আলিফ টেনে পড়লে অর্থ হয়ে-আল্লাহ কি বড়ো?]

১৩. বালেগ মানুষের অট্টহাসি করা।

১৪. দেয়ালে কিছু লেখা ছিল অথবা পোস্টার ছিল, অথবা পত্রের উপর নজর পড়লো এবং তা পড়ে ফেললো তাহলে নামাজ নষ্ট

১৫. পুরুষের নিকটে মেয়েলোকের দাঁড়িয়ে থাকা এমন সময় পর্যন্ত যতক্ষণে এক সিজদা অথবা রুকু করা যায় এমন অবস্থায় নামাজ নষ্ট হবে।



www.nagorikpathagar.org

## নামাজের মাকরুহ সময়

এ সময় তিন প্রকারের। এক- যে সময় প্রত্যেক নামাজ নিষিদ্ধ। দুই- যে সময়ে প্রত্যেক নামাজ মাকরুহ। তিন- যে সময়ে শুধু নফল নামাজ মাকরুহ।

যে যে সময়ে প্রত্যেক নামাজ নিষিদ্ধ

১. সূর্য যখন উঠতে থাকে এবং যতক্ষণ না তার হলুদ রং ভালোভাবে চলে যায় এবং আলো ভালোভাবে ছড়িয়ে না পড়ে।
২. ঠিক দ্বিপ্রহরের সময়-যতক্ষণ বেলা গড়ে না যায়।
৩. সূর্য লালবর্ণ ধারণ করার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। তবে যদি কোন কারণে ঐ দিনের আসর নামাজ পড়া হয়ে না থাকে, তাহলে পড়তে হবে, কাযা করা চলবে না।

## যে যে সময়ে নামাজ পড়া মাকরুহ

১. যখন পেশাব পায়খানার চাপ পড়ে অথবা বায়ু নিঃসরণের প্রয়োজন হয়।
২. ভয়ানক ক্ষুধা লেগেছে এবং খানা সামনে হাযির। যদি মনে হয় যে, খানা না খেলে নামাযে মন বসবে না। এ অবস্থায় নামাজ পড়লে হয়ে যাবে কিন্তু মাকরুহ হবে। এ সব প্রয়োজন সেরে নামাজ পড়া উচিত, যাতে করে নিবিষ্ট মনে নামাজ পড়া যায়।

## যে যে সময় শুধু নফল নামাজ মাকরুহ

১. যখন ইমাম খুতবা দেয়ার জন্য নিজের জায়গা থেকে উঠবেন। তা জুমার খুতবা হোক, ঈদের হোক, বিয়ের হোক বা হজ্জের হোক।
২. ফজরের নামাজের পর সূর্য উদয় এবং তাঁর আলো ছড়িয়ে পড়া পর্যন্ত সময়ে।
৩. আসরের নামযের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।
৪. ফজরের সময় ফজরের সুন্নাত ব্যতীত অন্য কোন নফল নামাজ।
৫. ফরজ নামাজর সময় তাকবির বলা হয়।
৬. ঈদের নামযের আগে ঘরে হোক বা মাঠে।
৭. ঈদের নামাজের পর ইদগাহে নফল নামাজ।
৮. আরাফাতে যোহর আসরের মাঝে এবং আসরের পরে।
৯. মুযদালাফায় মাগরিবে এশার মাঝে এবং পরে।
১০. মাগরিবের সময় মাগরিবের নামাজের প্রথমে।



www.nagorikpathagar.org

এশার নামাজ বেশি বিলম্বে পড়া এবং অর্ধেক রাতের পরে পড়াও মাকরুহ। মাগরেবে নামাজ বিলম্বে পড়া যখন তারকাপুঞ্জ ভালোভাবে বের হয়ে আসে।

## ৬. জামায়াতে নামাজের ব্যবস্থাপনা

ফরজ নামাজ অবশ্যই জামায়াতে পড়তে হবে। অবশ্য যদি জান-মালের ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে।
-রুকু'কারীদের সাথে মিলে রুকু' কর-(সুরা বাকারাহ : ৪৩)

## নামাজের সময়

নামাজ কায়েম কর সূর্য ঢলে যাওয়ার সময় থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত এবং ফজরে কুরআন পাঠ কর নিয়মানুবর্তিতার সাথে। নিশ্চয় ফজরের পাঠ মশহুদ হয় (অর্থাৎ ফেরেশতাগণ এ নামাজের সাক্ষী থাকেন)। -(সুরা বনি ইসরাইল : ৭৮)

সূর্য ঢলে যাওয়ার অর্থ মধ্যাহ্নের পর থেকে ক্রমশঃ তার তীব্রতা কম হতে থাকা। এ পরিবর্তন দিনে চারবার হয় এবং 'দুলুক' শব্দের দ্বারা তাই বুঝানো হয়েছে। যেমনঃ

(১) মধ্যাহ্নের পর যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ে।
(২) দিনের শেষের দিকে যখন তার রশ্মি কমে আসে বেং তার মধ্যে হলুদ আভা দেখা যায়।
(৩) যে সময়ে সূর্য অস্ত যায়।
(৪) এমন সময় যখন সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর লাল আভাটুকু বিলীন হয়ে অন্ধকার নেমে আসে।



www.nagorikpathagar.org

## নামাজের সঠিক সময় দু'সময়ের মধ্যে

### ফজরের সময়

উষার আলো প্রকাশ হওয়ার পর থেকে সুর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত থাকে।

### জোহরের সময়

সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ার পর শুরু হয়। সময় তখন পর্যন্ত থাকে যখন প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার আসল ছায়া ব্যতীত দ্বিগুণ হয়। যেমন এক হাত লম্বা, একটা লাকড়ির আসল ছায়া দুপুর বেলা চর আঙুল ছিল। তারপর সে লাকড়ির ছায়া যখন দু'হাত চার আঙুল হবে তখন জোহরের ওয়াক্ত চলে যাবে। কিন্তু সাবধানতার জন্য জোহরের নামাজ এমন সময়ের মধ্যে পড়া উচিত যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার আসল ছায়া বাদে সমান হয় জুমার নামাজেরও এই সময়। তবে গরমের সময় একটু বিলম্বে পড়া ভাল। কিন্তু জুমার নামাজ সকল ঋতুতে প্রথম সময়ে পড়াই উত্তম।

### আসরের সময়

জোহরের ওয়াক্ত খতম হলেই আসরের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় পর্যন্ত থাকে। অবশ্য সূর্যে হলুদ বর্ণ এসে যাওয়ার আগে আসরের নামাজ পড়া উচিত। হলুদ বর্ণ আসার পর নামাজ মাকরুহ হয়। কোন কারণে যদি আসরের নামাজ বিলম্বিত হয়ে যাওয়ার কারণে সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করে, তাহলে নামাজ কাযা না করেই তখনই পড়ে নেয়া উচিত।

### মাগরেবের সময়

সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকে শুরু হয় এবং পশ্চিম আকাশের লাল বর্ণ শেষ হওয়া পর্যন্ত বাকি থাকে। মাগরিবের সময় হওয়ার সাথে সাথে পড়া মুস্তাহাব।

### এশার সময়

পশ্চাম আকাশের লাল বর্ণের পর সাদা বর্ণ চলে যাওয়ার পর শুরু হয় এবং সুবহে সাদেক পর্যন্ত বাকি থাকে। পশ্চিমাকাশের সাদা বর্ণ সুর্যাস্তের আনুমানিক সোয়া ঘন্টা পর অন্ধকারে ঢেকে যায়। কিন্তু এশার নামাজ সাবধানতার জন্য দেড় ঘন্টা পর পড়া উচিত।



www.nagorikpathagar.org

এসব ফরজ নামাজ ছাড়াও তিন নামাজ ওয়াজিব। নিম্নে সে সবের ওয়াক্ত বলা হলো।

## বেতরের নামাজের সময়

এশার নামাজের পরেই বেতের পড়া উচিত। অবশ্যি যারা নিয়মিতভাবে শেষ রাতে উঠতে অভ্যস্ত তাদের জন্য শেষ রাতে পড়া মুস্তাহাব। কিন্তু যদি সন্দেহ হয় যে, কী জানি যদি ঘুম না ভাঙে তাহলে মুস্তাহাব এই যে, এশার নামাজের পরেই তা পড়ে নিতে হবে।

## দু'ঈদের নামাজের সময়

যখন সূর্যোয়ের পর তার হলুদ বর্ণ শেষ হওয়ার পর রৌদ্র তেজ হয়ে পড়ে তখন দু'ঈদের নামাজের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং বেলা পড়ার পূর্ব পর্যন্ত থাকে। তবে সর্বদা ঈদের নামাজ তাড়াতাড়ি পড়া মুস্তাহাব। বেতেরের নামাজ ওয়াজিব। শরিয়তের শুধু তিন নামাজ ওয়াজিব। বেতের এবং দু'ঈদের নামাজ। অবশ্য মান্নতের নামাজও ওয়াজিব। প্রত্যেক নফল শুরু করার পর তা ওয়াজিব হয়ে যায়। কোন কারণে নামাজ নষ্ট হলে তা কাযা পড়া জরুরি হয়ে পড়ে।

## জুমার নামাজ

প্রথমে চার রাকায়াত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ (এক সালামসহ), তারপর দু'রাকায়াত ফরজ জামায়াতসহ, তারপর চার রাকায়াতসুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ এক সালামসহ। [এ হচ্ছে ইমাম আবু হানিফা (র)-এর মত। তাঁর সাহেবাইন (দুজন শাগরেদ) বলেন, ফরযের পর দু'রাকায়াত পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। প্রথমে এক সালামে চার রাকয়াত, পরে দু'রাকয়াত। উভয় মতেরই সমর্থন হাদীস থেকে পাওয়া যায়। হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী (সা) বলেছেন, জুমার নামাজের পর চার রাকায়াত পড় (তিরমিযী)। আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা) জুমার নামাজ বাদে ঘরে বসে দু'রাকায়াত সুন্নাত পড়তেন এবং বলতেন নবী (সা)ও এমন করতেন। হযরত ইসহাকের অভিমত এই যে, যদি নামাযে জুমার পর মসজিদে পড়া যায় তাহলে চার রাকয়াত। এ জন্য যে, নবী (সা) বলতেন, জুমার নামাজ বাদে চার রাকায়াত পড়। আর



www.nagorikpathagar.org

যদি ঘরে পড়া হয় তাহলে দু'রাকয়াত। এ জন্য যে, নবী (সা) দু'রাকায়াত পড়তেন।]

## আজান ও একামতের বয়ান

(الله اكبر) (আল্লাহ সবচেয়ে বড়)-চার বার।

(اشهد ان لا اله الا الله) (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।) দুবার।

(اشهد ان محمد الرسول الله) আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রসূল) দু'বার।

(حي على الصلاة)(এসো নামাজের দিকে)-দু'বার

(حي على الفلاح)(এসো কল্যাণ ও কৃতকার্যতার দিকে)- দু'বার।

(الله اكبر) (আল্লাহ সবচেয়ে বড়)-দু'বার

(لا اله الا الله) (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই)-একবার।

আল্লাহ আকবার দুবার বলার পর এবং অন্যান্য কালেমাগুলো বলার পর পর এতটা সময় থামতে হবে যাতে করে শ্রোতাগণ তার জবাব দিতে পারে-

অর্থাৎ তারাও তা উচ্চারণ করতে পারে। (حي على الصلاة) বলার সময় ডান দিকে এবং (حي على الفلاح) বলার সময় বামদিকে মুখ ফিরাবে।

একামতের সময় ঐ কথাগুলোই ততোবার করে বলতে হবে। শুধু পার্থক্য এই যে, এ কথাগুলা নামাজের কাতারে দাঁড়িয়ে নিচু গলায় বলতে হবে। আর (حي على الفلاح) এর পর দু'বার (قد قامت الصلاة) বলবে।



www.nagorikpathagar.org

## আযানের জবাব ও দোয়া

১. যে ব্যক্তিই আজান শুনতে পাবে তার জন্য জবাব দেয়া ওয়াজিব। অর্থাৎ মুয়াযযিন যা বলবে তাই বলতে হবে। তবে حي على الصلاة এবং حي على الفلاح বলার পর বলতে হবে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ।

নবী (সা) বলেন, যখন মুয়াযযিন বলবে اَللّٰهُ اَكْبَرُ এবং তোমাদের মধ্যে কেউ বলবে اَللّٰهُ اَكْبَرُ তারপর মুয়াযযিন যখন বলবে اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এবং জবাবদানকারী বলবে اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ তারপর মুয়াযযিন যখন বলবে اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُوْلَ اللّٰهَ এবং জবাবদানকারী বলবে اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُوْلَ اللّٰهَ তারপর মুয়াযযিন যখন বলবে حَيَّ عَلَى الصَّلَاةُ জবাবদানকারী বলবে لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ তারপর মুয়াযযিন যখন বলতে حي على الفلاح এবং জবাবদানকারী তখন বলবে لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ। যে ব্যক্তি আযানের জবাবে এ কথাগুলো বলবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম)

২. ফজরের আজানের সময় যখন মুয়াযযিন (الصلاة خير من النوم) (ঘুম থেকে নামাজ উত্তম) বলবে তখন শ্রোতা বলবে صَدَقْتَ وَ بَرَرْتَ তুমি সত্য কথাই বলেছ এবং মঙ্গলের কথা বলেছো)।

৩. আজান শুনার পর নিম্নের দোয়া পড়বে। হযরত জাবের (রা) বলেন, নবী (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি আজান শুনার পর এ দোয়া পড়বে সে আমার শাফায়াতের হকদার হবে (বুখারী)।

৪. বাচ্চা পয়দা হলে তার ডান কানে আজান এবং বাম কানে একামত দেয়া মুস্তাহাব।



www.nagorikpathagar.org

## আজানের জবাব দেয়া ওয়াজিব কিন্তু সাত অবস্থায় না দেয়া উচিত

১. নামাজ অবস্থায়।
২. খুতবা শুনার সময়, তা জুমার হোক বা অন্য কোন খুতবা।
৩. হায়েজ ও নেফাসের অবস্থায়।
৪. এলমে দ্বীন পড়া এবং পড়াবার সময়।
৫. বিবির সাথে সহবাসের সময়।
৬. পেশাব পায়খানার অবস্থায়।
৭. খানা খাওয়া অবস্থায়।

## নফল নামাজের বিবরণ

### তাহাজ্জুদের নামাজ

তাহাজ্জুদ নামাজ সুন্নাত। নবী (সা) হরহামেশা এ নামাজ নিয়মিতভাবে পড়তেন এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা) কে নিয়মিত আদায় করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। কুরআন পাকে তাহাজ্জুদ নামাজের জন্য বিশেষভাবে তাকিদ করা হয়েছে। যেহেতু উম্মতকে নবীর পায়রবি করার হুকুম করা হয়েছে সে জন্য তাহাজ্জুদের এ তাকিদ পরোক্ষভাবে গোটা উম্মতের জন্য করা হয়েছে।
ফরজ নামাজগুলোর পরে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট নামাজ হলো রাতে পড়া তাহাজ্জুদ নামাজ- (সহী মুসলিম-আহমদ)।

## তাহাজ্জুদ নামাজের ওয়াক্ত

তাহাজ্জুদের অর্থ হলো ঘুম থেকে ওঠা। কুরআনে রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদের যে তাকি করা হয়েছে তার মর্ম এই যে, রাতের কিছু অংশ ঘুমিয়ে থাকার পর উঠে নামাজ পড়া। তাহাজ্জুদের মসনুন সময় এই যে এশার নামাজ পর লোক ঘুমাবে তারপর অর্ধেক রাতের পর উঠে নামাজ পড়বে।
নবী (সা) কখনো মধ্য রাতে, কখনো তার কিছু আগে অথবা পরে ঘুম থেকে উঠতেন এবং আসমানের দিকে তাকিয়ে সূরা আলে-ইমরানের শেষ রুকুর কয়েক আয়াত পড়তেন। তারপর মেসওয়াক ও অজু করে নামাজ পড়তেন।



www.nagorikpathagar.org

## তাহাজ্জুদের রাকায়াতসমূহ

তাহাজ্জুদের রাকায়াত সংখ্যা অন্তত পক্ষে দুই এবং উর্ধ্বতম সংখ্যা আট। নবী পাক (সা)-এর অভ্যাস ছিল দুই দুই করে আট রাকায়াত পড়া। সে জন্য আট রাকায়াত পড়াই ভালো। তবে তা জরুরি নয়। অবস্থা ও সুযোগের প্রেক্ষিতে যতটা পড়া সম্ভব তাই পড়লেই চলবে।

## চাশতের নামাজ

চাশতের নামাজ মুস্তাহাব। যখন সূর্য ভালোভাবে বেরিয়ে আসবে এবং আলো ছড়িয়ে পড়বে তখন চাশতের ওয়াক্ত শুরু হয়। এবং বেলা গড়ার আগে পর্যন্ত থাকে। এ সময়ে কেউ ইচ্ছা করলে চার রাকায়াত অথবা তার বেশি নফল নামাজ আদায় করতে পারে। নবী (সা) চার রাকায়াতও পড়েছেন আবার চারের বেশিও পড়েছেন। চাশত নামাজের নিয়ত এভাবে করবেন-
নবীর সুন্নাত চার রাকায়াত চাশত নামাজের নিয়ত করছি।

## তাহিয়্যাতুল মসজিদ

তাহিয়্যাতুল মসজিদের অর্থ হলো এমন নামাজ যা মসজিদে প্রবেশকারীদের জন্য পড়া মাসনূন। নবীর (সা) এরশাদ হচ্ছে- তোমাদের মধ্যে যদি কেউ মসজিদে যায়, এ দু'রাকায়াত পড়ার আগে বসবে না। (বুখারী, মুসলিম)।
মসজিদ যেহেতু আল্লাহর এবাদতের জন্য তৈরী করা হয়, এ জন্য তার সম্মানের জন্য প্রবেশ করার পরই আল্লাহর দরবারে মানুষের সিজদারত হওয়া উচিত। যদি কেউ মসজিদে প্রবেশ করার পর ফরজ নামাজ অথবা কোন ওয়াজিব, সুন্নাত ইত্যদি পড়ে তাহলে- তাই তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় হবে। তাহিয়্যাতুল মসজিদ দু'রাকয়াতও পড়া যায় অথবা তার বেশি।

## তাহিয়্যাতুল অজু

অজু শেষ করার পর অজুর পানি শুকাবার আগে দু'রাকায়াত নামাজ পড়া মুস্তাহাব। তাকে তাহিয়্যাতুল অজু বলে। চার রাকয়াত পড়লেও দোষ নেই। তাহিয়্যাতুল অজুরও ফজিলত হাদীসে বয়ান করা হয়েছে। নবী (সা) বলেন- "যে ব্যক্তি ভালোভাবে অজু করে দু'রাকায়াত নামাজ পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে পড়বে তার জন্য বেহেশত ওয়াজিব হয়ে যায়"। (সহীহ মুসলিম)



www.nagorikpathagar.org

গোসলের পরেও এ দু'রাকায়াত পড়া মুস্তাহাব এ জন্য যে, গোসলের সাথে অজুর হয়ে যায়।

## সফরে নফল

সফরে রওয়ানা হওয়ার আগে দু'রাকায়াত নামাজ পড়া মুস্তাহাব এবং সফর থেকে বাড়ি ফেরার পর দু'রাকায়াত নামাজ মসজিদে আদায় করে বাড়িতে প্রবেশ করা উচিত। নবী (সা) যখন সফর থেকে ফিরে আসতেন। প্রথমে মসজিদে পৌঁছে দু'রাকায়াত নামাজ পড়তেন (সহীহ মুসলিম)। তিনি বলেন, সফরের সময় দু'রাকায়াত নামাজ ঘরে পড়া হয়, তার চেয়ে কোন ভালো জিনিস লোক ঘরে ফেলে যায় না- (তাবারানি)।
সফরকালে যদি কেউ কোথাও অবস্থান করতে চায় তাহলে সেখানে প্রথম দু'রাকায়াত নামাজ আদায় করা মুস্তাহাব হবে( শামী প্রভৃত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

## সালাতুল আওয়াবিন

সালাতুল আওয়াবিন মাগরেব বাদ পড়া হয়। নবী (সা) তার বিরাট ফযিলত বয়ান করেছেন এবং পড়ার জন্য প্রেরণা দিয়েছেন। আওয়াবিন মাগরিব বাদ দু'রাকায়াত করে ছ'রাকায়াত পড়তে হয়। এ নামাজ মুস্তাহাব।

## সালাতুত তাসবিহ

এ নামাজকে সালাতুত তাসবিহ এ জন্য বলা হয় যে, এর প্রত্যেক রাকয়াতে পঁচাত্তর বার এ তাসবিহ পড়া হয়-

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

সালাতুত তাসবিহ মুস্তাহাব। হাদীসে তার অনেক সওয়াবের কথা বলা হয়েছে। নবী (সা) চার রাকায়াত এ নামাজ পড়েছেন। এ জন্য একই সালামে চার রাকায়াত পড়া ভালো। তবে দু'রাকায়াত পড়লেও দুরস্ত হবে।
সালাতুত তাসবিহ পড়ার নিয়ম এই যে, চার রাকায়াত সালাতুত তাসবিহর নিয়ত করে হাত বাঁধুন। তারপর সানা পড়ার পর ১৫ বার এ তাসবিহ পড়বেন।
তারপর আউযুবিল্লাহ বিসমিল্লাহ পড়ে সূরা ফাতেহা পড়ুন এবং কুরআনের কিছু অংশ। তারপর দশবার তাসাবিহ পড়ুন।



www.nagorikpathagar.org

রুকুতে গিয়ে রুকুর তাসবিহর পর এ তাসবিহ দশবার, রুকু থেকে উঠে কাওমার সময় এ তাসবিহ দশবার, সিজদায় 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লার' পর দশবার, সিজদা থেকে উঠে জালসায় দশবার। দ্বিতীয় সিজদায় এভাবে দশবার পড়ুন।

অতপর দ্বিতীয় রাকয়াতে ঐভাবে সানার পর ১৫ বার, কেরায়াতের পর ১০বার, রুকুতে ১০ বার, রুকু থেকে উঠে দশবার, দু'সিজদায় দশ-দশবার দু'সিজদার মাঝে ১০ বার পড়ুন।

অতপর ঠিক এমনি তৃতীয় ও চতুর্থ রাকায়াত পড়ুন। অর্থাৎ প্রত্যেক রাকয়াতের ৭৫ বার এবং মোট ৩০০ বার তাসবিহ পড়ুন। তাসবিহ গণনার হিসাব রাখার জন্য আঙুলের আঁকে গুণবেন না। বরঞ্চ আঙুলের উপর চাপ দিয়ে সংখ্যা হিসাব করুন। কোনখানে তাসবিহ পড়তে ভুলে গেলে অন্য স্থানে তা পূরণ করুন। যেমন ধরুন, জালসায় তাসবিহ ভুলে গেলে সিজদায় গিয়ে পূরণ করুন। সিজদায় তাসবিহ পড়তে ভুলে গেলে জালসায় তা পূরণ করবেন না। এ জন্য যে সিজদা থেকে জালসা দীর্ঘ হওয়া উচিত নয়। সে জন্য অন্য সিজদায় তা পূরণ করবেন।

## সালাতে তওবা

প্রত্যেক মানুষ ভুল করে, গুনাহ করে। যখন কোন গুনাহের কাজ হয়ে যায়, তখন লজ্জিত-অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দরবারে কেঁদে কেটে গুনাহ মাফের জন্য দু'রাকায়াত পড়া মুস্তাহাব।

হযরত আবু বরক (রা) বলেন, নবী পাক (সা) এরশাদ করেছেন-

কোন মুসলমানের পক্ষ থেকে কোন গুনাহ হয়ে গেলে তার উচিত পাক সাফ হয়ে দু'রাকায়াত নফল নামাজ পড়া এবং আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফ চাওয়া। তাহলে আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দেবেন। তারপর তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করেন-

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ۠ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۠ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣٥﴾



www.nagorikpathagar.org

এবং তাদের অবস্থা এই যে, যদি কখনও তাদের দ্বারা কোন অশ্লীল কাজ হয়ে যায় অথবা তারা কোন গুনাহ করে নিজেদের উপর যুলুম করে, তাহলে তৎক্ষণাৎ তাদের আল্লাহর ইয়াদ হয় এবং তাঁর কাছে গুনাহ মাফ চায়। কারণ আল্লাহ ছাড়া আর কে আছে যে গুনাহ মাফ করতে পারে? এবং তারা তাদের কৃত অপরাধের জন্য জ্ঞাতসারে জিদ ধরে না। (আলে-ইমরান ১৩৫)

## সালাতে কসূফ ও খসূফ[১]

কসূফ এবং খসূফের সময় দু'রাকায়াত করে নামাজ পড়া সুন্নাত। তবে তার জন্য আজান একামতের প্রয়োজন নেই। মানুষ জমায়েত করতে হলে অন্যভাবে করবে।

নামাযে সূরা বাকারা অথবা আলে-ইমরানের মতো লম্বা সূরা এবং লম্বা লম্বা রুকু জিদা করা সুন্নাত।[২] নামাজের পর ইমাম দোয়ায় মশগুল হবেন। এবং মুক্তাদীগণ আমীন আমীন বলতে থাকবেন। তারপর গ্রহণ শেষ হওয়ার সাথে সাথে দোয়াও শেষ হবে। তবে গ্রহণ শেষ হবার আগে যদি কোন নামাজের ওয়াক্ত এসে যায় তাহলে দোয়া করা ছেড়ে দিয়ে সে ওয়াক্তের নামাজ পড়তে হবে।

খসূফে জামায়ত সুন্নাত নয়। প্রত্যেকে একাকী দু'রাকায়াত নামাজ পড়বে। নবী (সা) এরশাদ করেন-

সূর্য এবং চন্দ্র আল্লাহর দুটি নিদর্শন। কারে জন্ম অথবা মৃত্যুতে তাদের গ্রহণ হয় না। যখন তোমরা দেখবে যে, সূর্য বা চন্দ্রে গ্রহণ লেগেছে, তখন তোমরা আল্লাহকে ডাক, তার কাছে দোয়া কর এবং নামাজ পড় যতোক্ষণ না গ্রহণ ছেড়ে গিয়ে সূর্য বা চন্দ্র পরিষ্কার হয়।[৩]

যেসব সময়ে নামাজ নিষিদ্ধ, যেমন সূর্য উঠার সময়ে, ডুবার সময় এবং দুপুর বেলা, তখন যদি সূর্যগ্রহণ হয় তাহলে নামাজ পড়া যাবে না। তবে এসব নিষিদ্ধ সময় অতীত হওয়ার পরও যদি গ্রহণ থাকে তাহলে নামাজ পড়া যেতে পারে।

---

১. সূর্য গ্রহণকে কসুফ এবং চন্দ্র গ্রহণকে খসূফ বলে।

২. প্রথম রাকয়াতে সূরা আনকাবুত এবং দ্বিতীয় রাকয়াতে সূরা রুম পড়া ভালো। তবে তা পড়া জরুরি নয়।

৩. বুখারী, মুসলিম।



www.nagorikpathagar.org

কসূফের নামাযে জোরে জোরে কেরায়াত পড়া সুন্নাত। এমনিভাবে ভয়-ভীতির সময়ে, বিপদ-মুসিবদ দুঃখ কষ্টের সময়ে নফল নামাজ পড়া সুন্নত।

যেমন ধরুন ভয়ানক ঝড়-তুফান এলো; অবিরাম মুষলধারে বৃষ্টি পড়তে থাকলো, ভূমিকম্প এলো, আকাশ থেকে বিদ্যুৎ পড়া শুরু হলো, মহামারী শুরু হলো, দুশমনের ভয় হলো, বিশৃংখলা ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ শুরু হলো- মোট কথা সকল বিপদের সময়ে নামাজ পড়া সুন্নত। এ নামাজ নিজ সুবিধা মতো একাকী পড়া উচিত।

## সালাতে হাজাত

যখন বান্দা কোন বিশেষ প্রয়োজনের সম্মুখীন হবে তা সে প্রয়োজনের সম্পর্ক আল্লাহর সাথে হোক যেমন পরীক্ষায় পাস করা কাম্য অথবা কোন বাড়ী বা দোকানের প্রয়োজন অথবা সে প্রয়োজনের সম্পর্ক অন্য কোন মানুষের সাথে হোক, যেমন কোন ইসলাম প্রিয় মেয়ের বিবাহ কাম্য, অথবা কারো অধীনে কোন চাকরির প্রয়োজন তখন তার জন্য মুস্তাহাব এই যে, সে সালাতুল হাজাতের নিয়তে দুরাকায়াত নামাজ আদায় করবে। তারপর নিম্নের দোয়া পড়বে-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، اَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ بِرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ لَا تَدَعْ لِيْ ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَ وَلَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا اِلَّا قَضَيْتَهَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি বড়ো ত্রুটি বিচ্যুতি উপেক্ষাকারী ও বড়োই করুণাশীল। তিনি ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে পাক, বিরাট আরশের মালিক, প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর যিনি বিশ্ব জগতের মালিক-প্রতিপালক। হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে ঐসব জিনিস ভিক্ষা চাচ্ছি যার জন্য তোমার রহম অপরিহার্য এবং যা তোমার বখশিশ ও মাগফিরাতের কারণ হয়। আমি প্রত্যেক মংগলের অংশীদার হওয়ার কামনা করি এবং প্রত্যেক পাপ থেকে নিরাপদ থাকার ইচ্ছা পোষণ করি। (আয় আল্লাহ) তুমি আমার গুনাহ মাফ



www.nagorikpathagar.org

করা ব্যতীত এবং আমার দুঃখ দৈন্য দূর করা ব্যতীত ক্ষান্ত হইও না এবং আমার যেসব প্রয়োজন তোমার পছন্দনীয় তা পূরণ না করে ছেড়ো না-হে অনুগ্রহকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো অনুগ্রহকারী।

এ দোয়ার পর যা চাওয়ার তা চাইবেন। এ নামাজ প্রয়োজন পূরণের জন্য পরীক্ষিত।

একবার এক অন্ধ ব্যক্তি নবী (সা) এর খেদমতে হাযির হলো। সে আরয করে বললো, হে আল্লাহর রসূল। আমার দৃষ্টিশক্তির জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। নবী (সা) বললেন, তুমি ধৈর্য ধারণ করলে অনেক অনেক প্রতিদান পাবে। আর যদি বল তো দোয়া করি।

সে দোয়া করার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করলে নবী (সা) তাকে এ নামাজ শিক্ষা দেন- (ইলমুল ফেকাহ ৯, ২য় খণ্ড)।

## এস্তেখারা করার নিয়ম পদ্ধতি

এস্তেখারা করার নিয়ম এই যে, নিষিদ্ধ সময়গুলো ব্যতীত সুযোগমত যে কোন সময়ে সাধারণ নফল নামাজের মতো দু'রাকায়াত এস্তেখারার নামাজ পড়ুন। তারপর আল্লাহর হামদ ও সানা এবং দুরুদ শরীফ পড়ুন। তারপর নবীর শেখানো এস্তেখারার দোয়া পড়ে কেবলামুখী হয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন। এমনি সাত বার করা ভাল। তার পর মনের ঝোঁক প্রবণতা যেদিকে বুঝা যাবে তা আল্লাহর মর্জি মনে করে অবলম্বন করুন।

কোন কারণে যদি নামাজের সুযোগ না হয়, যেমন, কোন মেয়েলোক হায়েজ বা নেফাসের অবস্থায় আছে, তাহলে শুধু দোয়া পড়াই যথেষ্ট হবে। তারপর মন যে দিকে যায় তদনুযায়ী কাজ করা উচিত।

## এস্তেখারার দোয়া

হযরত জাবের (রা) বলেন, নবী (সা) যেভাবে আমাদেরকে কুরআন পাক শিক্ষা দিতেন, তেমনভাবে এস্তেখারার দোয়াও শিক্ষা দিতেন।

তিনি বলতেন-

তোমাদের কেউ যদি কোন সময়ে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চিন্তিত হয়ে পড় তাহলে দু'রাকায়াত নফল নামাজ পড়ে এ দোয়া কর-



www.nagorikpathagar.org

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ ـ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ـ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةَ اَمْرِىْ ـ فَقَدِّرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ ـ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةَ اَمْرِىْ ـ فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِىْ بِهٖ ـ

আয় আল্লাহ! আমি তোমার এলেমের ভিত্তিতে তোমার নিকটে মঙ্গল কামনা করছি এবং তোমার কুদরতের দ্বারা তোমার বিরাট ফযল ও করম ভিক্ষা চাচ্ছি। কারণ তুমি কুদরতের মালিক এবং আমি শক্তিহীন। তুমি সব জান, আমি জানি না এবং তুমি গায়েবের কথাও ভালভাবে জান।

আয় আল্লাহ! তোমার জ্ঞান মতে এ কাজ যদি আমার জন্য, আমার দ্বীন ও দুনিয়ার জন্য এবং শেষ পরিণামের দিক দিয়ে মঙ্গলকর হয়, তাহলে তা আমার ভাগ্যে লিখে দাও। আমার জন্য তা সহজ করে দাও এবং তা আমার জন্য বরকতপূর্ণ করে দাও। আর যদি এ কাজ আমার জন্য, আমার দ্বীন ও দুনিয়ার জন্য এবং পরিণামের দিক দিয়ে অমঙ্গলকর হয় তাহলে তা আমা থেকে দূরে রাখতে এবং আমাকে তার থেকে বাঁচাও এবং আমার ভাগ্যে মঙ্গল লিখে দাও যেখানেই তা হোক এবং তারপর প্রতি আমাকে সন্তুষ্ট এবং অবিচল থাকার তাওফীক দাও।



www.nagorikpathagar.org

# সিজদায়ে সহুর বয়ান

সহু অর্থ ভুলে যাওয়া। ভুলে নামাজের মধ্যে কিছু বেশি-কম হয়ে গেলে ত্রুটি-বিচ্যুতি হয় তা সংশোধনের জন্য নামাজের শেষ বৈঠকে দু'টি সিজদা করা ওয়াজিব হয় তাকে বলে সিজদায়ে সহু।

## সহু সিজদার নিয়ম

নামাজের শেষ বৈঠকে "আত্তাহিয়্যাতের" পর ডান দিকে সালাম ফিরাতে হবে। তারপর 'আল্লাহু আকবার' বলে সিজদায়ে যেতে হবে। নামাজের অন্যন্য সিজদার নিয়মে দু'সিজদা করে আত্তাহিয়্যাত, দরুদ, প্রভৃতি পড়ে দু'দিকে সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করতে হবে। যেসব অবস্থায় সিজদা সহু ওয়াজিব হয় :-

১. ভুলে নামাজের কোন ওয়াজিব ছুটে গেলে, যেমন সূরা ফাতেহা পড়া ভুলে যাওয়া অথবা সূরা ফাতেহার পর কোন সূরা পড়তে ভুলে যাওয়া।

২. কোন ওয়াজিব আদায় করতে বিলম্ব হলে, ভুলে হোক কিংবা কিছু চিন্তা করতে গিয়ে হোক যেমন কোন লোক সূরা ফাতেহা পড়ার পর চুপ করে থাকলো। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর আবার কোন সূরা পড়লো।

৩. কোন ফরজ আদায় করতে বিলম্ব হলে অথব ফরজ আগে করা হলো যেমন, কিরায়াত করার পর রুকু করতে বিলম্ব হলো [এখানে বিলম্বের অর্থ এই যে, এ সময়ের মধ্যে এক সিজদা বা রুকু করা যায়।] অথবা রুকুর আগেই সিজদা করা।

৪. কোন ফরজ বার বার আদায় করা। যেমন দু'রুকুর পর পর করা হলো।

৫. কোন ওয়াজেবের রূপ পরিবর্তন করা হলো। যেমন সিররি নামাযে জোরে কেরায়াত করা অথবা জাহরি নামাযে আস্তে কেরায়াত করা।

## সহু সিজদার মাসয়ালা

১. নামাজের ফরযের কোনটি যদি স্বেচ্ছায় ছুটে যায় অথবা ভুলে, তাহলে নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে। এভাবে কোন ওয়াজিব ইচ্ছা করে ছেড়ে দিলে নামাজ নষ্ট হবে। সিজদা সহু করলেও নামাজ সহীহ হবে না। নামাজ পুনরায় পড়তে হবে।



www.nagorikpathagar.org

২. এক বা একাধিক ওয়াজিব ছুটে গেলে একই বার দু'সিজদা করলেই যথেষ্ট হবে। এমনকি নামাজের সকল ওয়াজিব ছুটে গেলেও দু' সিজদা যথেষ্ট, দু'য়ের বেশি সহু সিজদা করা ঠিক নয়।

৩. যদি কেউ ভুলে দাঁড়ানো অবস্থায় সূরা ফাতেহার আগে আত্তাহিয়্যাত পড়ে তাহলে সহু সিজদা ওয়াজিব হবে না। কারণ ফাতেহার আগে আল্লাহর হামদ ও সানা পড়া হয় এবং আত্তাহিয়্যাতের মধ্যে হামদ ও সানা আছে। তবে যদি কিরায়াতের পর অথবা দ্বিতীয় রাকায়াতে কিরায়াতের আগে বা পরে আত্তাহিয়্যাত পড়লে সহু সিজদা ওয়াজিব হবে।

৪. ভুলে কোন 'কাওমা' বাদ পড়লে অথবা দু' সিজদার মাঝখানে জালসা না হলে সহু সিজদা করা জরুরি হয়।

৫. যদি কেউ কা'দা উলা করতে ভুলে যায় এবং বসার পরিবর্তে একেবারে উঠে দাঁড়ায়, তারপর মনে পড়লে যেন বসে না পড়ে, বরঞ্চ নামাজ পুরা করে নিয়ম মুতাবেক সহু সিজদা করবে। আর যদি পুরাপুরি না দাঁড়ায়, সিজদার নিকটে থাকে তাহলে বসে পড়বে। তখন সহু সিজদার দরকার হবে না।

৬. যদি কেউ দু' বা চার রাকায়াতবিশিষ্ট ফরজ নামাযে কা'দায়ে আখিরা ভুলে গেল এবং বসার পরিবর্তে উঠে দাঁড়িয়ে গেল এখন যদি সিজদা করার আগে তার মনে হয় তাহলে বসেই নামাজ পুরা করে সহু সিজদা করবে। তাতেই ফরজ নামাজ দুরস্ত হবে। যদি সিজদা করার পর মনে হয় যে, 'কা'দা' আখিরা করেনি, তাহলে আর বসবে না বরঞ্চ এক রাকায়াত মিলিয়ে চার রাকায়াতবা দু'রাকায়াত পুরা করবে। এ অবস্থায় সিজদা সহুর দরকার নেই। এ রাকায়াতগুলা নফল হয়ে যাবে। ফরজ নামাজ পুনরায় আদায় করতে হবে।



www.nagorikpathagar.org

# কসর নামাজের বয়ান

শরিয়ত মুসাফিরকে সফরে নামাজ সংক্ষিপ্ত করার সুযোগ দিয়েছে। অর্থাৎ যেসব নামাজ চার রাকায়াতের তা দু'রাকায়াত পড়বে। যখন তোমরা যমীনে ভ্রমণ করতে বেরুবে, তখন নামাজ সংক্ষিপ্ত করলে কোন দোষ নেই। (সূরা নিসা : ১০১)।

নবী (সা.) এরশাদ করেন- এ একটি সাদকা যা আল্লাহ তোমাদেরকে দান করেছেন, এ সদকা তোমরা গ্রহণ কর- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী প্রভৃতি)।

## কসর নামাজের হুকুম

আপন বস্তি বা জনপদ থেকে বের হওয়ার পর মুসাফিরের জন্য নামাজ কসর পড়া ওয়াজিব। পুরা নামাজ পড়লে গুনাহগার হবে (এলমুল ফেকাহ, ২য় খণ্ড পৃ. ১৩০, দুররে মুখতার, প্রভৃতি)।

## সফরে সুন্নাত এবং নফলের হুকুম

ফজর নামাজের সুন্নাত ত্যাগ করা ঠিক নয়। মাগরিবের সুন্নাতও পড়া উচিত, বাকি ওয়াক্তের সুন্নাতগুলো সম্পর্কে না পড়ার এখতিয়ার আছে। তবে সফর চলতে থাকলে শুধু ফরজ পড়া ভালো এবং সুন্নাত ছেড়ে দেবে। সফরের মধ্যে কোথাও কোথাও অবস্থান করলে পড়ে নেবে। বেতর পুরা পড়তে হবে- কারণ তা ওয়াজিব। সুন্নাত, নফল ও বেতরে নামাজের কসর নেই। বাড়িতে যত রাকায়াত, সফরেও তত রাকায়াত পড়তে হবে।

## কসরের দূরত্ব

যদি কেউ তার বাড়ি থেকে এমন স্থানে সফর করার জন্য বের হয় যা তার বাড়ী বা বস্তি থেকে তিন দিনের দূরত্ব হয়, তাহলে তার কসর করা ওয়াজিব। তিন দিনের দূরত্ব আনুমানিক ছত্রিশ মাইল। যদি কেউ মধ্যম গতিতে দৈনিক পায়ে হেঁটে চলে তাহলে ছত্রিশ মাইলের বেশি যেতে পারবে না। যে জন্য যদি কেউ অন্তত ছত্রিশ মাইল সফর করার উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে বের হয় তা সে পায়ে হেঁটে তিন দিনে সেখানে পৌঁছুক অথবা দ্রুতগামি যানবাহনে কয়েক ঘন্টায়-পৌঁছুক সকল অবস্থায় তাকে নামাজ কসর পড়তে হবে। [আল্লামা মওদূদী (র) এর বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার দ্বারা এ সত্যের প্রতি



www.nagorikpathagar.org

আলোকপাত করা হয় যে, শরিয়তের দৃষ্টিতে সফর কাকে বলে। কোন এক ব্যক্তি আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন-
কসর নামাজের জন্য কমপক্ষে নয় মাইল এবং উর্ধ্বে ৪৮ মাইল সফরের নেসাব নির্ণয় করা হয়েছে। মতভেদের কারণ এটি যে, নবী পাক (সা)-এর পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কোন সুস্পষ্ট উক্তি বর্ণিত নেই সুস্পষ্ট নস বা উক্তির অবর্তমানে যেসব দলিলের ভিত্তিতে এজতেহাদ করা হয়েছে অর্থাৎ শরয়ী সিদ্ধান্ত করা হয়েছে তার মধ্যে মতান্তরের অবকাশ আছে এটাই সঠিক একটা বিশেষ বিন্দু অতিক্রম করলেই সফরের হুকুম লাগাতে হবে, কসরের জন্য এ ধরনের দূরত্ব নির্ধারণ শরিয়ত প্রণেতার অভিলাষ নয়। শরিয়ত প্রণেতা সফর বলতে কি বুঝায় তা সাধারণভাবে প্রচলিত রীতিনীতির ওপর ছেড়ে দিয়েছেন এবং প্রত্যেক ব্যক্তি এটা সহজে বুঝতে পারে যে, কখন সে সফরে এবং কখন নয়। এটা ঠিক যে, যখন আমরা শহর থেকে গ্রামের দিকে আনন্দ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ি অথবা গ্রাম থেকে শহরে বেচা কেনার জন্য যাই, তখন আমাদের মধ্যে মুসাফির হওয়া অনুভূতি কখনো হয় না। পক্ষান্তরে প্রকৃতপক্ষেই যখন আমাদের সফর করতে হয় তখন স্বয়ং সফরের অবস্থা অনুভব করি। এ অনুভূতি অনুযায়ী কসর অথবা পুরা নামাজ পড়া যেতে পারে। খুব ভালো করে বুঝে নিতে হবে যে, শরিয়তের ব্যাপারে সে ব্যক্তি মনের ফতোয়াই নির্ভরযোগ্য যে শরিয়ত মেনে চলার ইচ্ছা করে, বাহানা খুঁজে বেড়ায় না- (রাসায়েল ও মাসায়েল, ১ম খন্ড পৃ. ১৬৭)।]

## কসর শুরু করার স্থান

সফরে রওয়ানা হওয়ার পর মুসাফির যতক্ষণ তার অধিবাসের ভিতরে থাক, ততক্ষণ পুনরায় নামাজ পড়বে। অধিবাস বা বস্তির বাইরে চলে গেলে কসর পড়বে। বস্তির স্টেশন যদি তার বাসস্থানের ভেতর হয় তাহলে কসর পড়বে না, পুরা নামাজ পড়বে। আর যদি বাইরে হয় তাহলে কসর পড়বে।

## কসরের বিভিন্ন মাসয়ালা

১. যদি সফরকালে ভুলে কেউ চার রাকায়াত নামাজ পড়ে ফেলে এমনভাবে যে, দ্বিতীয় রাকায়াতে বসে তাশাহুদ বা 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়েছে, তাহলে সাহু সিজদা করে নেবে। এ অবস্থায় দু'রাকায়াত ফরজ এবং দু'রাকায়াত নফল হবে। এ নামাজ দুরস্ত হবে। কিন্তু যদি দ্বিতীয় রাকায়াতে বসে



www.nagorikpathagar.org

তাশাহুদ বা 'আত্তাহিয়্যাতু' না পড়ে থাকে তাহলে এ চার রাকায়াত নফল হবে। কসর নামাজ পুনরায় আদায় করতে হবে।

২. সফরকালে যদি কয়েক স্থানে অবস্থান করার ইচ্ছা থাকে- কোথাও পাঁচ দিন, কোথাও দশদিন, কোথাও বার দিন, কোথাও পনের দিন থাকার ইচ্ছা নেই- তাহলে পুরা সফরে কসর পড়তে হবে।

৩. বিয়ের পর কোন মেয়ে যদি স্থায়ীভাবে শশুর বাড়ি থাকা শুরু করে, তাহলে তার 'ওয়াতনে আসলি' তখন ঐ স্থান হবে যেখানে সে তার স্বামীর সাথে থাকবে। এখন যদি সে এখান থেকে বাপের বাড়ি বেড়াতে যায় এবং শ্বশুর বাড়ি থেকে বাপের বাড়ির দূরত্ব যদি ৩৬ মাইল হয় তাহলে বাপের বাড়িতে কসর পড়তে হবে। তবে হ্যাঁ যদি শ্বশুড় বাড়ি কয়েকদিনের জন্য যায় এবং বাপের বাড়ী স্থায়ীভাবে থাকার ইচ্ছা হয় তাহলে বিয়ের আগে যেটা 'ওয়াতনে আসলি' ছিল, সেটাই তার ওয়াতনে আসলি থাকবে।

৪. কোন মহিলা যদি তার স্বামীর সাথে অথবা কোন কর্মচারী তার মালিকের সাথে অথবা কোন পুত্র তার পিতার সাথে সফর করে, অর্থাৎ সফরকারী যদি এন কোন ব্যক্তি হয় যে, অপরের অধীন এবং অনুগত, তাহলে এ অধীন ব্যক্তির ইচ্ছা বা নিয়ত মূল্যহীন হবে। এ অবস্থায় সে মহিলা, অথবা কর্মচারী অথবা পুত্র যদি কোথাও পনেরো দিন থাকার নিয়তও করে তথাপি সে মুকিম হতে পারবে না, যদি তার স্বামী অথবা মুনিব অথবা পিতা ১৫ দিনের নিয়ত না করে।

৫. মুকিম মুসাফিরের পিছনে নামাজ পড়তে পারে। মসাফির ইমামের উচিত হবে ঘোষণা করে দেয়া যাতে করে ইমাম দু'রাকায়াত পড়ে সালাম ফিরালে মুকিম মুক্তাদি যেন উঠে বাকি দু'রাকায়াত পুরা করতে পারে।

৬. মুসাফিরের জন্য মুকিম ইমামের পেছনে নামায পড়া দুরস্ত আছে। এ অবস্থায় ইমামের অনুসরণে চার রাকায়াত ফরজই পড়বে, কসর করবে না।

৭. যদি কেউ কোথাও অবস্থান সম্পর্কে কিছু ঠিক করেনি অথবা ১৫ দিনের কম নিয়ত করেছে কিন্তু নামাজের মধ্যে ১৫ দিনের বেশি থাকার নিয়ত করলো তাহলে সে ব্যক্তি নামাজ পুরা পড়বে, কসর করবে না।

৮. সফরে যেসব নামাজ কাযা হবে বাড়ি ফেরার পর তা কসর কাযা পড়বে। ঠিক তেমনি বাড়ি থাকাকালীন কিছু নামাজ কাযা হলো এবং তঠাৎ সফরে



www.nagorikpathagar.org

যেতে হলো, তাহলে সফরে কাযা নামাজ পুরাই পড়তে হবে কসর পড়বে না।

## সফরে একত্রে দু'নামাজ

হজ্জের সফর ব্যতীত অন্য কোন সফরে একত্রে দু'নামাজ জায়েজ নয়। অবশ্য 'জময়ে' সূরী' (পরিভাষা দ্রঃ) জায়েজ। জময়ে সূরী অর্থ এই যে, প্রথম নামাজ বিলম্ব করে শেষ ওয়াক্তে পড়া এবং দ্বিতীয় নামাজ প্রথম ওয়াক্তে পড়া। এভাবে প্রকাশ্যত এটাই মনে হবে যে, দু'নামাজ একত্রে পড়া হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দু'টি নামাজ তাদের আপন আপন ওয়াক্তেই পড়া হচ্ছে। [আহলে হাদীসের নিকট প্রত্যেক সফরে একত্রে দু'নামাজ জায়েজ। শুধু জময়ে সূরীই জায়েজ নয়, বরঞ্চ 'জময়ে' হাকিকিও'। জময়ে হাকিকির অর্থ এই যে, দু'ওয়াক্তের নামাজ একসাথে একই ওয়াক্তে পড়া।

প্রথম নামাজ বিলম্ব করে দ্বিতীয় নামাজের ওয়াক্তে দুই নামাজ একত্রে পড়া। যেমন, যোহরের নামাজ বিলম্ব করে আসরের ওয়াক্তে যোহর এবং আসর নামা একত্রে পড়া। একে জময়ে' তা'খির বলে। আহলে হাদীসের মতে জময়ে' সূরী, জময়ে তাকদিম এবং জময়ে তা'খির তিনটিই জায়েজ। প্রয়োজন অনুসারে মুসাফিরের যাতে সুবিধা হয়, তার উপর আমল করবে। সফর চলা কালেও তা করা যেতে পারে এবং কোথাও অবস্থানকালেও করা যেতে পারে। এ সবই সহীহ্ হাদীস থেকে প্রমাণিত আছে।

হযরত মাআয বিন জাবাল (রা) তবুকের একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন-

নবী (সা) তাবুক অভিযানকালে সূর্য গড়ার আগে যাত্রা শুরু করতে চাইলে যোহর নামাজ বিলম্বিত করে আসরের সাথে একত্রে পড়তেন। আর যদি বেলা গড়ার পর রওয়ান হতেন তাহলে যোহরের ওয়াক্তে যোহর এবং আসরে নামাজ একত্রে পড়তেন এবং তারপর যাত্রা শুরু করতেন। সূর্য ডোবার আগে রওয়ানা হলে মাগরিব নামাজ বিলম্বিত করে এশার নামাজের সাথে পড়তেন। বেলা ডোবার পরে রওয়ানা হলে এশার নামাজ মাগরেব নামাজের সাথে মিলিয়ে পড়তেন। (তিরমিযী)।]

নবী (সা) জুমার আয়োজন বৃহস্পতিবার থেকেই শুরু করতেন এবং বলতেন- জুমার রাত সাদা রাত এবং জুমার দিন উজ্জ্বল দিন (মিশকাত)।



www.nagorikpathagar.org

যদি কেউ বিনা কারণে জুমার নামাজ ত্যাগ করে তার নাম মুনাফেক হিসাবে এমন এক কেতাবে লিপিবদ্ধ করা হবে যা কিছুতেই মিটানো যাবে না। আর না পরিবর্তন করা যাবে (মিশকাত)।

আমার মন বলছে যে, আমার বদলে আর কাউকে নামাজ পড়াতে দেই আর নিজে ঐসব লোকের বাড়িতে আগুন লাগিযে দেই যারা জুমার নামাযে না এসে বাড়ি বসে আছে-(মুসলিম)।

যে ব্যক্তি জুমার নামাজের আজান শুনলো অতপর নামাযে এলো না, তারপর দ্বিতীয় জুমার আজান শুনেও এলো না এবং এভাবে ক্রমাগত তিন জুমায় এলো না তার দিলে মোহর দেয়া হয় এবং তার দিলকে মুনাফিকের দিলে পরিণত করা হয় (তাবারানি)।

## জুমার নামাজের বর্ণনা

জুমার নামাজ সহীহ এবং ওয়াজিব হওয়ার জন্য শরিয়ত কিছু শর্ত আরোপ করেছে। যদি এসব শর্ত পাওয়া না যায়, তাহলে জুমা ওয়াজিব হবে না। এসব শর্ত আবার দু'প্রকারের। কিছু শর্ত এমন যা নামাজের মধ্যেই থাকা জরুরি। তাকে 'শারায়েতে ওজুব' বলে। কিছু শর্ত এমন যা বাইরে পাওয়া জরুরি। এসবকে বলে 'শারায়েতে সেহ্হাত'।

### শারায়েতে ওজুব

জুমার নামাজ ওয়াজিব হওয়ার জন্য পাঁচটি শর্ত।

১. পুরুষ হওয়া। নারীদের জন্য জুমা ওয়াজিব নয়।

২. স্বাধীন হওয়া। গোলামের উপর ওয়াজিব নয়।

৩. বালেগ এবং জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া। নাবালেগ এবং পাগলের উপর ওয়াজিব নয়।

৪. মুকিম হওয়া। মুসাফিরের জন্য ওয়াজিব নয়।

৫. সুস্থ হওয়া। রোগী ও অক্ষমের জন্য ওয়াজিব নয়। রোগী হওয়ার অর্থ এই যে, যে মসজিদ পর্যন্ত যেতে পারে না। কিন্তু যারা চলাফেরা করে এবং মসজিদ পর্যন্ত যেতে সক্ষম তার উপর জুমার নামাজ ওয়াজিব।

জুমার নামাজ সহীহ হওয়ার জন্য পাঁচটি শর্ত। এসব শর্ত পূরণ ব্যতিরেকে কেউ জুমা পড়লে তার যোহর নামাজ পড়ার প্রয়োজন হবে। শর্তগুলো নিম্নরূপ-



www.nagorikpathagar.org

১. মেসরে জামে' হওয়া।

২. যোহরের ওয়াক্ত হওয়া।

৩. খোতবা হওয়া ।

৪. জামায়াত হওয়া।

৫. সর্বসাধারণের জন্য নামাযে অনুমতি থাকা।

## জুমার সুন্নাতসমূহ

জুমার সুন্নাত আট রাকায়াত এবং সব সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। ফরযের আগে এক সালামে চার রাকায়াত এবং ফরযের পর এক সালামে চার রাকায়াত। এ হচ্ছে ইমাম আবু হানিফা (র)-এর মত।

সাহেবাইন (র) (ইমাম সাহেবের দু'শাগরেদ) বলেন, জুমার দশ সুন্নাত। ফরযের আগে চার রাকায়াত এবং পরে ছ'রাকায়াত। চার রাকায়াতএক সালামে, পরে দু'রাকায়াত এক সালামে।

## জুযমার আহকাম ও আদব

১. জুমার দিন পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা করা, চুল এবং নখ কাটা, সাধ্যমত ভালো পোশাক পরিধান করা, খুশবু লাগানো এবং প্রথমে জামে মসজিদে গিয়ে হাজির হওয়া সুন্নাত।

নবী (সা) বলেন- যে ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করবে, ভালো কাপড় পরবে, সুযোগ হলে খুশবু লাগাবে, জুমার নামাযে আসবে, লোকের ঘাড়ের উপরে দিয়ে ডিঙিয়ে যাবে না, অতঃপর নামাজ পড়বে যা আল্লাহ ভাগ্যে লিখে রেখেছেন, ইমাম আসার পর থেকে নামাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত চুপ চাপ থাকবে, তাহলে আগের জুমা থেকে এ জুমা পর্যন্ত তার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে-(ইলমুল ফেকাহ, ২য় খণ্ড)।

•



www.nagorikpathagar.org

# দুই ঈদের নামাজের বিবরণ

হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী (সা) যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় এলেন, তখন তিনি দেখলেন যে, লোক বছরে দু'টি নির্দিষ্ট দিনে খেলাধূলা ও আনন্দ উপভোগ করে। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ দু'টি দিন কেমন?

তারা বলেন, আমরা ইসলামের আগমনের আগে এ দু'টি দিনে খেল-তামাশা ও আনন্দ উপভোগ করতাম।

নবী (সা) বলেন, আল্লাহ এ দু'টি দিনের পরিবর্তে দুটি উৎকৃষ্টতর দিন নির্ধারিত করে দিয়েছেন। একটি ঈদুল ফিতরের দিন এবং অন্যটি ঈদুল আযহার দিন।

## ঈদুল ফিতরের দিনে সুন্নাত কাজ

১. নিজের সাজ পোশাকের ব্যবস্থা করা।

২. ফজরের নামাজের পর ঈদের নামাজের জন্য গোসল করা।

৩. মিসওয়াক করা।

৪. সাধ্যমত নতুন বা পরিচ্ছন্ন কাপড়-চোপড় পরে সুগন্ধি ব্যবহার করা।

৫. খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠা।

৬. সকাল সকাল ঈদগাহে যাওয়া।

৭. ঈদগাহে যাবার আগে সদকা ফেতরা দিয়ে দেয়া।

৮. ঈদগাহে যাবার আগে কিছু মিষ্টি খাওয়া।

৯. ঈদগাহে ঈদের নামাজ আদায় করা। ঈদগাহে নামাজ পড়ার জন্য যাওয়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। নবী (সা) ঈদের নামাজ ঈদগাহে পড়তেন যদিও মসজিদে নববীতে নামাজ পড়ার অসাধারণ ফযিলত। একবার মাত্র বৃষ্টির জন্য মসজিদে নববীতে তিনি নামাজ পড়েন- (আবু দাউদ)।

১০. এক পথ দিয়ে পায়ে হেঁটে যাওয়া এবং অন্য পথ দিয়ে আসা।

১১. রাস্তায় ধীরে ধীরে নিম্নের তাকবির বলা।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ



www.nagorikpathagar.org

## ঈদুল আযহার দিনে সুন্নাত কাজ

১. ঈদুল আযহার দিনেও ঐসব কাজ সুন্নাত যা ঈদুল ফিতরের দিনে সুন্নাত।

২. ঈদুল আযহার দিনে ঈদগাহে যাবার আগে কিছু না খাওয়া সুন্নাত। হযরত বারীদাহ (রা) বলেন, নবী (সা) ঈদুল ফিতরে ঈদগাহে যাবার আগে অবশ্যই কিছু খেতেন এবং ঈদুল আযহার দিনে ঈদগাহ থেকে ফিরে এসে খেতেন। (তিরমিযি, ইবনে মাজাহ্ এবং মুসনাদে আহমদে অতিরিক্ত এ কথা আছে যে, তিনি কুরবানির গোশত খেতেন।)

৩. ঈদুল আযহায় ঈদগাহে যাবার সময় উচ্চস্বরে তাকবির পড়া সুন্নাত।

## ঈদের নামাজের পদ্ধতি

ঈদের নামাজের নিয়ত করে আল্লাহু আকবার বলতে বলতে কানের গোড়া পর্যন্ত হাত উঠাবে। তারপর হাত বেঁধে সানা পড়তে হবে।

তারপর তিনবার আল্লাহু আকবার বলতে হবে এবং প্রত্যেক বার কানের গোড়া পর্যন্ত হাত উঠাতে হবে। প্রত্যেক তাকবীরের পর তিনবার সুবহানাল্লাহ পড়ার পরিমাণ সময় থামতে হবে। তৃতীয় তাকবিরের পর হাত ঝুলিয়ে না রেখে বাঁধতে হবে। তারপর তায়াউয, তাসমিয়া, সূরা ফাতেহা এবং অন্য সুরা তার সাথে মিলাবে।

তারপর নিয়ম মত রুকু সিজদার পর দ্বিতীয় রাকয়াতে সুরা ফাতেহা এবং তার সাথে অন্য 'সুরা' পড়বে।

তারপর রুকুতে যাওয়ার আগে তিন তাকবির বলে হাত ঝুলিয়ে দেবে। অতঃপর চতুর্থ তাকবির বলে রুকুতে যাবে।



www.nagorikpathagar.org

# মাইয়েতের (মৃত ব্যক্তির) গোসলের হুকুম

১. মৃত্যুর পর তার গোসল ও কাফন দাফনে বিলম্ব করা উচিত নয়। নবী (সা)-এর নির্দেশ হচ্ছে:- কাফন-দাফনে তাড়াতাড়ি কর। মৃত ব্যক্তি কারো বাড়িতে অধিক্ষণ পড়ে থাকা ঠিক নয়- (আবু দাউদ)।

২. মাইয়েতকে গোসল দেয়া ফরযে কেফায়া। কোনো মাইয়েত লাওয়ারেস হলে তার গোসলের দায়িত্ব সামষ্টিকভাবে সকল মুসলমানের। গোসল ব্যতীত কোন মাইয়েত দাফন করা হলে সকল মুসলমান গুনাহগার হবে। যদি তাদের জানা থাকা সত্ত্বেও তারা অবহেলা করে।

৩. গোসল ব্যতীত কোন মাইয়েতকে কবরে রাখা হলে এবং তার উপর মাটি দেয়া না হলে তাকে উঠিয়ে গোসল দেয়া আবশ্যক তবে উপরে মাটি দেয়া হলে আর বের করা উচিত নয়।

৪. মাইয়েতের কোন অঙ্গ -অংশ যদি ধোয়া না হয়ে থাকে এবং কাফন পরাবার পর মনে হয়। তাহলে কাফন খুলে তা ধুয়ে দেয়া উচিত। তবে যদি কোন সামান্য অংশ শুকনো থাকে যেমন কোন আঙুল শুকনো রয়ে গেছে অথবা সেই পরিমাণ অন্য কোন অংশ, তাহলে কাফন খুলে ধুয়ে ফেলার দরকার নেই। মাইয়েতকে একবার গোসল দেয়া ফরজ এবং তিন বার দেয়া সুন্নাত।

৬. যে মাইয়েতকে দেখা জায়েজ,সেই গোসল দিতে পারে। সে জন্য পুরুষ নারীর এবং নারী-পুরুষের গোসল দিতে পারে না। তবে বিবি স্বামীর গোসল দিতে পারে। এ জন্য যে, ইদ্দতের সময় পর্যন্ত তাকে স্বামীর নেকাহের মধ্যেই ধরতে হবে। কিন্তু স্বামীর জন্য স্ত্রীর গোসল জায়েজ নয়। এ জন্য যে, স্ত্রীর মৃত্যুর সাথে সাথে নেকাহ খতম হয়ে যায়। আহলে হাদীসের মতে স্বামী স্ত্রীর গোসল দিতে পারে।

৭. নাবালেগ বালক বালিকাকে নারী পুরুষ উভয়েই গোসল দিতে পারে।

৮. মাইয়েতের কোন প্রিয়জন হলে তারই গোসল দেয়া ভালো। তার গোসল পদ্ধতি জানা না থাকলে অন্য কোন নেক লোক গোসল দিবে।

৯. কোন বাচ্চা পয়দা হওয়ার পরই মারা গেলে তার গোসল দেয়া ফরজ হবে। মৃত অবস্থায় পয়দা হলে তার গোসল ফরজ হবে না। তবে গোসল দেয়া ভালো।



www.nagorikpathagar.org

## মাইয়েতের গোসলের সুন্নাত পদ্ধতি

মাইয়েতকে তক্তার উপর শুইয়ে তার কাপড় খুলে ফেলতে হবে এবং আর একটা কাপড় নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত উপরে দিতে হবে। যাতে করে লজ্জা স্থান দেখা না যায়। তারপর হাতে কাপড় জড়িয়ে তার এস্তেঞ্জা করে দিতে হবে। তারপর অজু করাতে হবে। তা এভাবে যে, প্রথমে তার চেহারা ধুতে হবে, তারপর কনুই পর্যন্ত দু'হাত, তারপর মাথা মাসেহ, তারপর দু'পা। নাকে মুখে পানি দিতে হবে না। তবে তুলা ভিজিয়ে দাঁতের মাড়ি এবং নাকের ভেতরে মুছে দেয়া জায়েজ। জানাবাত এবং হায়েজ অবস্থায় মারা গেলে এরূপ করা আবশ্যক। তারপর নাক, মুখ এবং কানে তুলা দিতে হবে যেন পানি ভেতরে না যায়। তারপর শরীর ধৌত করতে হবে। সাবান প্রভৃতি ব্যবহার করা যেতে পারে। তারপর মাইয়েতকে বাম কাত করে শুইয়ে কুলপাতা দিয়ে অল্প গরম পানি তিনবার মাথা থেকে পা পর্যন্ত এমনভাবে ঢালতে হবে যেন বাম কাত পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তারপর ডান কাত করে এমনিভাবে তিনবার পানি ঢালতে হবে। তারপর মাইয়েতকে কিছু জিনিসের ঠেস দিয়ে বসাতে হবে এবং ধীরে ধীরে তার পেট ঠাসতে হবে। যদি কোন মল বের হয় তা পরিষ্কার করে দিতে হবে। কিন্তু অজু এবং গোসল দ্বিতীয় বার করাতে হবে না। তারপর বাম কাত করে শুইয়ে কর্পুর মেশানো পানি তিনবার ঢালতে হবে। তারপর একটা কাপড় দিয়ে সমস্ত শরীর মুছে দিতে হবে।

## কাফনের মাসয়ালা

১. গোসলের পর শরীর শুকে গেলে কাফন পরাতে হবে।

২. কাফন পরানো ফরযে কেফায়া।

৩. কাফন কেনার দায়িত্ব তাদের যার তার জীবনে ভরণ-পোষণ বহন করেছে। মাইয়েতের এমন যদি কেউ না থাকে এবং যদি কোন সম্পদও রেখে গিয়ে না থাকে তাহলে তার কাফনের দায়িত্ব সকল মুসলমানের সামষ্টিগতভাবে। এখন কোন এক ব্যক্তি তার দায়িত্বগ্রহণ করুক অথবা সকলে মিলে।

৪. বালেগ, নাবালেগ, মুহাররাম, গায়ের মুহাররাম সকলের কাফন একই সমান।



www.nagorikpathagar.org

৫. কাফনের জন্য সেই ধরনের কাপড় হতে হবে যা মাইয়েতের জন্য জীবদ্দশায় জায়েজ ছিল। মেয়েদের জন্য রেশমি অথবা রঙিন কাপড়ের কাফন দেয়া জায়েজ। কিন্তু পুরুষের জন্য রেশমি কাপড় অথবা জাফরানি রঙের কাপড় দেয়া যাবে না।

৬. বেশি মূল্যবান কাপড় কাফন হিসেবে দেয়া মাকরুহ। আর একেবারে নিকৃষ্ট ধরনের কাপড় হওয়াও ঠিক নয়। বরঞ্চ জীবদ্দশায় মাইয়েত যে মানের কাপড় ব্যবহার করতো সে মানের কাফন হওয়াই উচিত।

৭. সাদা কাফন হওয়াই ভালো- নতুন হোক বা পুরাতন।

৮. অনেকে জীবদ্দশায় আপন কাফনের ব্যবস্থা করে থাকে তাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু জীবদ্দশায় নিজের কবর খনন করে রাখা মাকরুহ।

৯. পুরুষের জন্য তিনটি কাপড় সুন্নাত

(ক) সিলাইবিহীন জামা বা কোর্তা

(খ) তহবন্দ

(সা) চাদর

জামা গলা থেকে পা পর্যন্ত হতে হবে। ইজার ও তহবন্দ মাথা থেকে পা পর্যন্ত এবং চাদর তা থেকে একহাত লম্বা হতে হবে যেন মাথা এবং পা দু'দিকে বাঁধা যেতে পারে । কোর্তা বা জামায় আস্তিন অথবা কল্লী হবে না।

১০. মেয়েদের কাফনে পাঁচ কাপড়-

(ক) কোর্তা

(খ) ইজার

(সা) মাথাবন্ধ

(ঘ) সিনাবন্ধ

(ঙ) চাদর

কোর্তা গলা থেকে পা পর্যন্ত। কল্লি বা আস্তিন হবে না। ইজার মাথা থেকে পা পর্যন্ত। চাদর তার থেকে এক হাত লম্বা। মাথা বন্ধ তিন হাত লম্বা হতে হবে। মাথা ঢেকে চেহারার উপর দিয়ে দিতে হবে। বাঁধা অথবা পেঁচানো যাবে না। সীনাবন্ধ বুক থেকে হাঁটু পর্যন্ত। এমন চওড়া হতে হবে যেন, বাঁধা যায়।

১১. উপরের মুতাবেক কাফন সংগ্রহ করতে না পারলে পুরুষের ইজার ও চাদর এবং মেয়েদের ইজার, চাদর এবং মাথা বন্ধ হলেও চলবে। তাও সংগ্রহ করতে না পারলে যা পারা যায় তাই করতে হবে। কোন অংশ



www.nagorikpathagar.org

খোলা থাকলে পাতা ইত্যাদি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে যেন উলঙ্গ না থাকে।

১২. মৃত বাচ্চা হলে অথবা গর্ভপাত হলে কোন পাক সাফ কাপড় জড়িয়ে দাফন করা উচিত।

## কাফন পরাবার নিয়ম

পুরুষকে কাফন পরাবার নিয়ম এই যে, প্রথমে কাফনের চাদর কোন চৌকি বা তক্তার উপর বিছিয়ে দিতে হবে। চাদরের উপর ইজার বিছাতে হবে। তারপর মাইয়েতকে কোর্তা পরিয়ে ইজারের উপর শুইয়ে দিতে হবে। তারপর ইজার এমনভাবে জড়াতে হবে যেন তার ডান কিনারার ওপর থাকে। অর্থাৎ প্রথম বাম দিক থেকে জড়াবে। এভাবে চাদরও জড়াতে হবে।

মেয়েলোকদের কাফন পরার নিয়ম এই যে, প্রথমে চাদর বিছাবে তারপর ইজার, তারপর কোর্তা পরায়ে মাইয়েতের চুল দু'ভাগ করে ডানে বামে কোর্তার উপর রেখে দিতে হবে। তারপর মাথাবন্ধ মাথায় উড়ে দিয়ে মুখের উপর রাখতে হবে, বাঁধা হবে না। তারপর মাইয়েতকে ইজারের উপর শুইয়ে দিতে হবে। তারপর উপরে বর্ণিত নিয়মে ইজার পরাতে হবে যেন ডান কিনারা বাম কিনার উপরে পড়ে। এভাবে সিনাবন্ধ ও চাদর জড়াতে হবে। মাথা, কোমর এবং পা কাপড়ের ফিতা দিয়ে বেঁধে দিতে হব যেন বাতাসে রাস্তায় খুলে না যায়।

## জানাজার নামাজ

জানাজার নামাজ হচ্ছে মাইয়েতের জন্য রহমানুর রহিমের কাছে দোয়া করা। যখন কোন দোয়া মুসলমানগণ সমবেত ভাবে করে তখন তা আল্লাহ তায়ালার দরবারে কবুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ জন্য জানাজার নামাযে যতোবেশি লোক হয় ততো ভালো। কিন্তু লোক বেশি জমা করার জন্য জানাযা বিলম্ব করা ঠিক নয়।

## জানাজার নামাজের হুকুম

জানাজার নামাজ ফরযে কেফায়া। কিতাব ও সুন্নাত থেকে তার ফরজ হওয়া প্রমাণিত। অতএব অস্বীকারকারী কাফের।

জানাযা নামাযে দু'টি ফরজঃ



www.nagorikpathagar.org

১. চারবার আল্লাহু আকবার বলা। প্রত্যেক তাকবির এক রাকায়াতের স্থলাভিষিক্ত। এ নামাযে রুকু সিজদা নেই।

২. কেয়াম করা। বিনা ওযরে বসে জানাজার নামাজ জায়েজ হবে না। কোন কিছুর উপরে আরোহণ করেও জায়েজ হবে না।

## জানাজার নামাজের সুন্নাত

এ নামাযে তিনটি সুন্নাত

১. আল্লাহর হাম্‌দ ও সানা পড়া।

২. নবীর (সা) উপর দরূদ পড়া।

৩. মাইয়েতের জন্য দোয়া করা।

## নামাজ পড়ার নিয়ম

নামাজের জন্য তিন কাতার সুন্নাত। লোক বেশি হলে তিন কাতারের বেশি করা যাবে কিন্তু কাতার বেজোড় হওয়া উচিত। মাইয়েতকে কেবলার দিকে সামনে রেখে তার সিনা বরাবর ইমাম দাঁড়াবেন এবং সকলে নিয়ত করবে। অতঃপর উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে তাকবীরে তাহরিমার মত হাত বাঁধবে এবং পড়বে-

سُبْحَانَكَ اللّٰهُ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَاءُكَ

وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ

-হে আল্লাহ সকল প্রশংসাসহ তুমি সকল প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে পাক ও পবিত্র। তোমার নাম মঙ্গল ও বরকতপূর্ণ, তোমার মহত্ব অতি বিরাট, তোমার প্রশংসা অতি মহত্বপূর্ণ এবং তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।

সানা পড়ার পর আবার তাকবির বলবে কিন্তু হাত উঠাবে না। তারপর নিম্নের দরুদ পড়বে

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ ـ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى

اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ



www.nagorikpathagar.org

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

তারপর তাকবির বলে মাইয়েতের জন্য দোয়া পড়বে। মাইয়েত যদি বালেগ হয়, (পুরুষ হউক বা স্ত্রী) তবে এই দোয়া পড়বে:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ، اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ

-হে আল্লাহ, আমাদের জীবিত, আমাদের মৃত, আমাদের মধ্যে উপস্থিত ও অনুপস্থিত, আমাদের ছোট ও বড়, আমাদের পুরুষ এবং নারী সকলের গুনাহ মাফ করে দাও। হে আল্লাহ, তুমি যাদেরকে জীবিত রেখেছ তাদেরকে ইসলামের উপর জীবিত রাখ, তুমি যাদের মৃত্যু দাও তাদের ঈমানের সাথে মৃত্যু দাও।

তারপর চতুর্থ তাকবির বলে দু'দিকে সালাম ফিরাবে। তাকবির ইমাম উচ্চস্বরে বলবেন।

নাবালেগ মাইয়েতের জন্য দোয়া

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَسَلَفًا وَأَجْرًا

-হে আল্লাহ, এ বাচ্চাকে আমাদের নাজাত ও আরামের জন্য আগে পাঠিয়ে দাও, তার জন্য যে শোক দুঃখ তা আমাদের প্রতিদান ও সম্পদের কারণ বানিয়ে দাও, তাকে আমাদের শাফায়াতকারী বানাও যা কবুল করা হবে।

নাবালিকার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَسَلَفًا وَأَجْرًا

যাদের এসব দোয়া জানা নেই, তারা শুধু চার তাকবির বললে নামাজ হয়ে যাবে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, মুসলমানদের মধ্যে অনেকে তাদের প্রিয়জনদের জানাযায় শরীক হয়ে সমবেতভাবে দোয়া করার সৌভাগ্য থেকে



www.nagorikpathagar.org

বঞ্চিত থাকে। তারা নানা-ওযর আপত্তি করে নিজে জানাযায় শরীক হয় না। অন্যকে নামাজ পড়তে দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে যেন তামাশা দেখে।

১. জানাজার জন্য জামায়াত শর্ত নয়। একজন জানাজার নামাজ পড়লে ফরজ আদায় হবে। তবে ব্যবস্থাপনার সাথে জানাযায় শরীক হওয়া সকলের উচিত। নবী (সা) বলেন যে, জানাযায় শরীক হওয়া মুসলমানদের মাইয়েতের হক-(মুসলিম)।

২. জানাযা ঐসব মসজিদে মাকরুহ যা পাঞ্জেগানা নামাজের জন্য তৈরি করা হয়েছে। জুমা মসজিদেও মাকরুহ। তবে যে মসজিদ বিশেষ করে জানাযায় নামাজের জন্য তৈরী করা হয়েছে, সেখানে মাকরুহ নয়।

৩. একই সময়ে কয়েকটি জানাযা জমা হলে প্রত্যেকের পৃথক পৃথকও পড়া যায় এবং এক সাথেও পড়া যায়, এক সাথে পড়তে হলে তার নিয়ম এই যে, প্রত্যেক জানাজার মাথা উত্তরে এবং পা দক্ষিণে রাখতে হবে। অর্থাৎ কারো মাথা বা পায়ের দিকে কোন জানাযা থাকবে না। তারপর ইমাম পূর্বধারে রাখা জানাজার সিনা বরাবর দাঁড়াবেন। তাহলে সকলের সিনা বরাবর দাঁড়ানো হবে।

৪. যেসব কারণে অন্যান্য নামাজ নষ্ট হয় সেসব কারণে জানাজার নামাজ নষ্ট হবে। তবে অট্রহাসিতে জানাজার নামাজ নষ্ট হয় না অথবা পুরুষের বরাবর অথবা সামনে কোন মেয়েলোক দাঁড়ালেও নামাজ নষ্ট হবে না।

৫. যদি কোন ব্যক্তি বিলম্বে জানাযায় হাজির হয় তখন ইমাম কিছু তাকবির বলে ফেলেছেন তখন সে আসা মাত্রই ইমামের সাথে শামিল হবে না বরঞ্চ পরবর্তী তাকবিরের অপেক্ষা করবে যখন ইমাম তাকবির বলবেন তখন সে তাকবির বলে নামাযে শামিল হবে। এ তাকবির তার তাকবির তাহরিমা মনে করা হবে। ইমাম সালাম ফিরলে মসবুকের মতো সে ছুটে যাওয়া তাকবিরগুলো বলে নামাজ শেষ করবে।

৬. যদি কারো অজু বা গোসলের প্রয়োজন হয়ে থাকে এবং সে মনে করে যে অজু বা গোসল করতে গেলে জানাযা পাওয়া যাবে না, তাহলে তায়াম্মুম করে জানাজার নামাযে শরিক হওয়া জায়েজ হবে। এ জন্য জানাজার কাযা নেই।

৭. জানাযা নামাজ পড়াবার সবচেয়ে হকদার ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান অথবা তার নিযুক্ত শহরের শাসনকর্তা। তা না হলে শহরের কাযী অথবা তার সহকারী। এসব না থাকলে মহল্লার ইমাম। মহল্লার ইমাম তখন পড়াবেন যখন মাইয়েতের আপনজন কেউ ইমামের চেয়ে এলমে



www.nagorikpathagar.org

তাকওয়ার দিক থেকে উৎকৃষ্টতর না হয়। নতুবা আপনজনই জানাযা পড়াবার সবচেয়ে বেশি হকদার। তারপর অলী যাকে অনুমতি দেয় সে পড়াবে।

৮. জানাজার পর পরই মাইয়েত কবরে নিয়ে যাওয়া উচিত।

৯. মাইয়েত ছোট বাচ্চা হলে তাকে হাত উঠিয়ে কবরে নিয়ে যেতে হবে এক ব্যক্তি কিছু দূর নেবে অন্য ব্যক্তি কিছু দূর এভাবে পালাক্রমে কবরে নিয়ে যাবে।

১০. মাইয়েত বয়স্ক হলে তাকে খাটিয়াতে করে চারজন চার পায়া ধরে কাঁধে করে নিয়ে যাবে।

১১. কোন ওযর ব্যতীত মাইয়েতকে যানবাহনে করে নেয়া মাকরুহ।

১২. জানাযায় একটু দ্রুত কদমে নিয়ে যাওয়া সুন্নাত, তবে এত দ্রুত নয় যে, মাইয়েত ঝাঁকুনি পায়।

১৩. জানাজার পেছনে যাওয়া মুস্তাহাব। সকলের আগে মাকরুহ। কিছু আগে কিছু পেছনে যাওয়া যায়।

১৪. জানাজার সাথে যারা চলবে, জানাযা নামাবার আগে তাদের বসা ঠিক নয়। বিনা ওযর বসা মাকরুহ।

১৫. জানাজার সাথে পায়ে হেঁটে চলা মুস্তাহাব। যানবাহনে হলে তাকে পেছনে থাকতে হবে।

১৬. জানাজার সাথে চলতে গিয়ে উচ্চস্বরে দোয়া যিকির করা মাকরুহ।

১৭. জানাজার সাথে মেয়েদের যাওয়া মাকরুহ তাহরিমি।



www.nagorikpathagar.org

# যাকাতের বিভিন্ন মাসয়ালা

১. কাউকে আপনি টাকা কর্জ দিয়েছেন। কিন্তু তার অবস্থা খুবই শোচনীয়। এখন যদি আপনি আপনার যাকাতের মধ্যে ঋণ কেটে নেন, তাহলে যাকাত আদায় হবে না। কিন্তু যদি ঋণের পরিমাণ টাকা তাকে যাকাত দিয়ে দেন এবং তারপর তার কাছে তা আবার ঋণ হিসেবে আদায় করে নেন, তাহলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

২. ঘরে কাজ কর্মের যেসব চাকর চাকরানি, দাই প্রভৃতি থাকে তাদের কাজের পারিশ্রমিক ও বেতন হিসেবে তোদেরকে যাকাত থেকে দেয়া জায়েজ হবে না।

৩. দুঃস্থ অভাবগ্রস্তদের কাপড় বানিয়ে দিতে, শীতের মওসুমে লেপ কম্বল বানিয়ে দিতে, বিয়ে শাদিতে তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য যাকাত থেকে ব্যয় করা যেতে পারে।

৪. যে মেয়েলোক কোনো শিশুকে দুধ খাইয়েছে সে যদি গরবী দুঃস্থ হয় তাহলে তাকে যাকাতের টাকা পয়সা দেয়া যেতে পারে। সে শিশু বয়স্ক হওয়ার পর তার দুধ মাকে যাকাত দিতে পারে।

৫. একজনকে হকদার মনে করে যাকাত দেয়া হলো। তারপর জানা গেল যে সে সাহেবে নেসাব অথবা হাশেমী সাইয়েদ, অথবা অন্ধকারে যাকাত দেয়া হলো তারপর জানা গেল যে, সে আপন মা অথবা মেয়ে অথবা এমন কোনো আত্মীয় যাকে যাকাত দেয়া জায়েজ নয়, তাহলে এ অবস্থায় যাকাত আদায় হয়ে যাবে। পুনরায় যাকাত দেয়ার প্রয়োজন নেই। অবশ্য যে নেবে সে যদি হকদার না হয় তাহলে তার নেয়া উচিত নয় এবং নেয়ার পর তার ফেরত দেয়া উচিত।

৬. কাউকে হকদার মনে করে যাকাত দেয়ার পর জানা গেল যে, সে অমুসলিম, তাহলে যাকাত আদায় হবে না। পুনরায় দিতে হবে।

৭. নোট, মুদ্রা, তেজারতি মাল যা কিছুই সোনা চাঁদির নেসাবের পরিমাণ হবে তার যাকাত ওয়াজিব হবে। যেমন, কারো কাছে কিছু নোট আছে এবং বিভিন্ন মুদ্রা আছে সব মিলে ৪০০/- টাকা হচ্ছে অথবা এতো টাকার তেজারতি মাল আছে, তাহলে যদিও সোনার নেসাব পুরো হচ্ছে না, চাঁদির নেসাব পুরো হচ্ছে, তাহলেও সে ব্যক্তি সাহেবে নেসাব হয়ে যাবে এবং তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে। এজন্য যে ৪০০/- টাকা সাড়ে ৩৬ তোলা চাঁদির মূল্যের অধিক। (মনে রাখা দরকার যে, সোনা এবং



www.nagorikpathagar.org

চাঁদির মূল্য বর্তমানে অনেক বেড়ে গেছে। বর্তমানে (১৯৮৩) সাড়ে ৩৬ তোলা চাঁদির মূল্য প্রায় তিন হাজার টাকা। তাছাড়া নেসাব সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে। অনেকের মতে সাড়ে ৫২ তোলা চাঁদি এবং সাড়ে ৭ ভরি সোনা যাকাতের নেসাব। যাই হোক, সোনা ও চাঁদির বাজার দরের ওপরই যাকাতের নেসাব ঠিক হবে।

৯. ব্যাংকে রাখা আমানতের ওপর যাকাত ওয়াজিব।

১০. এক ব্যক্তি সারা বছর বিভিন্নভাবে সদকা খয়রাত করতে থাকলো কিন্তু যাকাতের নিয়ত করলো না। তাহলে বছর শেষ হওয়ার পর ঐসব খয়রাত করা মাল যাকাতের হিসেবে ধরা যাবে না। এজন্য যাকাত বের করার সময় যাকাতের নিয়ত করা শর্ত।

১১. যাকাতের টাকা মানি অর্ডার করে পাঠানো যায় এবং মানি অর্ডার ফিস যাকাত থেকে বাদ দেয়া জায়েজ।

## ওশরের বিবরণ

### ওশরের অর্থ

ওশরের আভিধানিক অর্থ এক দশমাংশ। কিন্তু পরিভাষায় ওশর হচ্ছে উৎপন্ন ফসলের যাকাত যা কোনো জমির উৎপন্নের দশ ভাগের এক ভাগ এবং কোনো জমির বিশ ভাগের এক ভাগ।

ওশরের শরয়ী হুকুম

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَ مِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۪ وَ لَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَ لَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ؕ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ۝

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের রোজগারের উৎকৃষ্ট অংশ আল্লাহর পথে খরচ কর। এবং তার মধ্যথেকেও যা তোমাদের জন্য আমি জমিন থেকে বের করেছি। (উৎপন্ন করেছি)। (সূরা আল বাকারা : ২৬৭)

অন্য স্থানে বলা হয়েছে :

وَ اٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ۖ



www.nagorikpathagar.org

এবং আল্লাহর হক আদায় কর যেদিন তোমরা ফসল কাটবে। (সূরা আল আনআম : ১৪১)

তাফসীরকারগণের এ ব্যাপারে মতৈক্য রয়েছে যে, এর অর্থ হলো উৎপন্ন ফসলের যাকাত অর্থাৎ ওশর।

কোরআন পাকের উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে জানা যায় যে, উৎপন্ন ফসলের এক দশমাংশ ফরজ এবং হাদীস সম্পর্কে তাকিদ রয়েছে। নবী বলেন,

যে জমি বৃষ্টির পানি অথবা ঝর্নার বা নদী নালার পানিতে প্লাবিত হয় অথবা নদীর কিনারে হওয়ার কারণে স্বভাবত উর্বর ও পানিসিক্ত থাকে, তার থেকে উৎপন্ন ফসলের দশভাগের একভাগ ওশর বের করা ওয়াজিব। আর যে জমিতে কূপের পানি তুলে চাষ করা হয় তার বিশ ভাগের একভাগ ওয়াজিব।

## ওশরের হার

বর্ষা নদী নালার পানিতে যে জমির ফসল উৎপন্ন হয় অথবা নদীর কিনারায় হওয়ার কারণে যে জমিতে স্বভাবতই উর্বরতা ও পানি থাকে সে জমির উৎপন্ন ফসলের একদশমাংশ যাকাত হিসাবে বের কর ওয়াজিব। আর বিভিন্ন উপায়ে সেচ কাজের দ্বারা যে জমির ফসল উৎপন্ন হয় তার বিশভাগের একভাগ যাকাত হিসাবে বের করা ওয়াজিব।

ওশর (ফসলের যাকাত) আল্লাহর হক এবং তা মোট উৎপন্ন ফসলের প্রকৃত এক-দশমাংশ অথবা এক-বিশমাংশ। অতএব শস্য অথবা ফল ব্যবহারযোগ্য হলে প্রথমে তার ওশর বের করতে হবে তারপর সে শস্য বা ফল ব্যবহার করা হবে।

ওশর বের করার আগে তা ব্যবহার করা জায়েজ নয় নতুবা এক-দশমাংশ হোক অথবা তার অর্ধেক তা আল্লাহর পথে যাবে।

কোন কোন জিনিসের ওশর ওয়াজিব

জমি থেকে উৎপন্ন প্রত্যেক বস্তুর ওপর ওশর ওয়াজিব। যা গুদামজাত করা হয় এমন ফসলের উপরও, যেমন খাদ্যশস্য, সরিষা, তিল, আখ, খেজুর, শুকনো ফল প্রভৃতি এবং ঐসব ফসলের ওপরও যা গুদামজাত করা যায় না, যেমন শাকসবজি, শসা, খিরা, গাজর, মূলা, শালগম, তরমুজ, আম, মালটা প্রভৃতি (কোনো ফকিহর মতে শাক সবজি, তরি-তরকারি, ফলমূল যা গুদামজাত করা যায় না তার ওপর ওশর ওয়াজিব নয়। তবে যদি কৃষক বাজারে বিক্রি করে তাহলে তার উপর তেজারতি যাকাত ওয়াজিব হবে তার



www.nagorikpathagar.org

মূল্য নেসাব পরিমাণ হলে। অর্থাৎ যদি বছরের প্রথমে এবং শেষে তেজারতি মাল দুইশ দিরহাম অথবা অধিক হয়।)

## ওশরের মাসয়ালা

১. ওশরের মোট উৎপন্ন ফসলের আদায় করতে হবে। ওশর আদায়ের পর অবশিষ্ট ফসল থেকে কৃষির যাবতীয় খরচ বহন করতে হবে। যেমন কারো জমিতে ত্রিশ মণ ফসল হল। এক-দশমাংশ তিন মণ ওশর দেওয়ার পর বাকি সাত মণ থেকে কৃষির খরচপত্র বহন করতে হবে।

২. ফসল যখনই ব্যবহার যোগ্য হবে তখনই তার উপর ওশর ওয়াজিব হবে। যেমন-ছোলা, মটর, আম প্রভৃতির পাকার আগেই ব্যবহার করতে হবে। অতএব তখন যে পরিমাণ হবে তার ওশর বের করতে হবে। ওশর বের করার আগেই তা ব্যবহার করা দুরস্ত নয়।

৩. কারো বাগানে ফল হয়েছে। তা পাকার আগে বিক্রি করলে ওশর খরিদদারের উপর ওয়াজিব হবে। পাকার পর বিক্রি করলে ওশর বিক্রেতার ঘাড়ে পড়বে।

৪. জমিতে যে চাষ করবে ওশর তারই উপর ওয়াজিব হবে তা সে জমি ভাড়া নিয়ে চাষ করুক অথবা বর্গা নিয়ে চাষ করুক।

৫. দুজন মিলে চাষাবাদ করলে ওশর উভয়ের উপর ওয়াজিব হবে তা যদি বীজ একজনের হয় তবুও।

৬. ওশর ফরজ হওয়ার জন্য নেসাব কোন শর্ত নয়।(ইমাম আযম ও ইমাম শাফেয়ীর মতে পাঁচ ওয়াসাক (ত্রিশ মণ) এর কম হলে তার ওশর নেই। আহলে হাদীসের অভিমতও তাই। ওশর ফরজ হওয়ার এ একটি শর্ত যে, উৎপন্ন ফসল অন্তত পাঁচ ওয়াসাক বা ত্রিশ মণ হবে। তার প্রমাণ নিম্ন বর্ণিত হাদীস; পাঁচ ওয়াসাকের কম ফসলের ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়। (বুখারী) ফসল কম হোক বেশি হোক ওশর দিতে হবে। অবশ্য দু বা আড়াই কিলোগ্রাম, ফসল ধর্তব্য নয়।

৭. ওশরে বছর পূর্ণ হওয়ার প্রশ্নও নেই। বরঞ্চ যে জমিতে বছরে দু ফসল হয় তার প্রত্যেক ফসলের ওশর দিতে হবে।

৮. নাবালেগ শিশু ও মাথা খারাপ লোকের ফসলেরও ওশর ওয়াজিব।

৯. ওয়াকফ করা জমি চাষ করলে চাষির উপর ওশর ওয়াজিব।



www.nagorikpathagar.org

১০. বৃষ্টির পানিতে উর্বর জমিতে কৃত্রিম উপায়ে সেচ কার্য করলে তার ওশর নির্ধারণে এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে, স্বাভাবিক বর্ষণের কারণে সে জমি অধিক উর্বরতা লাভ করেছে, না সেচের কারণে।

১১. ওশর ফসলের আকারেও দেয়া যায় অথবা তার মূল্য।

১২. বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানে যেসব জমি মুসলমানদের মালিকানায় আছে, তা ওশরী এবং তার ওশর দিতে হবে।

১৩. জমির খাজনা দিলে ওশর মাফ হয় না।

১৪. যাকাত যেসব খাতে ব্যয় করা হয়, ওশরও সেসব খাতে ব্যয় করতে হবে।

## সদকায়ে ফিতরের অর্থ

ফিতরের আভিধানিক অর্থ রোযা খোলা। সদকায়ে ফিতরের অর্থ রোযা খোলার সদকা। পারিভাষিক অর্থে সদকায়ে ফিতর বলতে বুঝায় সেই ওয়াজিব সদকা যা রমযান খতম হওয়ার এবং রোযা খোলার পর দেয়া হয় যে বছর মুসলমানদের ওপর রমযানের রোযা ফরজ করা হয় সে বছরই নবী (সা) সদকায়ে ফিতর আদায় করার হুকুম দেন।

কাদের পক্ষ থেকে সদকায়ে ফিতর আদায় করা ওয়াজিব

১. সচ্ছল ব্যক্তি তার নিজের ছাড়াও নাবালেগ সন্তানদের পক্ষ থেকে সদকায়ে ফিতর দিয়ে দিবে, নাবালেগ সন্তান যদি ধনবান হয় তাহলে তাদের ধন থেকে নতুবা নিজের পক্ষ থেকে দেবে।

২. যেসব সন্তান হুঁশ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে তাদের মাল থাক আর না থাক, তাদের পক্ষ থেকে সদকায়ে ফিতর দিয়ে দেয়া ওয়াজিব, তারা সাবালক হোক বা না হোক।

৩. যারা তাদের খাদেম বা চাকর বাকরের পৃষ্ঠপোষকতা ও ভরণ পোষণ করে তারা তাদের পক্ষ থেকে সদকা দিয়ে দেবে।

৪. সাবালক সন্তানদের পক্ষ থেকে পিতার দেয়া ওয়াজিব যদি তারা দুস্থ ও দরিদ্র হয়। মালদার হলে ওয়াজিব হবে না।

৫. বিবির পক্ষ থেকে ওয়াজিব তো নয়। তবে স্বামী দিয়ে দিলে বিবির পক্ষ থেকে হয়ে যাবে।

৬. বাপ মারা গেলে দাদার উপরে সকল দায়িত্ব এসে পড়ে যা পিতার ছিল।



www.nagorikpathagar.org

৭. স্ত্রীলোক যদি সচ্ছল হয় তাহলে শুধু তার সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব। তার নিজের ছাড়া স্বামী, সন্তান বা মা-বাপের পক্ষ থেকে দেয়া তার ওয়াজিব নয়।

## সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ

সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ আশি তোলা সেরের হিসেবে এক সের তিন ছটাক গমের আটা (মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর মতে- একজনের সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ এক সের সাড়ে বার ছটাক। সাবধানতার জন্য দু সের দেয়া ভালো) যব বা যবের আটা, অথবা খুরমা, মুনাক্কা দিতে হলে গমের দ্বিগুণ দিতে হবে। (নবী (সা) এর যুগে সম্ভবত যব এবং খুরমা মুনাক্কার মূল্য সমান ছিল)

## সদকায়ে ফিতরের বিভিন্ন মাসায়েল

১. যে ব্যক্তি কোনো কারণে রমযানের রোযা রাখতে পারেনি, তারও সদকায়ে ফিতর দেয়া ওয়াজিব। সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হওয়ার জন্য রোযা শর্ত নয়।
২. সদকায়ে ফিতর খাদ্য শস্যের আকারেও দেয়া যায়, তার মূল্যও দেয়া যায়। দেয়ার সময় ফকির মিসকিনদের সুবিধা বিবেচনা করে খাদ্য শস্য বা মূল্য দেয়া উচিত।
৩. গমের পরিবর্তে অন্য কিছু যেমন জোয়ার, বাজরা, ছোলা, মটর প্রভৃতি দেয়ার ইচ্ছা থাকলে গম অথবা যবের মূল্যে পরিমাণ হওয়া উচিত।
৪. একজনের সদকায়ে ফিতর একজন ফকীরকেও দেয়া যায় এবং কয়েকজনকেও দেয়া যায়। তেমনি কয়েকজনের ফিতরা একজনকেও দেয়া যায় এবং কয়েকজনকেও দেয়া যায়।
৫. কারো কাছে কিছু গম এবং কিছু যব আছে। তাহলে হিসেব করে সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ পূর্ণ করে দেবে।
৬. প্রয়োজন হলে ফিতরা অন্যস্থানেও পাঠানো যায়। তবে ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া অন্যত্র না পাঠানো উচিত।
৭. সদকায়ে ফিতরের ব্যয়ের খাতও তাই, যাক যাকাতের।



www.nagorikpathagar.org

## রোজার অর্থ

রোজাকে আরবি ভাষায় সাওম বা সিয়াম বলে। তার অর্থ কোন কিছু থেকে বিরত থাকা এবং তা পরিত্যাগ করা। শরিয়তের পরিভাষায় সাওমের অর্থ সুবহে সাদিক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খানা পিনা ও যৌন ক্রিয়াকর্ম থেকে বিরত থাকা।

### রোজা ফরজ হওয়ার হুকুম

হিজরতের দেড় বছর পর রমজানের রোজা মুসলমানদের ওপর ফরজ করা হয়।

### রোজার প্রকারভেদ ও তার হুকুম

রোজা ছয় প্রকার-যার বিস্তারিত বিবরণ ও হুকুম জানা জরুরি।

(১) ফরজ (২) ওয়াজিব (৩) সুন্নাত (৪) নফল (৫) মাকরূহ (৬) হারাম

১. ফরজ রোযা- বছরে শুধু রমজানের রোজা (৩০ বা ২৯চাঁদ অনুযায়ী) মুসলমানদের উপর ফরজ। কুরআন ও হাদীস থেকে রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। মুসলিম উম্মত আর গোটা ইতিহাসে বরাবর এর উপর আমল করে এসেছে। যে রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার অস্বীকার করবে সে কাফের হবে এবং ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত হবে। আর বিনা ওজরে রোজা ত্যাগ করলে ফাসেক ও কঠিন গোনাহগার হবে। রমজানের রোজা কোন কারণে বা অবহেলা করে করা না হলে তার কাযা করাও ফরজ। এ ফরজ কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নয়, যখনই সুযোগ হবে করতে হবে। বরঞ্চ যথা শীঘ্র করা উচিত।

২. ওয়াজিব রোজা,মানতের রোজা, কাফফারার রোজা ওয়াজিব।কোন নির্দিষ্ট দিনে রোজ রাখার মানত করলে সেই দিনে রোজা রাখা জরুরি। দিন নির্দিষ্ট না করলে যে দিন ইচ্ছা করা যায়। বিনা কারণে বিলম্ব করা ঠিক নয়।

৩. সুন্নাত রোজা যে রোজা নবী (সা) স্বয়ং করেছেন এবং করতে বলেছেন তা সুন্নাত। তা রাখার বিরাট সওয়াব রয়েছে। কিন্তু তা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ নয় এবং না করলে গোনাহ হবে না। সুন্নাত রোজা নিম্নরূপ:

- আশুরার রোজা। অর্থাৎ মুহররমের নয় তারিখ এবং দশ তারিখে দুটি রোজা।



www.nagorikpathagar.org

- আরাফার দিনের রোজা। অর্থাৎ যুলহজ্জের নয় তারিখে রোজা।
- আইয়ামে বীযের রোজা। অর্থাৎ চাঁদের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে রোজা।

৪. নফল রোজা ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত বাদে সব রোজা নফল বা মুস্তাহাব। নফল রোজা এমন যে, তা নিয়মিত করলে বিরাট সওয়াব পাওয়া যায়। যেমনঃ

- শাওয়াল মাসের ছটি রোজা।
- সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোজা।
- শাবানের ১৫ই তারিখের রোযা।
- যুলহজ্জ মাসের প্রথম আট রোজা।

৫. মাকরূহ রোজা-

- শুধু শনি অথবা রবিবার রোজা রাখা।
- শুধু আশুরার দিন রোজা রাখা।
- স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে রোজ রাখা।
- মাঝে কোন দিন বাদ না দিয়ে ক্রমাগত রোজা রাখা যাকে সাওমে ভেসাল বলে।

৬. হারাম রোজা-বছরে পাঁচদিন রোজা রাখা হারাম।

- ঈদুল ফিতরের দিন রোজা।
- ঈদুল আযহার দিন রোজা।
- আইয়ামে তাশরিকে রোজা রাখা অর্থাৎ ১১ই, ১২ই, ১৩ই যুলহাজ্জ তারিখে রোজা রাখা হারাম।

## রোজা ওয়াজিব হওয়ার শর্ত

১. মুসলিম হওয়া। কাফেরের ওপর রোজা ওয়াজিব নয়।

২. বালেগ হওয়া। নাবালেগের ওপর রোজা ওয়াজিব নয়।

## রোজার ফরজ

রোজার মধ্যে সুবহে সাদেক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তিনটি বিষয় থেকে বিরত থাকা ফরজ।

১. কিছু খাওয়া থেকে বিরত থাকা।

২. কিছু পান করা থেকে বিরত থাকা।

৩. যৌন বাসনা পূর্ণ করা থেকে বিরত থাকা।



www.nagorikpathagar.org

## রোজার সুন্নাত ও মুস্তাহাব

১. সাহরীর ব্যবস্থা করা সুন্নাত, কয়েকটি খেজুর হোক বা এক চুমুক পানি হোক।

২. সাহরির সময় খাওয়া মুস্তাহাব। সুবহে সাদিক হতে যখন সামান্য বাকি।

৩. রোজার নিয়ত রাতেই করে নেয়া মুস্তাহাব।

৪. ইফতার তাড়াতাড়ি করা মুস্তাহাব। অর্থাৎ সূর্য অস্ত যাওয়ার পর অথবা বিলম্ব না করা।

৫. খুরমা খেজুর অথবা পানি দিয়ে ইফতার করা মুস্তাহাব।

৬. গিবত, চোগলখুরি, মিথ্যা বল, রাগ এবং বাড়াবাড়ি না করা সুন্নাত। এ কাজ অবশ্য অন্য সময় করাও ঠিক নয়। কিন্তু রোজার সময় তার থেকে দূরে থাকার চেষ্টা বেশি করে করা উচিৎ।

## কী কী কারণে রোজা নষ্ট হয়

রোযা অবস্থায় তিনটি বিষয় থেকে দূরে থাকা ফরজ, যথাঃ

(১) কিছু না খাওয়া (২) কিছু পান না করা এবং (৩) যৌনবাসনা পূর্ণ না করা। এসব থেকে বিরত থাকা ফরজ।

অতএব উপরোক্ত তিনটি ফরযের খেলাপ কাজ করলেই রোযা নষ্ট হয়। যেসব জিনিস রোযা নষ্ট করে তা আবার দু প্রকার। এক যার দ্বারা শুধু কাযা ওয়াজিব হয়। দুই-যার দ্বারা কাযা ও কাফফারা উভয়ই ওয়াজিব হয়।

## সাহরি বিলম্বে করা

সুবহে সাদেক হতে সামান্য বাকি আছে এতো বিলম্ব করে সাহরী খাওয়া মুস্তাহাব।অনেকে সাবধানতার জন্য অনেক আগে সাহরী খায়। এটা ভালো নয়। বিলম্বে খাওয়াতে সওয়াব আছে।

## ইফতার তাড়াতাড়ি করা

নবী (সা) বলেন, তিনটি বিষয় পয়গম্বরসুলভ আচরণের শামিলঃ

১. সাহরি বিলম্বে খাওয়া।

২. ইফতার তাড়াতাড়ি করা।

৩. নামাযে ডান হাত বাম হাতের ওপর রাখা।



www.nagorikpathagar.org

## যেসব ওজরের কারণে রোযা না রাখার অনুমতি আছে

যেসব ওজরের কারণে রোযা না রাখার অনুমতি আছে তা হলো দশটি। তার বিবরণ নিম্নরূপঃ

(১) সফর, (২) রোগ (৩) গর্ভধারণ (৪) স্তন্যদান (৫) ক্ষুধা তৃষ্ণার প্রাবল্য (৬) বার্ধক্য ও দুর্বলতা (৭) জীবন নাশের ভয় (৮) জেহাদ (৯) বেহুঁশ হওয়া (১০) মস্তিষ্ক বিকৃতি।

## নফল রোযার ফযিলত ও মাসায়েল

শাওয়ালের ছয় রোযা

আশুরার দিনের রোযা

আরাফাতের দিনের রোযা

আইয়ামে বীযের রোযা

সোম ও বৃহস্পতিবারের রোযা

# এতেকাফের প্রকারভেদ

এতেকাফ তিন প্রকার ওয়াজিব, মুস্তাহাব, সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ।

## ওয়াজিব এতেকাফ

মানতের এতেকাফ ওয়াজিব। কেউ এমনি এতেকাফের মানত করলো অথবা কোনো শর্তসহ মানত করলো যেমন কেউ বললো, যদি আমি পরীক্ষায় পাস করি, অথবা যদি আমার অমুক কাজ হয়ে যায় তাহলে এতেকাফ করবো। তাহলে এ এতেকাফ ওয়াজিব হবে এবং তা পূরণ করতে হবে।

## মুস্তাহাব এতেকাফ

রমযানে শেষ দশ দিন ব্যতিরেকে যতো এতেকাফ করা হবে তা মুস্তাহাব হবে তা রমযানের প্রথম অথবা দ্বিতীয় দশ দিনে অথবা যে কোনো মাসে করা হোক।



www.nagorikpathagar.org

## সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ এতেকাফ

রমযানের শেষ দশ দিনে এতেকাফ করা সুন্নাত মুয়াক্কাদাহ কেফায়া। অর্থাৎ মুসলমানদের সামষ্টিকভাবে এ সুন্নাতের ব্যবস্থাপনা করা উচিত কারণ হাদীসগুলোতে এ বিষয়ে তাকীদ করা হয়েছে।

## এতেকাফের শর্ত

এতেকাফের চারটি শর্ত রয়েছে যা ব্যতিরেকে এতেকাফ সহীহ হবে না।

## ১। মসজিদে অবস্থান

পুরুষের জন্য জরুরি যে, সে মসজিদে এতেকাফ করবে তাতে পাঁচ ওয়াক্ত জামায়াতসহ নামাজ হোক বা না হোক। (ইমাম আবু হানিফা (র) এর নিকটে এটা জরুরি যে, যে মসজিদে জামায়াত হয় তাতে এতেকাফ করতে হবে। ইমাম মুহাম্মাদ (রা) ও ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মতে প্রত্যেক মসজিদেই এতেকাফ দুরস্তহবে। সে যুগে এর ওপরেই ফতোয়া হয় -(দুরুরল মুখতার)। মসজিদ ছাড়া পুরুষের এতেকাফ সহিহ হবে না।

## ২। নিয়ত

অন্যান্য ইবাদাতের জন্য যেমন নিয়ত শর্ত তেমনি এতেকাফের জন্য নিয়ত শর্ত। নিয়ত ছাড়া এতেকাফ হবে না নিয়ত ছাড়া এমনি যদি কেউ মসজিদে অবস্থান করে তাহলে এ অবস্থান এতেকাফ হবে না। তারপর এটাও ঠিক যে ইবাদাতের নিয়ত তখন মাত্রই সহীহ হতে পারে যখন নিয়তকারী মুসলমান হয়। তার জ্ঞান থাকতে হবে। বেহুঁশ বা পাগলের নিয়ত ধরা যাবে না।

## ৩। হাদসে আকবর থেকে পাক হওয়া

অর্থাৎ নারী পুরুষের গোসল ফরজ হলে তা করে শরীর পাক করে নেবে এবং নারী হায়েজ নেফাস থেকে পাক হবে।

## ৪। রোযা

এতেকাফ রোযা রাখাও শর্ত। অবশ্য তা শুধু ওয়াজিব এতেকাফের জন্য। মুস্তাহাব এতেকাফের জন্য রোযা শর্ত নয়। আর সুন্নাত এতেকাফের জন্য রোযা শর্ত এজন্য নয় যে, তাও রমযান মাসেই করতে হবে।



www.nagorikpathagar.org

## এতেকাফের নিয়মনীতি

১. ওয়াজিব এতেকাফ অন্ততপক্ষে একদিনের জন্য হতে পারে। তার কম সময়ের জন্য হবে না এজন্য ওয়াজিব এতেকাফ রোযা শর্ত।

২. ওয়াজিব এতেকাফ রোযা শর্ত বটে। কিন্তু এটা জরুরি নয় যে, সে রোযা খাস করে এতেকাফের জন্য করতে হবে। যেমন কেউ রমযান মাসে এতেকাফের মানত করলো। তাহলে এতেকাফ সহীহ্ হবে। রমযানের রোযাই এতেকাফের জন্য যথেষ্ট। অবশ্য এটা জরুরি যে এতেকাফে যে রোযা রাখা হবে তা ওয়াজিব হতে হবে, নফল নয়।

৩. ওয়াজিব এতেকাফের মুদ্দত কমপক্ষে একদিন এবং বেশি যতো ইচ্ছা হতে পারে।

৪. মুস্তাহাব এতেকাফের কম মুদ্দত নির্ধারিত নেই, কয়েক মিনিটের এতেকাফও হতে পারে।

৫. ওয়াজিব এতেকাফের জন্য যেহেতু রোযা শর্ত সেজন্য কেউ যদি রোযা না রাখার নিয়ত করে তবুও রোযা রাখা অপরিহার্য হবে এবং এজন্য যদি কেউ শুধু রাতের জন্য এতেকাফের নিয়ত করে তা অর্থহীন হবে।

৬. যদি কেউ রাত ও দিনের এতেকাফের নিয়ত করে অথবা কয়েক দিনের এতেকাফের নিয়ত করে তাহলে রাত তার মধ্যে শামিল মনে করতে হবে এবং রাতেও এতেকাফ করতে হবে। তবে যদি এক দিনের এতেকাফের মানত করা হয় তাহলে সারাদিনের এতেকাফ ওয়াজিব হবে রাতের এতেকাফ ওয়াজিব হবে না।

৭. মেয়েদের নিজ ঘরেই এতেকাফ করা উচিত। তাদের মসজিদে এতেকাফ করা মকরূহ তানযিহি। সাধারণত ঘরে যে স্থানে তারা নামাজ পড়ে তা পর্দা দিয়ে ঘিরে নেবে এবং এতেকাফের জন্য তা নির্দিষ্ট করে নেবে।

৮. রমযানের শেষ দশদিনে যেহেতু এতেকাফ সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ কেফায়া, এজন্য সেটা করা উচিত যাতে বাড়ির কিছু লোক অবশ্যই এর ব্যবস্থা করতে পারে। যদি এর প্রতি অবহেলা করা হয় এবং মহল্লার কেউ যদি এতেকাফ না করে তাহলে সকলেই গোনাহগার হবে।

৯. ওয়াজিব এতেকাফ যদি কোনো কারণে নষ্ট হয়ে যায়। তাহলে তার কাযা ওয়াজিব হবে। অবশ্য সুন্নাত মুস্তাহাব এতেকাফের কাযা নেই।



www.nagorikpathagar.org

## এতেকাফের মাসনুন সময়

এতেকাফের মসনুন সময় রমযানের ২০ তারিখ সূর্য অস্ত যাওয়ার কিছু পূর্ব থেকে শুরু হয় এবং ঈদের চাঁদ দেখার সাথে সাথেই শেষ হয়ে যায়। তা চাঁদ ২৯শে রমযান উদয় হোক না কেন অথবা ৩০শে রমযানে যে কোনো অবস্থায় মসনুন এতেকাফ পূর্ণ হয়ে যাবে।

## এতেকাফের সময়ে মুস্তাহাব কাজ

১. যিকির আযকার করা দীনের মাসয়ালা মাসায়েল ও এলেম কালামের উপর চিন্তা ভাবনা করা। তসবিহ তাহলিল লিপ্ত থাকা।
২. কুরআন তেলাওয়াত ও তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা।
৩. দরূদ শরীফ ও অন্যান্য যিকির করা।
৪. দীন সম্পর্কে পড়াশুনা করা ও পড়ানো।
৫. ওয়াজ ও তাবলিগ করা।
৬. দীন সম্পর্কিত বই পুস্তক রচনায় লিপ্ত থাকা।

# লায়লাতুল কদর

রমযানের শেষ দশ দিনের মধ্যে এমন এক রাত আছে যাকে লায়লাতুল কদর এবং লায়লাতুম মুবারাকাতুন বলা হয়েছে এবং তাকে এক হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম বলা হয়েছে।

কদরের দুটি অর্থ

এক- নির্ধারণ করা, সময় নির্দিষ্ট করা ও সিদ্ধান্ত করা। অর্থাৎ লায়লাতুল কদর এমন এক রাত যে রাতে আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করেন। তার সময় নির্দিষ্ট করেন এবং হুকুম নাযিল করেন ও প্রত্যেক বস্তুর ভাগ্য নির্ধারণ করেন।

## লায়লাতুল কদর নির্ধারণ

হাদীসগুলো থেকে জানা যায় যে, এ রমযান মাসের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতগুলোর মধ্যে কোনো একটি অর্থাৎ ২১শে, ২৩শে, ২৫শে, ২৭শে অথবা ২৯শে রাত। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, নবী (সা) বলেছেন- রমযানের শেষ দশ রাতের বেজোড় রাতগুলোর মধ্যে লায়লাতুল কদর তালাশ কর। (বুখারী)



www.nagorikpathagar.org

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, নবী (সা) রমযানের শেষ দশ দিন যিকির ও ইবাদাতের এমন ব্যবস্থা করতেন যা অন্য সময়ে করতেন না। (মুসলিম)

লায়লাতুল কদরের খাস দোয়া

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি তাকে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি কোনো প্রকারে আমি জানতে পারি কোন রাতটি লায়লাতুল কদর, তাহলে কি দোয়া করবো? তার জবাবে নবী (সা) বলেন, এ দোয়া পড়বে।

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

আয় আল্লাহ তুমি বড়ই মাফ করনেওয়ালা এবং বড়োই অনুগ্রহশীল। মাফ করে দেয়াই তুমি পছন্দ কর। অতএব তুমি আমার গুনাহগুলো মাফ করে দাও।

## হজ্জের প্রকার

হজ্জ তিন প্রকার এবং প্রত্যেকের পৃথক পৃথক মাসায়েল রয়েছে।

(১) হজ্জে এফরাদ,

(২) হজ্জে কেরান,

(৩) হজ্জে তামাত্তু।

### হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার শর্ত

হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার শর্ত দশটি। তার মধ্যে কোনো একটি শর্ত পাওয়া না গেলে হজ্জ ওয়াজিব হবে না।

১. মুসলিম হওয়া: অমুসলিমের প্রতি হজ্জ ওয়াজিব হতে পারে না।

২. জ্ঞান থাকা: পাগল, মস্তিষ্ক বিকৃত ও অনুভূতিহীন লোকের ওপর হজ্জ ওয়াজিব নয়।

৩. বালেগ হওয়া: নাবালেগ শিশুদের ওপর হজ্জ ওয়াজিব নয়, কোনো সচ্ছল ব্যক্তি বালেগ হওয়ার আগেই শৈশব অবস্থায় হজ্জ করলে তাতে ফরজ আদায় হবে না। বালেগ হওয়ার পর পুনরায় তাকে হজ্জ করতে হবে। শৈশবের হজ্জ নফল হবে।

৪. সামর্থবান হওয়া: হজ্জকারীকে সচ্ছল হতে হবে। তার কাছে প্রকৃত প্রয়োজন ও ঋণ থেকে নিরাপদ এতটা অর্থ থাকতে হবে যা সফরের ব্যয়ভার বহনের জন্য যথেষ্ট হয় এবং হজ্জ থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত তার



www.nagorikpathagar.org

অধীন পরিবারস্থ লোকের জীবিকা নির্বাহের জন্য যথেষ্ট অর্থ মওজুদ থাকে, কারণ এসব লোকের ভরণপোষণের দায়িত্ব শরীয়াত অনুযায়ী তার।

৫. স্বাধীন হওয়াঃ গোলাম ও বাঁদীর ওপর হজ্জ ওয়াজিব নয়।

৬. শারীরিক সুস্থতাঃ এমন অসুস্থ না হওয়া যাতে করে সফর করা সম্ভব নয়। অতএব ল্যাংড়া, বিকলাঙ্গ, অন্ধ, এবং অতিশয় বৃদ্ধ ব্যক্তির স্বয়ং হজ্জ করা ওয়াজিব নয়। অন্যান্য সব শর্তগুলো পাওয়া গেলে অন্যের সাহায্যে হজ্জ করাতে পারে।

৭. কোনো যালেম ও স্বৈরাচারী শাসকের পক্ষ থেকে জীবনের কোনো আশঙ্কা না থাকা এবং কারাগারে আবদ্ধ না থাকা।

৮. পথ নিরাপদ হওয়াঃ যদি যুদ্ধ চলছে এমন অবস্থা হয়, পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা হচ্ছে, যানবাহন ধ্বংস করা হচ্ছে, পথে চোর ডাকাতের আশঙ্কা থাকে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে জলপথে ভ্রমণ সম্ভব না হয় অথবা যে কোনো প্রকারের আশঙ্কা যদি থাকে, তাহলে এসব অবস্থায় হজ্জ ওয়াজিব হবে না। অবশ্য এ অবস্থায় এমন লোকের অসিয়ত করে যাওয়া উচিত যে, তার পরে অবস্থা ও পরিস্থিতি অনুকূল হলে তার পক্ষ থেকে অন্য কেউ হজ্জ করবে।

৯. হজ্জের সফরে স্বামী অথবা কোনো মুহররম ব্যক্তি থাকতে হবেঃ এর ব্যাখ্যা এই যে, সফর যদি তিন রাত তিন দিনের কম হয় তাহলে মেয়েলোকের স্বামী ছাড়া সফরের অনুমতি আছে। তার বেশি সময়ের সফল হলে স্বামী অথবা মুহররম পুরুষ ছাড়া হজ্জের সফর জায়েজ নয়। (যে মহিলার স্বামী নেই এবং কোনো মুহররম পুরুষও নেই, তার ঐসব বন্ধু সফরকারীর সাথে যাওয়া জায়েজ যাদের নৈতিক চরিত্রের ওপর নিভ্রর করা যেতে পারে। এ হচ্ছে ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম মালেকের অভিমত। নির্ভরযোগ্য বন্ধু বান্ধব এর ব্যাখ্যা ইমাম শাফেয়ী (র) এভাবে করেছেনঃ কিছু সংখ্যক মেয়েলোক নিভর্ভরযোগ্য হতে হবে এবং তারা মুহররম লোকের সাথে হজ্জে যাচ্ছে। তাহলে এ দলের সাথে স্বামিহীন একজন মেয়েলোক যেতে পারে। অবশ্য দলে মাত্র একজন মেয়েলোক থাকলে যাওয়া উচিত নয়। ইমাম শাফেয়ীর এ অভিমত অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ। এতে একজন স্বামীহিন ও মুহাররমহীন মেয়েলোকের হজ্জ আদায় করার সুযোগ রয়েছে এবং ওসব ফেতনার আশঙ্কাও নেই যার কারণে কোনো মেয়েলোকের মুহররম ছাড়া সফর করা নিষিদ্ধ।)এটাও



www.nagorikpathagar.org

জরুরি যে, এ মুহররম জ্ঞানবান, বালেগ, দীনদার এবং নির্ভরযোগ্য হতে হবে। অবোধ শিশু, ফাসেক, এবং অনির্ভরযোগ্য লোকের সাথে সফর জায়েজ নয়।

১০. ইদ্দত অবস্থায় না হওয়া: ইদ্দত স্বামীর মৃত্যুর পর হোক অথবা তালাকের পর হোক, ইদ্দতের সময় হজ্জ ওয়াজিব হবে না।

## হজ্জ সহীহ হওয়ার শর্ত

হজ্জ সহীহ হওয়ার শর্ত চারটি। এ শর্তগুলোসহ হজ্জ করলে তা সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হবে। নতুবা হবে না।

১. মুসলিম হওয়া: ইসলাম হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার যেমন শর্ত, তেমনি সহীহ হওয়ার শর্ত। যদি কোনো অমুসলিম হজ্জের আরকান আদায় করে এবং তারপর আল্লাহ তায়ালা তাকে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দান করেন, তাহলে এ হজ্জ সহীহ হওয়ার জন্য জরুরি যে, হজ্জকারী মুসলমান হবে।

২. হুঁশ জ্ঞান থাকা: হুঁশ-জ্ঞানহীন ও পাগল ব্যক্তির হজ্জ সহীহ হবে না।

৩. সকল আরকান নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে আদায় করা। হজ্জের মাসগুলো হচ্ছে, শাওয়াল, যুলকাদ, ও যুলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন। এমনি হজ্জের সকল আরকান আদায় করার সময়ও নির্দিষ্ট আছে, স্থানও নির্দিষ্ট আছে। আর ব্যতিক্রম করে হজ্জের আরকান আদায় করলে হজ্জ সহীহ হবে না।

৪. যেসব কারণে হজ্জ নষ্ট হয় তার থেকে বেঁচে থাকা এবং হজ্জের সকল আরকান ও ফরজ আদায় করা। যদি হজ্জের কোনোরুকন আদায় করা না হয় কিংবা ছুটে যায় তাহলে হজ্জ সহীহ হবে না।

## হজ্জের ফরজ

হজ্জের চারটি ফরজ। তার মধ্যে কোন একটি ছুটে গেলে হজ্জ হবে না। ফরজ নিম্নরূপ:

১. ইহরাম বাধা। এটি হজ্জের শর্ত এবং হজ্জের রুকন।

২. আরাফাতে অবস্থান। (কিছু সময়ের জন্য হলেও)

৩. যিয়ারতে তাওয়াফ করা। এর প্রথম চার চক্কর ফরজ এবং বাকি তিন চক্কর ওয়াজিব।



www.nagorikpathagar.org

৪. এ ফরজগুলো নির্দিষ্ট স্থানে, নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্ধারিত ক্রম অনুসারে আদায় করা।

## হজ্জের ওয়াজিব নয়টি

১. সায়ী করা। অর্থাৎ সাফা মারওয়ার মাঝে দ্রুত চলা। (কুরআন পাকের বয়ান থেকে তাই মনে করা হয়। কিন্তু আহলে হাদীসের মতে সায়ী ফরজ।) তার দলিল নিম্নোক্ত হাদীসঃ
আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির হজ্জ ও ওমরাহ পরিপূর্ণ বলে গণ্য করেন না যে সাফা ও মারওয়ার মাঝে সায়ী করলো না। (মুসলিম)

২. মুযদালফার অবস্থান করা। অর্থাৎ ফজর শুরু হওয়ার পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত কোনো সময়ে সেখানে পৌঁছা।

৩. রামি করা। অর্থাৎ জুমরাতে পাথর মারা।

৪. তাওয়াফে কুদুম করা। অর্থাৎ মক্কায় প্রবেশ করার পর সর্বপ্রথম খানায়ে কাবার তাওয়াফ করা। তাওয়াফে কুদুম তাদের জন্য ওয়াজিব যারা মিকাতের বাইরে থাকে যাদেরকে আফাকী বলা হয়।

৫. বিদায়ী তাওয়াফ করা। অর্থাৎ খানায়ে কাবা থেকে শেষ বিদায়ের সময় তাওয়াফ করা। এটাও শুধু আফাকিদের জন্য ওয়াজিব।

৬. মাথা মুড়ানো বা চুল ছাটা। হাজ্জের আরকান শেষ করার পর মাথা মুড়িয়ে ফেলা অথবা চুল ছাটা। যুলহজ্জের দশ তারিখে জুমরাতে ওকবায় পাথর মারার পর মাথা মুড়িয়ে ফেলা বা চুল ছাটা ওয়াজিব।

৭. কুরবানি একত্রে পড়া। অর্থাৎ আরাফাতের ময়দানে যোহর আসর একত্রে এবং মুযদালাফায় মাগরিব এশা একত্রে পড়া ওয়াজিব।

৯. রামি, মস্তক মুণ্ডন ও কুরবানি ক্রমানুসারে করা।

# কুরবানির আহকাম ও মাসায়েল

## কুরবানি দাতার জন্য মাসনূন আমল

যে ব্যক্তি কুরবানি করার ইচ্ছা পোষণ করে সে যেন যুলহাজ্জ মাসের চাঁদ দেখার পর শরীরের কোনো অংশের চুল না কাটে, মাথা না মোড়ায় এবং নখ না কাটে। কুরবানি করার পর চুল, নখ ইত্যাদি কাটবে। এ আমল মাসনূন, ওয়াজিব নয়। যার কুরবানি করার সামর্থ্য নেই, তার জন্যও এটা ভালো যে,



www.nagorikpathagar.org

সে কুরবানির দিন কুরবানির পরিবর্তে তার চুল কাটবে, নখ কাটবে এবং নাভির নিচের চুল সাফ করবে। এ কাজ তার কুরবানির স্থলাভিষিক্ত হবে। হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, নবী (সা) বলেছেন, যার কুরবানি করতে হবে সে যেন চাঁদ দেখার পর যতক্ষণ না কুরবানি করেছে ততোক্ষণ চুল ও নখ না কাটে।(মুসলিম, জামউল ফাওয়ায়েদ)

## ওমরা

ওমরা অর্থ প্রতিষ্ঠিত গৃহের যিয়ারত করা এবং শরীয়াতের পরিভাষায় ওমরার অর্থ ছোট হজ্জ যা সবসময়ে হতে পারে। তার জন্য কোনো মাস ও দিন নির্ধারিত নেই। যখনই মন চাইবে ইহরাম বেধে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করে, সায়ী করবে এবং মস্তক মুণ্ডন বা চুল ছেঁটে ইহরাম খুলবে। ওমরা হজ্জের সাথেও করা যায় এবং আলাদাও করা যায়। কুরআন বলে-

### ওমরার মাসায়েল

১. জীবনে একবার ওমরা করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। তাছাড়া তা যখনই করা হোক, তার জন্য প্রতিদান ও বরকত রয়েছে। হযরত জাবের (রা) বলেন, নবী (সা) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল- ওমরাহ কি ওয়াজিব? নবী (সা) বলেন- না, তবে ওমরা করো, এর বড়ো ফযিলত রয়েছে।

২. ওমরার জন্য কোনো মাস, দিন ও সময় নির্ধারিত নেই যেমন হজ্জের জন্য রয়েছে। যখনই সুযোগ হবে ওমরাহ করা যেতে পারে।

৩. রমযানে ওমরাহ করা মুস্তাহাব। নবী (সা) বলেন, রমযানে ওমরা করা এমন যেন আমার সাথে হজ্জ করা। (আবু দাউদ) বুখারীতে আছে, রমযানে ওমরা হজ্জের সমান।

৪. ওমরার জন্য মিকাত হচ্ছে হিল এবং সকলের জন্যই তাই, চাই তারা আফাকি হোক অথবা মীকাতের ভেতরের হোক অথবা মক্কার অধিবাসী হোক। হজ্জের মিকাত মক্কাবাসীদের জন্য হিল।

৫. ওমরার আমল শুধু ইহরাম বাধা, তাওয়াফ করা, সায়ি করা এবং মাথা মুণ্ডন করা অথবা চুল ছোট করা।



www.nagorikpathagar.org

# কুনূতে নাজেলাহ

اَللّٰهُمَّ اهْدِنَا فِيْ مَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنَا فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنَا فِيْمَنْ
تَوَلَّيْتَ وَ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ اِنَّكَ تَقْضِيْ وَ لَا
يُقْضٰى عَلَيْكَ اِنَّكَ لَا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ
رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوْبُ اِلَيْكَ وَصَلَّي اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ
اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ
وَاَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَ اَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَ انْصُرْهُمْ عَلٰى عَدُوِّكَ
وَعَدُوِّهِمْ اَللّٰهُمَّ الْعَنِ الْكَفَرَةَ وَ الْمُشْرِكِيْنَ وَالْيَهُوْدَ وَ النَّصَارٰي
الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ وَ يُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُوْنَ اَوْلِيَائَكَ
اَللّٰهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَ شَتِّتْ شَمْلَهُمْ وَفَرِّقْ جَمْعَهُمْ وَاَنْزِلْ
بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِيْ لَا تَرُدُّهٗ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى
خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ.(حِسْنِ حَسِيْن ص
(١٦٠-١٥٩

**বিঃ দ্রঃ** যখন কোন বিপদ অথবা মুসিবত ব্যপক আকার ধারণ করত তখন রাসূল (সা.) ফজরের নামাযের দ্বিতীয় রাকাতে রুকু হতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উক্ত দু'আ পড়তেন।



www.pathagar.com

ISBN : 978-984-34-4823-1